

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

শিরক

শিরকের পরিচয়, প্রকারভেদ, কারণ ও ভয়াবহতা

আবু উসামা

শিরক আবু উসামা

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৩ ইং

দ্বিতীয় প্রকাশ : মে ২০১৫ ইং

শা'বান ১৪৩৬ হিজরী

প্রকাশনায় : আত তাহমীদ প্রকাশনী

সর্বস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকের অনুমতি প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে, কোন রকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ব্যতীত বিনামূল্যে সম্পূর্ণ ফ্রী বিতরণের জন্য ছাপাতে চাইলে প্রকাশক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল।

মূল্য : ৬০.০০ টাকা মাত্র

Shirk

Written by : Abu Usamah

Published by : At Tahmid Prokashoni

First Print : June 2013

Second Print : May 2015

Price : Taka 60.00 Only

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

সূচিপত্র

* প্রশ্নঃ শিরক কি?	০৫
* প্রশ্নঃ শিরকের ভয়াবহতা কি?	০৬
* প্রশ্নঃ শিরক না করতে আমাদের প্রতি নির্দেশ কি?	১১
* প্রশ্নঃ শিরকের ক্ষতিকর দিক ও বিপদ সমূহ কি কি?	১১
* প্রশ্নঃ শিরক না করার উপকারীতা কি?	১২
* প্রশ্নঃ শিরকের কারণগুলো কি কি?	১৪
* প্রশ্নঃ সাধারণ ও বিস্তৃত অর্থে শিরক কত প্রকার ও কি কি?	২০
* প্রশ্নঃ খাস বা নির্দিষ্ট অর্থে শিরক কত প্রকার ও কি কি?	২০
* প্রশ্নঃ শিরক আল আকবার বা বড় শিরক কয় প্রকার ও কি কি? এ ব্যাপারে প্রচলিত শিরকগুলো কি কি?	২১
* প্রশ্নঃ শিরক আল আসগার বা ছোট শিরক কয় প্রকার ও কি কি?	২৭
* প্রশ্নঃ শিরক আল খফী বা গোপন শিরক বলতে কি বুঝায়?	২৮
* প্রশ্নঃ আর রিয়া কি?	২৯
* প্রশ্নঃ আমলের ক্ষেত্রে শিরকমুক্ত বিশুদ্ধ নিয়্যাতের গুরুত্ব কি?	২৯
* প্রশ্নঃ রিয়ার ভয়াবহতার ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কেমনভাবে সতর্ক করেছেন?	৩০
* প্রশ্নঃ রিয়ার ক্ষতিকর দিক গুলো কি কি?	৩১
* প্রশ্নঃ রিয়ার কারণ কি?	৩৪
* প্রশ্নঃ রিয়ার ধরণগুলো কি কি?	৩৫
* প্রশ্নঃ রিয়া থেকে বাচাঁর উপায় কি?	৩৬
* প্রশ্নঃ আস-সাদিকুন বা সত্যবাদী কারা?	৩৭
* প্রশ্নঃ আরবাব কি?	৩৭
* প্রশ্নঃ আলিহা কি?	৩৯
* প্রশ্নঃ আনদাদ কি?	৪১
* প্রশ্নঃ মানুষ কীভাবে মানুষের রব হয়ে যায়?	৪৪
* প্রশ্নঃ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাংসদদেরকে মানা, নির্বাচনে ভোট দেয়া শিরক কেন?	৫৪
* প্রশ্নঃ যাদুবিদ্যা শিরক এবং কুফরির অন্তর্ভুক্ত কিভাবে?	৫৫
* প্রশ্নঃ তাবিজ-কবজ ব্যবহার শিরকের অন্তর্ভুক্ত কিভাবে?	৫৭
* প্রশ্নঃ বালা মুসীবত দূর করার উদ্দেশ্যে রিং তাগা সূতা ইত্যাদি পরিধান করা	

শিরক সম্পর্কিত আলোচনা ৪

শিরক তার প্রমাণ কি?.....	৫৮
* প্রশ্নঃ শুভ-অশুভ লক্ষণ বা সংকেত গ্রহণ শিরক কিভাবে?.....	৫৯
* প্রশ্নঃ আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন বলা শিরক কিভাবে?.....	৬০
* প্রশ্নঃ বাক্যের মধ্যে ‘যদি’ শব্দের ব্যবহার শিরকের দরজা খুলে দেয় কিভাবে?.....	৬২
* প্রশ্নঃ মিলাদে কি ধরনের শিরক প্রচলিত?.....	৬২
* প্রশ্নঃ পীর-দরবেশ, ওলী আউলিয়া এবং কবরে শায়িতদের নিকট দোয়া- প্রার্থনা করা শিরক এ বিষয়টির প্রমাণ কি?.....	৬৫
* প্রশ্নঃ কবর-মাজার-দরগাহ দান বা ভোগ দেয়া শিরক তার প্রমাণ কি?.....	৬৭
* প্রশ্নঃ মাজারে, ওরসে পীর ফকিরদের উদ্দেশ্যে যবেহ করা, দান করা শিরক তার প্রমাণ কি?.....	৬৮
* প্রশ্নঃ গায়রুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরক তার প্রমাণ কি?.....	৬৯
* প্রশ্নঃ নেককার ব্যক্তিদের কবরের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন গায়রুল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়, তার প্রমাণ কি?.....	৭০
* প্রশ্নঃ বরকত হাসিলের জন্য গাছের নিকট ভোগ দেয়া কি শিরক?.....	৭০
* প্রশ্নঃ আল্লাহ ব্যতীত বাপ-দাদা, মাতা, পীর-দরবেশ কিংবা অন্যকিছুর নামে কসম করা শিরক। এর প্রমাণ কি?.....	৭১
* প্রশ্নঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর নূরের তৈরী মনে করা শিরক কেন? তিনি যে মাটির তৈরী তার প্রমাণ কি?.....	৭২
* প্রশ্নঃ তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়ার অর্থ তাগুতের প্রতি ঈমান পোষণ করা, এটি শিরক এবং কুফরি এর প্রমাণ কি?.....	৭৬
* প্রশ্নঃ নিছক পার্থিব স্বার্থে কোন আমাল করা শিরক তার প্রমাণ কি?.....	৭৮
* প্রশ্নঃ আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এ ধারণাটি বাতিল এর প্রমাণ কি?.....	৭৯
* প্রশ্নঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা তো নিরাকার, তাহলে তিনি আরশে সমাসীন হন কিভাবে?.....	৮৪
* প্রশ্নঃ অয়াসীলা ও পীর ধরা কি?.....	৮৫
* প্রশ্নঃ তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণ, পূর্ববর্তীদের দোহাই, বাপ-দাদার দোহাই দেয়া শিরক এর প্রমাণ কি?	৯২
* প্রশ্নঃ সেচ্ছায় অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা শিরক তার প্রমাণ কি?	৯৪
* প্রশ্নঃ যুগ বা সময়কে গালি দেয়া শিরক তার প্রমাণ কি?	৯৫
* প্রশ্নঃ বাতাসকে গালি দেয়া শিরক কিভাবে?	৯৬
* প্রশ্নঃ সলাত পরিত্যাগ করা শিরক তার প্রমাণ কি?	৯৭
* প্রশ্নঃ নিজের মত বা প্রবৃত্তির অনুসরণ করা শিরক তার প্রমাণ কি?	৯৯
* প্রশ্নঃ গানের মাধ্যমে শিরক হয় কিভাবে?	১০০
* প্রশ্নঃ শাহানশাহ বা বাদশার বাদশাহ নাম রাখা শিরক তার প্রমাণ কি?.....	১০১
* প্রশ্নঃ পোষাক পরিধানে শিরক তার প্রমাণ কি?	১০২
* প্রশ্নঃ ভাগ্য গননা শিরক কিভাবে?	১০২
* প্রশ্নঃ রাশিচক্র সম্বন্ধে ইসলামের রায় কি?	১০৪

শিরক

প্রশ্নঃ শিরক কি?

উত্তরঃ শিরক শব্দের অর্থ- অংশীদারিত্ব, অংশীবাদ, মিলানো, সমকক্ষ করা, অংশীস্থির করা, সমান করা, ভাগাভাগি করা, সম্পৃক্ত করা।

ইংরেজীতে Polytheism (একাধিক উপাস্যে বিশ্বাস), Share, Partner, Associate.

আল্লাহ রাগেব ইম্পাহানী (রহঃ) তার মুফরাদাত গ্রন্থে বলেন, শিরক হচ্ছে দুই স্বত্বাধিকারীর মিশ্রণ। আবার কেউ কেউ বলেন, কোন বস্তু বা বিষয় দুই বা ততোধিক ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত হওয়াকে শিরক বলে।

শিরকের ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, এতে দুই শরীকের অংশ সমান হওয়া আবশ্যিক নয়। বরং শতভাগের একভাগের অংশীদার হলেও তাকে অংশীদার বলা হবে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এর হকের সামান্যতম অংশও অন্য কাউকে দিলে তা শিরকে পরিণত হবে। এতে আল্লাহর অংশটি যত বড়ই রাখা হোক না কেন।

শিরকের পারিভাষিক অর্থঃ

সালফে সালেহীনগণ শিরককে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। অর্থের দিক থেকে এগুলো সব এক হলেও ভাষাগতভাবে ভিন্ন।

* শরীয়তের পরিভাষায়, যেসব গুণাবলী কেবল আল্লাহর জন্য নির্ধারিত সেসব গুণে অন্য কাউকে গুণান্বিত ভাবা বা এতে অন্য কারো অংশ আছে বলে মনে করাই শিরক।

* শিরক হচ্ছে বান্দার আল্লাহর সাথে তাঁর রুবুবিয়াত সংক্রান্ত কর্ম কিংবা তাঁর জাত ও আসমা ওয়াস সিফাতে তথা নাম ও গুণাবলী অথবা উলুহিয়াতে (ইবাদতে) কাউকে শরীক করা।^১

* ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, শিরক হলো আল্লাহর নিরঙ্কুশ প্রভুত্বে কারো অংশীদারীত্বের আকীদা পোষণ করা।

* আকীদার পরিভাষায়, শিরক হচ্ছে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট ও সীমাবদ্ধ কোন বিষয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রয়োগ করা।

^১ মিরাসিল আশ্বিয়া, ৮ পৃষ্ঠা।

শিরক সম্পর্কিত আলোচনা ৬

* শিরক হচ্ছে আল্লাহর সাথে এমন বিষয়ে সমকক্ষ স্থির করা যেটা আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য। যেমন- আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা, অন্য কারো নিকট আশা করা, আল্লাহ চাইতে অন্য কাউকে বেশী ভালবাসা, অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতের কোন একটি অন্যের দিকে সম্বোধন করাকে শিরক বলে।^১

* আল্লামা রাবী ইবনু হাদী আল মাদখালী (রহঃ) বলেন, শিরক হচ্ছে আল্লাহর এমন কোন সমকক্ষ স্থির করা যাকে আল্লাহর মতই ডাকা হয়, ভয় করা হয়, তার কাছে আশা করা হয়, আল্লাহর মতই তাকে ভালবাসা নিবেদন করা হয়, তার কোন প্রকার ইবাদত করা হয়।

* ড. ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মদ আল-বুরাইকান তাঁর ‘আল-মাদখাল’ নামক গ্রন্থে বলেন, শিরকের দু’টো অর্থ রয়েছে। প্রথমতঃ আম বা সাধারণ অর্থ। আর তা হচ্ছে, আল্লাহর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ তথা রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত, আসমা ওয়াস সিফাত এর মধ্যে গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সমান মনে করা। এখানে সমান মনে করা অর্থ হল, গায়রুল্লাহকে যে কোন একটি অংশ, চাই তাতে আল্লাহ তা’আলা গায়রুল্লাহর সমান হন কিংবা তাঁর চেয়ে বড় অংশের অধিকারী হন। দ্বিতীয়তঃ খাছ বা নির্দিষ্ট অর্থ। আর তা হচ্ছে আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকে ইবাদত ও আনুগত্যের উপযুক্ত সাব্যস্ত করা। এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআন-সুনাহ ও সালফে-সালেহীনের বক্তব্যের মধ্যেও শিরকের এ অর্থটিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। শিরক বলতে সাধারণত তারা ইবাদতের শিরককেই বুঝান।

প্রশ্নঃ শিরকের ভয়াবহতা কি?

উত্তরঃ শিরকের পরিণাম ভয়াবহ। এটি মানুষের চূড়ান্ত ধ্বংস ডেকে আনে। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে এর ভয়াবহতার স্বরূপ তুলে ধরা হলঃ

১। শিরক সবচেয়ে বড় অপরাধ, বড় জুলুম।

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা’আলা বলেছেন-

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থঃ আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম।

(সূরা লুকমান ৩১ : ১৩০)

এ আয়াতে শিরককে সবচেয়ে বড় জুলুম বলা হয়েছে। জুলুম মানে হল, কোন জিনিস অপাত্রে স্থাপন করা, একের জিনিস অন্যকে দেয়া। অতএব, শিরক নামক জুলুমের মানে

^১ অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক, ৩০ পৃষ্ঠা।

হল, আল্লাহর জিনিস আল্লাহকে না দিয়ে অন্যকে দেয়া। শিরক কারীরা এ জুলুমটি তিন ভাবে করে থাকে।

(ক) আল্লাহর কোন সিফাত বা গুণ সৃষ্টির উপর প্রয়োগ করা যেমন- ইলমূল গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান কোন সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করা। আল্লাহর এ গুণ দ্বারা সৃষ্টিকে বিশেষিত করা।

(খ) আল্লাহর কোন কাজ সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করা। যে কাজ আল্লাহ করেন সে কাজটি অন্য কেউ করছে বলে উক্তি করা। যেমন- রোগ নিরাময়। এটি আল্লাহর কাজ। কেই যদি বলেন ডাক্তার নিরাময় করেছেন তাহলে সে আল্লাহর কাজটি ডাক্তারের সাথে সম্পৃক্ত করল।

(গ) আল্লাহর জন্য করণীয় কোন ইবাদত সৃষ্টির জন্য করা। যেমন- সিজদা, এটি আল্লাহর পাওনা। এটি অন্য কাউকে দিলে আল্লাহর পাওনা অপরকে দিয়ে দেয়া হল। এভাবে আল্লাহর পাওনা ও হকগুলো যেগুলো ধারণ করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া কারো নেই, এগুলো অন্যকে দেয়া সবচেয়ে বড় জুলুম। যে এমনটি করে তার থেকে বড় জালিম আর কেউ নেই।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ أَوْ سِئَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ

অর্থঃ আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম অথবা অন্য কেউ জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন, কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করা, অথচ তিনি (আল্লাহই) তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।^১

২। শিরকের গুনাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্ষমা করবেন না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

^১ সহীহ বুখারী ৪৭৬১, ই.ফা.বা হাঃ ৪৪০০; সহীহ মুসলিম ১৪১।

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা কখনো ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করলো সে (আল্লাহর উপর এক) মহাপাপ আরোপ করলো। (সূরা নিসা ৪ : ৪৮)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَقْعُ الْحِجَابُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا وَقُوعُ الْحِجَابِ قَالَ أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ

অর্থঃ আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বান্দার জন্য সর্বদাই ক্ষমা রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত হিয়াব বা পর্দা পতিত না হয়। বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল ! হিয়াব বা পর্দা কি? তিনি বলেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা।^১

৩। শিরক করলে জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ
অর্থঃ কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করে দিবেন। এবং তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। আর জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়িদা ৫ : ৭২)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ ابْنِ نُمَيْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

অর্থঃ ইবনে নুমাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে সে জাহান্নামে যাবে।^২

^১ মুসনাদে আহমাদ ২১৫২৩, ইবনে কাসীর, সূরা নিসার ৪৮ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

^২ সহীহ মুসলিম ২৭৮, ই.সে হাঃ ১৭৬।

৪। শিরক করলে সব আমল বাতিল হয়ে যায় এবং যে শিরক করে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
وَلَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থঃ তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এই অহী হয়েছে যে, তুমি আল্লাহর সাথে শরীক করলে তোমার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (সূরা যুমার ৩৯ : ৬৫)

সূরা আন আ'মের ৮৩-৮৭ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ১৮ জন নাবীর নাম নিয়ে তাদের ব্যাপারে বলেছেন-

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থঃ যদি তারা (আল্লাহর সাথে) শিরক করত, (তবে) তাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হয়ে যেত। (সূরা আনআম ৬ : ৮৮)

৫। শিরককারী ধ্বংসে এবং বিপর্যয়ে পতিত হয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ
فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

অর্থঃ যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। (সূরা হজ্জ ২২ : ৩১)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ
الْمُوبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ

النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلَّى يَوْمَ
الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

অর্থঃ আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে বেচে থাকবে। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল সেগুলো কি? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং যাদু.....^১

৬। শিরককারী মুশরিক ও অপবিত্র। তার জন্য দোয়া করা যাবে না, এরা সৃষ্টির অধম।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

অর্থঃ নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র। (সূরা তাওবাহ ৯ : ২৮)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন-

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

অর্থঃ আত্মীয় স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নাবী ও মুমিনদের জন্য সংগত নয়, এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামের অধিবাসী।

(সূরা তাওবাহ ৯ : ১১৩)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

অর্থঃ আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মাঝে যারা (আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলকে) অস্বীকার করেছে, তারা অবশ্যই জাহান্নামের আগুনে থাকবে, সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল, এ লোকগুলোই হচ্ছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। (সূরা বাইয়েনাহ ৯৮ : ৬)

^১ সহীহ বুখারী ২৭৬৬, ই.ফা.বা হাঃ ৫৩৫২; সহীহ মুসলিম ১৬৩, ই.ফা.বা হাঃ ১৬৪, ই.সে হাঃ

প্রশ্নঃ শিরক না করতে আমাদের প্রতি নির্দেশ কি?

উত্তরঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন-

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

অর্থঃ আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। (সূরা নিসা ৪ : ৩৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

অর্থঃ (হে নাবী) বলো, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি এই অহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।

(সূরা কাহফ ১৮ : ১১০)

তিনি আরো বলেন-

وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

অর্থঃ আর তুমি (আল্লাহর) দ্বীনের জন্য একনিষ্ঠভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (সূরা ইউনুস ১০ : ১০৫)

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন-

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ فُتِلْتَ وَحُرِّقَتْ

অর্থঃ আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় কিংবা পুড়িয়ে মারা হয়।^১

প্রশ্নঃ শিরকের ক্ষতিকর দিক ও বিপদসমূহ কি কি?

উত্তরঃ শিরকের অনেক অনিষ্টকর দিক আছে। ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে তার ক্ষতিকর প্রভাবগুলো তুলে ধরা হলো-

^১ মুসনাদে আহমাদ ২২০৭৫।

- শিরক মানবতার জন্য অবমাননাকর, মানুষের সম্মানকে ধূলায় লুণ্ঠিত করে ও তার সামর্থ্যকে নিচু করে দেয়।
- শিরকের কারণে সমস্ত আজেবাজে কুসংস্কার ও বাতিল রসূমাত মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে।
- শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম।
- শিরক হচ্ছে সমস্ত কল্পনা ও ভয়ের মূল কারণ। শিরককারীর মাথায় কুসংস্কার বাসা বাঁধতে শুরু করে এবং সমস্ত আজেবাজে কথা ও কাজকে সে গ্রহণ করতে থাকে, ফলে সকল দিক থেকেই সে ভয় পেতে শুরু করে।
- শিরকের কারণে নেক আমলগুলো নষ্ট হয়ে যায়।
- শিরক উম্মতকে টুকরো টুকরো করে দেয়।

প্রশ্নঃ শিরক না করার উপকারীতা কি?

উত্তরঃ শিরক না করলে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা নিরাপত্তা দান করেন। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ

অর্থঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলম (শিরক) দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই হিদায়াত প্রাপ্ত। (সূরা আনআম ৬ : ৮২)

শিরক না করলে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা শাস্তি দিবেন না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

অর্থঃ মু'আয (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উফাইর নামক একটি গাধার পিঠে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে আরোহী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে মু'আয! 'তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর হক্ কি?' এবং আল্লাহর উপর

বান্দার হক্ কি? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তার রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, ‘বান্দার উপর আল্লাহর হক্ হল বান্দাহ তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক্ হলো তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক না করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি প্রদান করবেন না।’

শিরক না করলে জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ

অর্থঃ আবু যর (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- জিব্রাইল এসে আমাকে সুসংবাদ দিলেন, আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন না করে যে ব্যক্তি মারা যায় সে জান্নাত লাভ করবে। আবু যর বললেন, যদি সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে তবুও কি? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ যদি সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে তবুও।^১

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُؤْجِبَتَانِ فَقَالَ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

অর্থঃ জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, জান্নাত এবং জাহান্নাম ওয়াজিব কারী বস্তু দু’টি কি? তিনি বলেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার না বানিয়ে মৃত্যুবরণ করল সে জান্নাতী। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানিয়ে মারা গেল সে জাহান্নামী।^২

^১ সহীহ বুখারী ২৮৫৬, ৬৫০০, ই.ফা.বা হাঃ ২৬৫৬, ৬০৫৬; সহীহ মুসলিম ই.ফা.বা হাঃ ৫১।

^২ সহীহ বুখারী ১২৩৭, ই.ফা.বা হাঃ ১১৬৫; সহীহ মুসলিম, ই.সে হাঃ ১৮০।

^৩ সহীহ মুসলিম, ই.সে হাঃ ১৭৭।

প্রশ্নঃ শিরকের কারণগুলো কি কি?

উত্তরঃ কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে আমরা এখানে শিরকের কয়েকটি কারণ উপস্থাপন করছি, যেন সকলে এগুলো জেনে শিরক থেকে বেঁচে থাকতে পারে। কারণগুলো হলোঃ-

১। আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা ও খারাপ মনোবৃত্তি পোষণ করা।

মন্দ ধারণাই শিরকের নেপথ্য কারণ। যে কোন শিরকের পেছনে আল্লাহ সম্পর্কে কোন না কোন দোষ ত্রুটি ও মন্দ ধারণা কাজ করে। ভালবাসার বিপরীত এই মন্দ ধারণা পোষণ করার কারণেই মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত করে। গায়রুল্লাহকে তার জন্য আল্লাহর চেয়ে অধিক দয়ালু ও কল্যাণকামী মনে করে। আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করা মহাপাপ। এর জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

অর্থঃ আর যেন তিনি শাস্তি দিতে পারেন, মুনাফিক নারী-পুরুষ ও মুশরিক নারী-পুরুষকে যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে; তাদের উপরই অনিষ্টতা আপতিত হয়। আর আল্লাহ তাদের উপর রাগ করেছেন এবং তাদেরকে লা'নত করেছেন, আর তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জাহান্নাম; আর গন্তব্য হিসেবে তা কতই না নিকৃষ্ট।

(সূরা ফাতহ ৪৮ : ৬)

মুশরিকদের এই মন্দ ধারণার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানিয়ে তাওহীদের ইমাম ইবরাহীম (আঃ) তাঁর চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ও মূর্তি পূজারী জাতির সামনে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, পবিত্র কুরআনে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِنْفَكَا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থঃ তোমরা কিসের ইবাদত করছ? তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা অলীক মা'বুদগুলোকে চাও? তাহলে বিশ্ব জাহানের রব সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা?

(সূরা সাফফাত ৩৭ : ৮৫ - ৮৭)

এ কথার মর্ম হলো, তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মধ্যে কি ধরনের দোষ ত্রুটি ও মন্দের ধারণা পোষণ করছ? যার ফলে তাকে পরিত্যাগ করেছ এবং তার পরিবর্তে এতসব মা'বুদ ও দেবতা বানিয়ে নিয়েছ? আল্লাহর সত্তা তাঁর গুণাবলী ও কার্যাবলী সম্পর্কে তোমরা কি ধরনের খারাপ মনোবৃত্তি পোষণ করছ? কী ধরনের দোষ ত্রুটি তার মধ্যে আছে বলে ধারণা করছ? কী ধরনের অক্ষমতা, অপারগতা, করুণার অভাব তার মধ্যে আছে বলে তোমরা মনে করছ? যার ফলে সরাসরি তার ইবাদত না করে ভায়া ও মাধ্যমের ইবাদত করছ, তাদের কাছেই কল্যাণের প্রত্যাশা করছ? এবং অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্য তাদের শরণাপন্ন হচ্ছ?

বস্তুত মুশরিকরা মনে করে যে, আল্লাহ তাদেরকে দয়া করবেন না। এ জন্যই তারা মাধ্যম ও ভায়া মা'বুদের ইবাদত করে। আল্লাহর নিকট এসব ভায়া মা'বুদের প্রভাব প্রতিপত্তি আছে বলে বিশ্বাস করে। আল্লাহ তাদেরকে ভাল না বাসলেও ভায়া মা'বুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের কল্যাণ করতে বাধ্য। ভায়া মা'বুদরা সুপারিশ করলে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা সেই সুপারিশ বাতিল করতে পারেন না। এর জবাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

অর্থঃ হে মানুষ, একটি উপমা পেশ করা হল, মনোযোগ দিয়ে তা শোন, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা কখনোই একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। যদিও তারা এ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। আর যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তারা তার কাছ থেকে তাও উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষণকারী ও যার কাছে অন্বেষণ করা হয় উভয়েই দুর্বল। তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয় না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা ক্ষমতাবান ও পরাক্রমশালী। (সূরা হজ্জ ২২ : ৭৩ - ৭৪)

যারা সম্মেলিত শক্তি দিয়ে একটি মাছি সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। মাছি তাদের কিছু ছিনিয়ে নিলে তা উদ্ধার করতে সক্ষম নয়। তারা তোমাদের জন্য কি কল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে। অথবা তোমাদের সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছ থেকে নিজ ক্ষমতা বলে কি'বা উদ্ধার করে আনতে পারে? মাছির কাছে যারা পরাজিত, মহাশক্তিধর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে তারা কিভাবে বিজয়ী হতে পারে? আল্লাহর কাছ থেকে কিছু উদ্ধার করা তো দূরের কথা, তার সন্তুষ্টি ও অনুমোদন ছাড়া তার কাছে সুপারিশ করার ক্ষমতাও কারো নেই।

২। সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য করা।

আল্লাহর সাথে শিরকের অন্যতম কারণ হচ্ছে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

অর্থঃ তাঁর সমতুল্য কোন কিছুই নেই এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

(সূরা শুরা ৪২ : ১১)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন-

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

অর্থঃ তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। (সূরা ইখলাস ১১২ : ৪)

অন্যত্র তিনি বলেন-

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا

অর্থঃ তোমরা তাঁর জন্য সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না। (সূরা বাকারা ২ : ২২)

তিনি আরো বলেন-

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

অর্থঃ আপনি কি তাঁর সমমান (গুণসম্পন্ন) কারো নাম জানেন?

(সূরা মারইয়াম ১৯ : ৬৫)

কিভাবে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য করা হয়ঃ

১. যে ব্যক্তি তার দু'আ-প্রার্থনা, ভয়, আশা-ভরসা সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করল সে এসব কাজে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে সমতুল্য করে ফেলল।
২. যে ব্যক্তি তার প্রণয়-বিনয়, দাসত্ব-আনুগত্য সর্বশক্তিমান আল্লাহকে না দিয়ে শক্তিহীন, নিঃস্ব, মুখাপেক্ষী, ব্যক্তিগতভাবে সর্বহারা ও সর্বগুণহীন দাস-দাসীকে দিল সে ঐ দাস-দাসীকে আল্লাহর সমতুল্য করে নিল। সার্বভৌম ক্ষমতা, নিরঙ্কুশ মালিকানার অধিকারী, স্বয়ং সম্পূর্ণ, সর্বগুণে গুণান্বিত, সকল দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র, উপমাহীন, তুলনাহীন, সমকক্ষহীন, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন রব্বুল আলামীনের সাথে গাভী, তুলসী গাছ, মাটি ও খড় কুটোর তৈরী মূর্তি, সৃজিত ও লালিত-পালিত দাসানুদাসদেরকে তুলনা করা কত বড় কদর্য, কুৎসিত, বিদ্রোহী ও মন্দ তুলনা তা কি আর ভাষায় ব্যক্ত করা যায়।

৩. নাবী, মালায়িকা (ফেরেশতা), জ্বীন, অলী-আউলিয়া, পোপ-ফাদার, পুরোহিত, পীর বাবা, খাজা বাবা, দয়াল বাবা, উলঙ্গ ফকির, কবর-মাজারস্ত মৃত ব্যক্তি, মূর্তি-দেবতার কাছে মানুষের লাভ ক্ষতি, দান ও বঞ্চনার ক্ষমতা আছে বলে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করল, সে এসব বিষয়ে তাদেরকে আল্লাহর সমতুল্য করল।
 ৪. যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা করল সে তাকে আল্লাহর সমতুল্য করল।
 ৫. যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপর ভরসা করল সে ব্যক্তি তাকে আল্লাহর সমতুল্য করল।
 ৬. যে ব্যক্তি সশ্রদ্ধভাবে আল্লাহ ছাড়া কারো নামে শপথ করল সে তাকে আল্লাহর সমতুল্য করল।
 ৭. যে ব্যক্তি অহংকার করল, মানুষকে তার প্রশংসা ও তার সামনে বিনয় প্রকাশ করার জন্য বলল, নিজেকে মানুষের আশা-ভরসাস্থল বলে প্রকাশ করল, মুক্তিদাতা, উদ্ধারকর্তা বলে দাবী করল, আল্লাহর আইন-বিধান পরিবর্তন করে নিজেই আইন-বিধান তৈরী করল সে নিজেকে আল্লাহর সমতুল্য করল।
 ৮. যে ব্যক্তি নিজেকে শাহানশাহ (রাজাধিরাজ), মালিকুল আমলাক, সুলতানুস সালাত্বীন, আমীরুল উমারা, আহকামুল হাকিমীন, কাজীউল কুজাত নামকরণ করল সে নিজেকে আল্লাহর সমতুল্য করল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত বিরাগভাজন ব্যক্তি সেই যাকে রাজাধিরাজ বলা হয়।”^১
 ৯. যে ব্যক্তি আব্দুল কাদের জিলানীকে ‘গাওছুল আযম’ (সবচেয়ে বড় ত্রাণকর্তা) বলল সে তাকে আল্লাহর সমতুল্য করল এবং তাঁর চেয়েও বড় সাব্যস্ত করল।
 ১০. যে ব্যক্তি বলল, مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ ‘যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং আপনি যা চেয়েছেন’। একথা কাউকে বললে সে তাকে আল্লাহর সমতুল্য করল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি এ কথাটি বললে তিনি তাকে বললেন, ‘তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমতুল্য করে ফেললে? বরং এক আল্লাহ যা চান (তাই সংঘটিত হয়)।
- অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে এ কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন- مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتُ “যা আল্লাহ চেয়েছেন অতঃপর আপনি চেয়েছেন।”^২

^১ সহীহ বুখারী ৬২০৫, ই.ফা.বা হাঃ ৫৭৭২, ‘কিতাবুল আদাব বা আচার ব্যবহার’ অধ্যায়।

^২ সুনানে নাসায়ী ৩৭৮২; সুনানে ইবনে মাজাহ, ই.ফা.বা হাঃ ২১১৭।

শিরককারীদের এসব অমর্যাদাকর সমতুল্য করণ বাতিল করার উদ্দেশ্যে কুরআনুল কারীমের মধ্যে মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা নিজের জন্য দুটো উপমা পেশ করেছেন-

প্রথম উপমা :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ আল্লাহ উপমা পেশ করেছেন; একজন অধিনস্ত দাস যে কোন কিছুর উপর ক্ষমতা রাখে না। আর একজন যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে উত্তম রিযিক দিয়েছি, অতঃপর সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। তারা কি সমান হতে পারে? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। (সূরা নাহল ১৬ : ৭৫)

দ্বিতীয় উপমা :

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

অর্থঃ আর আল্লাহ তা'আলা উপমা পেশ করেছেন, দু'জন ব্যক্তির, তাদের একজন বোবা, যে কোন কিছুর উপর ক্ষমতা রাখে না এবং সে তার অভিভাবকের উপর বোঝা। তাকে যেখানেই পাঠানো হয়, কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। সে আর ঐ ব্যক্তি কি সমান, যে ন্যায়ের আদেশ করে এবং সে রয়েছে সরল পথের উপর?

(সূরা নাহল ১৬ : ৭৬)

প্রথম উপমাটি সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর দ্বিতীয় উপমাটি তিনি প্রয়োগ করেছেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ মাল ও জ্ঞানে তাঁর সাথে সৃষ্টির কোন তুলনাই চলে না, যেমনি চলে না অন্য কোন ক্ষেত্রেও। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে তাদেরই অবস্থা দিয়ে নিজের মর্যাদা ও সমতুল্যহীন হওয়ার বিষয়টি কত সুন্দরভাবেই না বুঝালেন।

মানব সমাজে অক্ষম ও সম্পূর্ণ নিঃস্ব কোন ক্রীতদাস এবং ধনবান, বিত্তশালী দানবীর ব্যক্তিকে মর্যাদার দিক থেকে কেউই এক সমান মনে করে না যেমন, তেমনি মূক, অক্ষম, অপরের উপর বোঝা, কল্যাণকর কাজে যোগ্যতাহীন, মূর্খ-আহমক কোন ব্যক্তিকে একজন সুশিক্ষিত, ন্যায়-নীতিবান জ্ঞানী ব্যক্তির সমান কেউ মনে করে না। মানব সমাজে কি কখনো কোন ব্যক্তি নিঃস্ব, হতদরিদ্র কাঙ্গালের দুয়ারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে কিছু

পাবার আশায় যায়? অথবা কখনো কি কেউ কোন বোবা ও বধির, মূর্খ ও জ্ঞানহীন নাদানের নিকট জ্ঞান শেখার আশায় ধর্ণা দেয়? তাই যদি হয় তোমাদের নিজেদের অবস্থা, তবে কীভাবে সকল সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক, সকল জ্ঞানের একচ্ছত্র অধিকারী, সর্ব বিষয়ে ন্যায় নীতিবান মহান আল্লাহকে তাঁর সৃজিত, লালিত-পালিত, নিঃশ্ব, জাত মূর্খ, জাত কান্দাল দাসানুদাসদেরকে তাঁর সমতুল্য করছ? কীভাবে নিঃশ্ব, কান্দাল জাত ফকিরদেরকে দু'আ ইবাদত নিবেদন করছ? আল্লাহকে ছেড়ে নিঃপ্রাণ লক্ষ্মীর কাছে ধন আর স্বরস্বতীর কাছে জ্ঞান প্রার্থনা করছ। কীভাবে তাঁর (আল্লাহর) প্রাপ্য মূর্তিকে দিচ্ছ? এই কি তোমাদের ন্যায় বিচার! এটাই কি তোমাদের জ্ঞানের পরিচয়। এটা কি তাঁর আত্মমর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী নয়? এটা কি সবচেয়ে বড় জুলুম ও অবিচার নয়?

সৃষ্টিকে আল্লাহর সমতুল্য করা শিরকে আকবার। তাওবাহ না করে মৃত্যু বরণ করলে যার পরিণাম চিরস্থায়ী জাহান্নাম। এহেন শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির জাহান্নামে পতিত হয়ে যে উক্তি করবে কুরআনে তা এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে-

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থঃ আল্লাহর কসম! আমরা (জাহান্নামবাসী) সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিলাম। যখন আমরা তোমাদেরকে (পূজিত) রাব্বুল আলামীনের সমতুল্য করেছিলাম।

(সূরা শুয়ারা ২৬ : ৯৭-৯৮)

৩। আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা না দেয়া।

শিরক মানে আল্লাহর সমস্ত মর্যাদাকে অস্বীকার করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ

مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

অর্থঃ তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর (আল্লাহর) হাতের মুঠোয় এবং আকাশমন্ডলী ভাঁজ করা থাকবে তাঁর ডান হাতে। পবিত্র মহান তিনি। তারা যাকে শরীক করে তিনি তাঁর উর্দে। (সূরা যুমার ৩৯ : ৬৭)

৪। আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মূর্খতা।

শিরকের কারণ সমূহের মধ্যে এটি হল অজ্ঞতা ও মূর্খতা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ

অর্থঃ (হে নাবী) বলুন, হে মূর্খরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে আদেশ করছ? (সূরা যুমার ৩৯ : ৬৪)

প্রশ্নঃ সাধারণ ও বিস্তৃত অর্থে শিরক কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তরঃ সাধারণ এবং বিস্তৃত অর্থে শিরক তিন প্রকার। যথাঃ-

১. শিরক ফিররুবিয়্যাহ : শিরক ফিররুবিয়্যাহ হচ্ছে আল্লাহর কর্তৃত্ব, ক্ষমতা এবং সার্বভৌমত্বে কাউকে তার সমকক্ষ করা। এ প্রকারের প্রচলিত শিরকগুলো হচ্ছেঃ- আল্লাহ ছাড়া কাউকে আইন-বিধানদাতা হিসাবে মানা, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোট দানের মাধ্যমে কাউকে আইন-বিধানদাতা নির্বাচন করা, যাদু, তাবিজ-কবজ, শুভ-অশুভ সংকেত গ্রহণ, কাউকে কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক, বিপদ রোগ-শোক থেকে মুক্তিদাতা, সন্তান দিতে পারে বলে মনে করা, আল্লাহর স্ত্রী বা সন্তান আছে বলে মনে করা ইত্যাদি।
২. শিরক ফিল আসমা ওয়াস সিফাত : তা হচ্ছে আল্লাহর নাম এবং গুণাবলির ক্ষেত্রে অংশীদার স্থাপন করা। আল্লাহর গুণাবলির সাথে সৃষ্টির গুণাবলির তুলনা করা। যেমন- এ কথা বলা যে, আল্লাহর হাত আমাদের হাতের মত। তাছাড়া আল্লাহর গুণ ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির আছে বলে বিশ্বাস করা। যেমন- ভাগ্য গণনা, রাশি চক্রে বিশ্বাস, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইলমুল গায়েব বা অদৃশ্যে জানে বলে বিশ্বাস করা।
৩. শিরক ফিল উলুহিয়াহ বা শিরক ফিল ইবাদাহ : তা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করা। যেমন- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দোয়া করা, সিজদা করা, অন্যের নামে নজর মানা, অন্যকে আল্লাহর মত ভয় করা, ভালবাসা, আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইনের কাছে বিচার চাওয়া ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ খাস বা নির্দিষ্ট অর্থে শিরক কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তরঃ খাস বা নির্দিষ্ট অর্থে শিরক হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলার সাথে গায়রুল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে শিরক করা। কুরআন-সুন্নাহ এবং সালফে সালেহীনগণের বক্তব্যের মধ্যে শিরক এর এ অর্থটিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। শিরক বলতে তারা সাধারণত ইবাদতের শিরককেই বুঝান। এ অর্থে শিরক তিন প্রকার। যথাঃ-

১. الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ বা বড় শিরক : এর অর্থ হলো- আল্লাহর কোন সমকক্ষ স্থির করে আল্লাহর মত তার ইবাদত করা ও আনুগত্য করা। এই শিরক যে কাউকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়।

২. الشُّرْكُ الْأَصْغَرُ বা ছোট শিরক : আর তা হচ্ছে আমলের কাঠামো ও মুখের কথায় গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সমকক্ষ করা। অথবা কথায় ও কাজে আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহর মনোতুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা। এই শিরক অনেক বড় কবির গুনাহ কিন্তু এটি মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না।

৩. الشُّرْكُ الْخَفِيُّ বা গোপন শিরক : আর তা হচ্ছে- হৃদয়ের এমন গোপন ইচ্ছা ও মুখের এমন অসতর্কতামূলক কথা যাতে আল্লাহ ও গায়রুল্লাহ সমান হয়ে যায়। এটি কখনো বড় শিরক আবার কখনো ছোট শিরক হতে পারে। উপরোক্ত তিন প্রকারের শিরক আবার অনেক প্রকারে বিভক্ত।

প্রশ্নঃ الشُّرْكُ الْأَكْبَرُ বা বড় শিরক কয় প্রকার ও কি কি? এ ব্যাপারে প্রচলিত শিরকগুলো কি কি?

উত্তরঃ শিরকে আকবার এর প্রকার বর্ণনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন ধরনের মত প্রকাশ করেছেন।

শিরক আল আকবার বা বড় শিরক ছয় প্রকার। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো-

প্রথম প্রকারঃ الشُّرْكُ فِي الدَّعْوَةِ বা আহ্বানে শিরক।

আল্লাহকে ডাকার মত গায়রুল্লাহকে ডাকা। সে ডাক কোন প্রাপ্তি বা মুক্তির জন্য হোক কিংবা শুধু ইবাদত বা বিনয় প্রকাশার্থে হোক। এই দু'আ তিনটি শর্তে শিরক হবে।

(ক) রূপক কোন অর্থ উদ্দেশ্য না করে বাস্তব অর্থে ডাকলে।

(খ) প্রার্থিত বিষয়টি আল্লাহ ছাড়া আর কারো অধিকারে না থাকলে।

(গ) প্রার্থনাকারী প্রার্থিত ব্যক্তির সামনে উপস্থিত না থাকলে অথবা মৃত হলে।

যেমন-

- জীবিত পীর, খাজা, গাউস-কুতুবের কাছে সন্তান, রোগ নিরাময়, ব্যবসায় উন্নতি, বিপদ হতে পরিত্রাণ ও পরলৌকিক সুপারিশ ও মুক্তি প্রার্থনা করা।
- কোন মৃত, কবরস্ত কিংবা অনুপস্থিত পীর-দরবেশের নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন-

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ

إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

অর্থঃ যখন তারা নৌকায় আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠচিত্তে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন, তাদের মুক্তি দিয়ে ডাঙ্গায় নিয়ে যান তখনই তারা শিরক করে।

(সূরা আনকাবুত ২৯ : ৬৫)

দ্বিতীয় প্রকারঃ الشَّرْكُ فِي الْإِرَادَةِ বা নিয়্যাত, ইচ্ছা ও সংকল্পে শিরক।

নিজের আমল দ্বারা সংক্ষেপে ও সবিস্তারে গায়রুল্লাহকে উদ্দেশ্য করা। এই শিরক আকিদা বিশ্বাসের মাঝে বিরাজ করে। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, এই শিরক হচ্ছে এমন এক সাগর যার কোন কূল কিনারা নেই। অনেক অল্প মানুষই এ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে থাকে। যে ব্যক্তি নিজ আমলের দ্বারা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো নৈকট্য কামনা করবে, তার কাছে বিনিময় প্রত্যাশা করবে অথবা শুধু পার্থিব কল্যাণের উদ্দেশ্যেই আমল করবে সে ব্যক্তি ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে শিরকে লিপ্ত হবে। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন-

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ - أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থঃ যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, আমি দুনিয়াতেই তাদেরকে পুরোপুরিভাবে তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছু মাত্র কমতি করা হবে না। এরাই হলো সে সব লোক আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ হয়ে গেছে। আর যা কিছু (দুনিয়াতে) উপার্জন করেছিল সবই বাতিল বলে গণ্য। (সূরা হুদ ১১ : ১৫ - ১৬)

তৃতীয় প্রকারঃ الشَّرْكُ فِي الطَّاعَةِ বা আনুগত্যের শিরক।

হুকুম বা বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। অথচ বিধান প্রণয়ন বা হুকুম প্রধান করা আল্লাহর হক বা অধিকার সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

- কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধি মানব রচিত আইনের আনুগত্য উপরোক্ত প্রকারের শিরকে আকবারের অন্তর্ভুক্ত।
- সূফীবাদীদের শিরক যুক্ত তরীকাসমূহে কুরআন সুন্নাহর দলীল প্রমাণ ব্যতীত পীরের সমস্ত কথাকে মেনে নেয়াকে অপরিহার্য করা হয়। এসবগুলোই শিরকের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন-

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

অর্থঃ তারা (আহলে কিতাবীরা) আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলাকে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিত ও সংসার বিরাগী আলেমদেরকে তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামের পুত্র ঈসাহ মাসীহকেউ। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল মাত্র একজন ইলাহর (আল্লাহর) ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তারা যার সাথে তার শরীক সাব্যস্ত করে তা থেকে তিনি পবিত্র। (সূরা তাওবাহ ৯ : ৩১)

চতুর্থ প্রকারঃ الشِّرْكُ فِي الْمَحَبَّةِ বা ভালবাসার শিরক।

আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকে এমন ভাবে ভালবাসা যে বান্দাহ গায়রুল্লাহর সামনে বিনীত, বিগলীত ও তার দাস হয়ে যায়, চাই সে ভালবাসা আল্লাহর ভালবাসার সমান হোক বা কম বেশী হোক। শিরক আল মুহাব্বাহর উদাহরণ হলো-

- মূর্তিপূজারী সম্প্রদায় কর্তৃক তাদের বিভিন্ন মূর্তির প্রতি ভালবাসা।
- কিছু নামধারী মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক গাউস, কুতুব, পীর, ফকীর, খাজা, দরগাহ মাজার ইত্যাদির প্রতি ভালবাসা।
- অপর কিছু সম্প্রদায় কর্তৃক আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির প্রতি অন্ধ ভালবাসা।
- তরুণ-তরুণী সম্প্রদায় কর্তৃক গায়ক-গায়িকা, নায়ক-নায়িকা শিল্পীদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসা।
- পার্থিব জীবন, বিত্যা-বৈভব, ভোগ বিলাসের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসা যা আল্লাহ ও পরকালকে ভুলিয়ে দেয়। এগুলো এই শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالذَّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِصَةِ إِنَّ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ
يُعْطَ لَمْ يَرْضَ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দীনার, দিরহাম, রেশমী চাদর, পশমী কাপড়ের দাসরা ধ্বংস হোক। যদি তাকে এগুলো দেয় হয়, তাহলে সে খুশি আর যদি না দেয়া হয় তাহলে অসন্তুষ্ট থাকে।^১

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

অর্থঃ মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের আল্লাহর সমকক্ষ বলে ধারণ করে নিয়েছে, তারা তাদেরকে আল্লাহর ভালবাসার মতই ভালবাসে। আর যারা মুমিন আল্লাহর জন্যই তাদের ভালবাসা প্রবল। (সূরা বাকারাহ ২ : ১৬৫)

পঞ্চম প্রকারঃ الشُّرْكُ فِي الْخَوْفِ বা ভয়ের ক্ষেত্রে শিরক।

গায়রুল্লাহর পক্ষ থেকে বিপদে আক্রান্ত হওয়ার এমন চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ ভয় যা কেবল আল্লাহর জন্যই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা এ ধরনের ভয় আল্লাহর প্রতি পোষণ করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي

অর্থঃ তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর। (সূরা বাকারাহ ২ : ১৫০)

ভয় তিন প্রকার : যথা-

১. বিশ্বাসগত-গোপন ভয়। যেমন- মূর্তি, মাজার, দরগাহ, গাউস-কতুব ইত্যাদিকে মনে মনে ভয় করা। এ ধরনের ভয় শিরকে আকবার।
২. কাজের ক্ষেত্রে ভয়। মানুষকে ভয় করে কোন ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দেয়া কিংবা কোন হারাম কাজ করা। এ ধরনের ভয় ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।
৩. স্বভাবজাত ভয়। যেমন, বাঘ, সিংহ, সাপ, সন্ধানী, চোর-ডাকাত ইত্যাদিকে ভয় করা। মূসা (আঃ) লাঠিকে সাপ হতে দেখে দৌড়ে পালাতে শুরু করলেন এবং পিছন ফিরেও দেখলেন না। বুঝা গেল এ ধরনের ভয় শিরকের পর্যায়ে পড়ে না।

ষষ্ঠ প্রকারঃ التَّوَكُّلُ فِي الشُّرْكِ বা নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে শিরক।

তাওয়াক্কুল এর অর্থ হচ্ছে- সকল বিষয়কে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করা, উদ্দেশ্য সাধনে তারই উপর নির্ভর করা। বাহ্যিক উপায়-উপকরণ গ্রহণ করে প্রতিদানের আশাটুকু তার

^১ সহীহ বুখারী ৬৪৩৫, ই.ফা.বা হাঃ ৫৯৯২; সুনানে ইবনে মাজাহ ৪১৩৫।

কাছে করা। এ অর্থে তাওয়াক্কুল একটি পরিপূর্ণ ইবাদত। তাই গায়রুল্লাহর উপর এই তাওয়াক্কুল পোষণ করলে তা শিরকে আকবারে পরিণত হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থঃ আর আল্লাহর উপরই নির্ভর কর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।

(সূরা মায়িদা ৫ : ২৩)

তাওয়াক্কুল তিন প্রকার : যথা-

১. শিরকী তাওয়াক্কুল। কল্যাণ ও অকল্যাণের বিষয়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে আন্তরিকভাবে গায়রুল্লাহর উপর নির্ভর করা। এটিও আবার দুই প্রকার :- যেমন, (ক) যে বিষয়ে আল্লাহ ব্যতীত কারো ক্ষমতা নেই সে বিষয়ে গায়রুল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে নির্ভর করা। এটি শিরকে আকবার। যেমন- রোগ নিরাময়, জীবিকা দান, সন্তান দেয়া ও বিপদে পরিত্রাণ দেয়ার বিষয়ে গায়রুল্লাহর উপর নির্ভর করা। (খ) যে উপকার ও অপকার করার ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন তা অর্জন বা দূরীকরণে জীবিত সক্ষম মানুষদের উপর নির্ভর করা। এটি শিরকে আসগার বা ছোট শিরক। যেমন- চাকরী লাভ, মামলায় জয় লাভ, পরীক্ষায় পাস ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন আত্মীয় কর্ম কর্তার উপর নির্ভরশীলতা।
২. পার্থিব বিষয় পরিচালনায় পরনির্ভরশীলতা। যেমন- পার্থিব ইসলামী কোন কাজ সম্পাদনে কোন ব্যক্তিকে উকিল নিয়োগ করা। যেমন- বদলী হজ্জ, ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ করা। এটি জায়েয। এর মধ্যে কোন শিরক নেই।
৩. তাওহীদি তাওয়াক্কুল। যা প্রথমেই আমরা উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ সকল বিষয়েই আল্লাহর উপর নির্ভর করা।

আবুল বাকা আল-হানাফী (রহঃ) তার 'কুল্লিয়াতে'র মধ্যে শিরকের উপরোক্ত প্রকারগুলো ছাড়াও শিরককে আরো ছয় ভাগে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপঃ

১. শিরকুল ইস্তেকলাল (الشِّرْكُ الْاِسْتِقْلَالُ) : এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দুজন ভিন্ন ভিন্ন বা স্বতন্ত্র মালিকানা সম্পন্ন শরীক সাব্যস্ত করা। অথবা আল্লাহর পাশাপাশি আরো দু'জন স্বয়ং সম্পূর্ণ শরীক থাকার ধারণা পোষণ করাকে 'শিরকুল ইস্তেকলাল' বলা হয়। যেমন- অগ্নিপূজকদের শিরক; তারা যাবতীয় কল্যাণের বিষয়াদিকে 'ইয়াজদান' নামক দেবতার কাজ বলে মনে করতো, আর যাবতীয় অকল্যাণমূলক কাজকে 'আহরমান' নামক দেবতার কর্ম বলে মনে

করতো। অথবা তারা আলোকে কল্যাণের স্রষ্টা ও অন্ধকারকে অকল্যাণের স্রষ্টা বলে মনে করতো।

২. শিরকুত তাবয়ীদ (شِرْكُ التَّبَعِيضِ) : একাধিক মা'বুদের সমন্বয়ে এক মা'বুদ হওয়ার বিশ্বাস করাকে 'শিরকুত তাবয়ীদ' বলা হয়। যেমন- খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদের শিরক। তারা বিশ্বাস করে আল্লাহ, ঈসা (আঃ) ও মারইয়াম (আঃ) এর দ্বারা সমন্বিত একটি সত্তাই হচ্ছে মা'বুদ। মুসলিম দাবীদার হয়েও যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর জাতি নূর দ্বারা তৈরী অথবা আল্লাহর সত্তার অংশ অথবা তাঁর রুহানী সত্তা মনে করে তারাও উক্ত শিরকের জালে আক্রান্ত। যেমন- বেরেলভী ও পীর-সূফীদের একাংশের বিশ্বাস।

৩. শিরকুত তাকরীব (شِرْكُ التَّقْرِيبِ) : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকটবর্তী করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে গায়রুল্লাহর উপাসনা করাকে 'শিরকুত তাকরীব' বলা হয়। যেমন- প্রাচীন জাহেলী যুগের মূর্তিপূজারীদের শিরক, পোপ পূজারী খ্রিস্টানদের শিরক, পুরোহিত পূজারী হিন্দুদের শিরক এবং পীর-মাশায়েখ পূজারী মুসলমানদের শিরক। কেননা এরা সকলেই যাদের পূজা করে তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য পাইয়ে দিবে এই আশায় পূজা করে। আরবের মুশরিকরা বলতো-

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

অর্থঃ আমরা তাদের (দেবতাদের) উপাসনা কেবল এ-জন্যেই করছি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে। (সূরা যুমার ৩৯ : ৩)

৪. শিরকুত তাকলীদ (شِرْكُ التَّقْلِيدِ) : অন্যের অন্ধ অনুসরণে গায়রুল্লাহর উপাসনা করাকে 'শিরকুত তাকলীদ' বলা হয়। যেমন- আরব জনগণের শিরক, তারা তাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণে মূর্তি পূজা করতো। যারা বর্তমানেও পূর্বপুরুষদের দোহাই দিয়ে পীর-পূজা, মাজার পূজা ইত্যাদিতে লিপ্ত তারাও এই প্রকার শিরকে আক্রান্ত।

৫. শিরকুল আসবাব (شِرْكُ الْأَسْبَابِ) : কোন বিষয় আল্লাহর কারণে হয়েছে এমনটি না বলে অপর কোন বস্তুর প্রভাবে তা হয়েছে বলে বিশ্বাস করা বা বলাকে 'শিরকুল আসবাব' বলা হয়। যেমন- জড়বাদী ও প্রকৃতিবাদীদের শিরক, যারা যে কোন কল্যাণকে প্রকৃতির দান ও অকল্যাণকে প্রকৃতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া বলে বিশ্বাস করে। এ জগত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য আল্লাহর পরিকল্পনাকে স্বীকার না করে প্রকৃতিকেই এর পরিচালক বলে মনে করে।

৬. শিরকুল আগরায় (الشَّرْكُ الْأَغْرَاضِ) : সম্পূর্ণ গায়রুল্লাহর সম্ভৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোন কাজ করাকে ‘শিরকুল আগরায়’ বলা হয়। যেমন- প্রকৃত মুনাফিকদের সলাত। যা তারা কেবল মাত্র মানুষকে দেখানোর জন্যই আদায় করে থাকে।

প্রশ্নঃ শিরক আল আসগার বা ছোট শিরক কয় প্রকার ও কি কি? এ ব্যাপারে প্রচলিত শিরকগুলো কি কি?

উত্তরঃ শিরকে আসগার বা ছোট শিরককে নিম্নোক্ত প্রকার সমূহে ভাগ করা যায়।

১। الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ الْقَوْلِيُّ বা কথাগত ছোট শিরক। যা মুখের কথার দ্বারা সংগঠিত হয়ে থাকে। যেমন- গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু) নামে শপথ করা, আপনি চাইলে আর আল্লাহ চাইলে এ কাজটি হবে, আমি আল্লাহ এবং আপনার উপর ভরসা করছি, আমি আল্লাহ এবং আপনার হিফাজতে রয়েছি, আল্লাহ আর আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, এটি আল্লাহ এবং আপনার দান, কুকুরটি না হলে আজ ঘরে চোর ঢুকত, মাঝি বড় দক্ষ ছিল তাই আজ জীবন রক্ষা পেল, ড্রাইভারের দক্ষতায় বাসটি রক্ষা পেল, যেমন সার দিয়েছি তেমন ধান হয়েছে ইত্যাদি।

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَلَكِنْ لِيَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ

অর্থঃ একদা এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল- আল্লাহ যা চেয়েছেন আর আপনি যা চেয়েছেন তাই হয়েছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ করলে? বল! আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর আপনি যা চেয়েছেন তাই হয়েছে।^১

২। الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ الْعَمَلِيُّ বা কার্যগত ছোট শিরক। অর্থাৎ এমন ছোট শিরক যা কর্মের দ্বারা সংগঠিত হয়। যেমন- যাত্রাকালে ঘরের দরজায় ভিখারী দেখে তাকে কুলক্ষণ মনে করা, কাক মাথার উপড় দিয়ে উড়ে যাওয়াকে কোন অকল্যাণের পূর্ভাবাস মনে করা, ভুতুম পেঁচার ডাককে কোন বিপদ বা মৃত্যুর দুঃসংবাদ মনে করা, ভাগ্য গণনার উদ্দেশ্যে গণকের কাছে যাওয়া, চোর ধরার জন্য বাটি, লাঠি ও বাঁশ চালান দেয়া, হারানো বস্তুর

^১ সুনানে ইবনে মাজাহ, ই.ফা.বা হাঃ ২১১৭, সুনানে নাসায়ী ৩৭৮২।

সন্ধান লাভে মাটিতে রেখা অংকন, আয়না ও তৈল পড়াতে বিশ্বাস করা, চোর সনাক্ত করার জন্য রুটি পড়া বা চাল পড়া খাওয়ানো, হারানো বস্তুর সন্ধান লাভের জন্য পীর-ফকির, দরবেশ, জ্বীন ও খনারের কাছে যাওয়া। এ ধরনের আরো অন্যান্য প্রচলিত কার্যাবলী শিরকের অন্তর্ভুক্ত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّيْرَةُ شِرْكٌ ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ « ثَلَاثًا

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘কুলক্ষণ গ্রহণ করা শিরক।’

৩। الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ الْقَلْبِيُّ বা হৃদয়গত শিরকঃ যেমন- লৌকিকতা, সুনাম ও যশ লাভের আশা, কোন আমল করে তার দ্বারা শুধু দুনিয়া কামনা করা। যথা- সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বুজুর্গী প্রকাশের উদ্দেশ্যে দূর্বল ভঙ্গিমায় চলা, লম্বা তাসবীহ সারা দিন হাতে রাখা, তালিওয়ালা ও ছেড়া-ফাড়া পোশাক পরিধান করা। ক্রেতার কাছে বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য দোকানে বসে উচ্চস্বরে সুবহানাল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ ইত্যাদি ঘন ঘন পাঠ করা।

প্রশ্নঃ আশ-শিরক আল খফী বা গোপন শিরক বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ গোপন শিরক হচ্ছে হৃদয়ের এমন ইচ্ছা বা মুখের এমন কথা যাতে আল্লাহ ও গায়রুল্লাহ সমান হয়ে যায়। অথচ সে ইচ্ছা বা কথা এমন সংগোপনে বিরাজ করে যে, তাকে সহজে শিরক হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। এ শিরক কখনো শিরকে আকবার আবার কখনো শিরকে আসগার হয়ে থাকে। গোপনীয়তার কারণে এ শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি সঠিকভাবে তা নির্ণয় করতে পারে না। তাই বড় শিরক হওয়া সত্ত্বেও তাকে ছোট শিরক মনে করে। বস্তুতপক্ষে এ প্রকারটি শিরকে আকবার ও শিরকে আসগারের মধ্যে দোদুল্যমান একটি প্রকার। যা গোপন ও দুর্বোধ্য, অতি সংগোপনে অতি সন্তর্পনে ইচ্ছা ও কথার মধ্যে মিশে থাকে। এ প্রকারের শিরক সম্পর্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

الشَّرْكُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَيْبِ التَّمَلِّ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ

এই উম্মাতের শিরক হলো অন্ধকার রাতে কঠিন কালো পাথরের উপর কালো পিঁপড়ার গুটি গুটি পায়ে চলার চেয়েও সুক্ষ্ম ও গোপন হয়ে থাকে।^২

^১ সুনানে আবু দাউদ ৩৯১২, সুনানে ইবনে মাজাহ, ই.ফা.বা হাঃ ৩৫৩৮।

^২ মাজমু ফাতওয়া ইবনে বায, ৪৫/১, হাদীসটি হাসান।

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হলেন অতঃপর বললেন-

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الشِّرْكَ الْخَفِيَّ الشِّرْكَ الْخَفِيَّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي

فِيْزَيْنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ

অর্থঃ হে লোকসকল! তোমরা গোপন শিরক থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কর। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! গোপন শিরক কি? তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি সলাত আদায় করার জন্য দাড়া, অতঃপর পরিশ্রম করে সলাতকে সুন্দর করে, কেননা সে দেখেছে মানুষ তার প্রতি লক্ষ্য করেছে। এটাই হল গোপন শিরক।^১

আর-রিয়াঃ গোপন শিরক

প্রশ্নঃ الرِّيَاءُ আর-রিয়া কি?

উত্তরঃ রিয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ লোক দেখানো, অবলোকন করানো, দৃশ্যমান করা। শরীয়তের পরিভাষায় রিয়া হচ্ছে- “আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন আমল করার অভিনয় করা অথচ নিয়ত থাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সন্তুষ্টি অর্জন করা।” হতে পারে নিয়তটি সম্পূর্ণ মিথ্যা নিয়ত। যেথায় যে ব্যক্তি আমলটি করছে তার আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলার ব্যাপারে কোন চেতনা নাই, অথবা হতে পারে এটা আংশিকভাবে মিথ্যা নিয়ত, যেথায় ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ আছে কিন্তু এই সময়ে অন্য মানুষের প্রশংসা পাওয়ার ইচ্ছে করে। এই সংজ্ঞা হতে দেখা যায় রিয়া অন্তরে সৃষ্টি হয়।

প্রশ্নঃ আমলের ক্ষেত্রে শিরকমুক্ত, বিশুদ্ধ নিয়্যাতের গুরুত্ব কি?

উত্তরঃ আমলের ক্ষেত্রে শিরকমুক্ত, বিশুদ্ধ নিয়্যাত খুবই জরুরী। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

অর্থঃ সমস্ত কর্মকাণ্ডই নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেকের জন্য তাই হবে, যার সে নিয়্যাত করেছে।^২

^১ সুনানে ইবনে মাজাহ, ই.ফা.বা হাঃ ৪২০৪, হাদীসটি হাসান।

^২ সহীহ বুখারী ১, সহীহ মুসলিম ৫০৩৬, সুনানে আবু দাউদ ২২০৩।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন, ইসলামের ভিত্তি তিনটি হাদীসের উপর দাড়িয়ে আছে। উমর (রাঃ) এর হাদীস, নিয়্যাত অনুযায়ী আমল (উপরোল্লিখিত)। নুমান ইবনে বশীরের হাদীস, **“الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ”** ^১ এবং আয়েশা (রাঃ) এর হাদীস, **مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا** ^২ **سُطِّعَ** এবং হারাম স্পষ্ট” ^৩ এবং আয়েশা (রাঃ) এর হাদীস, **هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ** ^৪ “যে কেউ আমাদের ব্যাপারে (ইসলাম) নতুন কিছু (বিদআত) করে যা এর সংশ্লিষ্ট নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।”

প্রত্যেক ব্যক্তি তাই অর্জন করবে যা সে নিয়্যাত করেছে। তার পুরস্কার অর্জন নির্ভর করে সে যা নিয়্যাত করেছে তার উপর। এক্ষেত্রে যদি নিয়্যাতটি ভাল কাজের জন্য হয়, কিন্তু একজন গ্রহণযোগ্য ওজরের কারণে কাজটি সম্পন্ন করতে সামর্থ্য হলো না, ব্যক্তিটি অবশ্যই কাজটির কল্যাণ অর্জন করবে। অপরদিকে কেউ যদি আমল করে আল্লাহর পাশাপাশি অন্যের সন্তুষ্টি বা প্রশংসা চায় তাহলে সে পুরস্কারের পরিবর্তে শাস্তিযোগ্য হবে।

প্রশ্নঃ রিয়্যার ভয়াবহতার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কেমনভাবে সতর্ক করেছেন?

উত্তরঃ রিয়্যার ক্ষতিসমূহ অনেক। সুতরাং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাহর প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং উদ্বিগ্নের কারণে, অন্য কিছুই চেয়ে রিয়্যার ভয়াবহতাকে বেশী ভয় করেছেন। মাহমুদ ইবনে লাবীদ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ

অর্থঃ মাহমুদ ইবনে লাবীদ (রাঃ) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, তোমাদের জন্য যে বিষয়টিকে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পাই তা হলো ছোট শিরক। তারা (সাহাবায়ে কিরাম) প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ছোট শিরক কি? তিনি বললেন- আর রিয়্য।^৫

^১ সহীহ বুখারী ২০৫১, ই.ফা.বা হাঃ ১৯২৩।

^২ সহীহ বুখারী ২৬৯৭, ই.ফা.বা হাঃ ২৫১৪।

^৩ মুসনাদে আহমাদ ২৩৬৩০।

অন্য হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়েছেন যে, তিনি তাঁর অনুসারীদের জন্য দাজ্জালের ফিতনা থেকে রিয়ার ক্ষতিকেই বেশী মনে করেছেন।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَذَكَّرُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخَوْفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ قَالَ قُلْنَا بَلَى فَقَالَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ

অর্থঃ আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন যখন আমরা মাসীহে দাজ্জালের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে ঐ বিষয়টা জানাব না যাকে আমি তোমাদের জন্য ভয় করি, এমনকি দাজ্জালের ফিতনা থেকেও অধিক ভয়াবহ? তিনি (নাবী) বললেন, আমরা বললাম, অবশ্যই বলুন। অতঃপর তিনি বললেন, (তা হচ্ছে) শিরকে খফী (গোপনীয় শিরক)। (এর ধরণ হচ্ছে যে), এক ব্যক্তি সলাতের জন্য দাঁড়ায় এবং তার সলাত সুন্দর করে কারণ সে মনে করে লোকজন তাকে দেখছে।^১

প্রশ্নঃ রিয়ার ক্ষতিকর দিকগুলো কি কি?

উত্তরঃ রিয়ার ক্ষতিকর দিকসমূহ আলোচনা করা হলো-

১. ঈমান এবং তাওহীদ দুর্বল করেঃ রিয়ার মাধ্যমে একজন মানুষ তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে, সত্যিকার ভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদতের পরিবর্তে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদতের ভান করে।

২. ছোট আকারের শিরকঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ

অর্থঃ গোপন শিরক হলো এক ব্যক্তি সলাতে দাঁড়ায় এবং সে তার সলাতকে সুন্দর করে কারণ সে দেখছে যে, লোকজন তার দিকে লক্ষ্য করছে।^২

^১ সুনানে ইবনে মাজাহ, ই.ফা.বা হাঃ ৪২০৪।

^২ সুনানে ইবনে মাজাহ, ই.ফা.বা হাঃ ৪২০৪।

৩. পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধি পায়ঃ কোন সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তিটি রিয়া (লোক দেখানোর জন্য কোন ইবাদত) করে তার অন্তরে রোগ আছে এবং যদি এ রোগ থেকে আরোগ্য না হয়, তাহলে এটা পরবর্তীতে সমস্যা সৃষ্টি করবে।

৪. কল্যাণমূলক কাজ থেকে বঞ্চিত হওয়াঃ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, আমি সকল অংশীদার থেকে নিজেই সম্পূর্ণ যথেষ্ট, আমার কোনও অংশীদারের প্রয়োজন নেই। যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যার মধ্যে সে আমার সাথে অন্যকে অংশীদার করে আমি তাকে এবং তার শিরককে প্রত্যাখ্যান করি।^১

৫. আল্লাহ কর্তৃক অবমাননা ও লাঞ্ছনাঃ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিচার দিবসে তাঁর সকল সৃষ্টি লোকের সম্মুখে তাকে হীন ও অপদস্ত করবেন।^২

৬. জাহান্নামের আগুনে প্রবেশের জন্য প্রথম কারণঃ সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ قَالَ كَذَبْتَ

^১ সহীহ মুসলিম ২৯৮৫, ই.সে হাঃ ৭২৫৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, ই.ফা.বা হাঃ ৪২০২।

^২ মুসনাদে আহমাদ ৭০৮৫।

وَلَكِنَّكَ قَاتِلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ
حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ
نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ
الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ
هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ
وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ
فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا
إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ
ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন প্রথম এক শহীদ ব্যক্তির ব্যাপারে ফায়সালা দেয়া হবে। হাশরের ময়দানে তাকে পেশ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে দেয়া তার সকল নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। তার এসব নিয়ামতের কথা স্মরণ হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি এসব নিয়ামত পাওয়ার পর তার কৃতজ্ঞতার স্বীকারে কি কি কাজ করেছ? সে উত্তরে বলবে আমি তোমার রাস্তায় (কাফিরের বিরুদ্ধে) লড়াই করেছি, এমন কি আমাকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি লড়েছ তোমাকে বীর বাহাদুর বলার জন্য। তা বলা হয়েছে (তাই তোমার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে)। তখন তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে।

তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি যে জ্ঞান অর্জন করেছে, অন্যকে জ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছে, কুরআন পড়েছে, তাকে উপস্থিত করা হবে। তাকে দেয়া সব নিয়ামত তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। এসব নিয়ামত তার স্মরণ হবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এসব নিয়ামতের তুমি কি শোকর আদায় করেছ? সে উত্তরে বলবে আমি ইলম অর্জন করেছি, মানুষকে ইলম শিক্ষা দিয়েছি, তোমার জন্য কুরআন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, তোমাকে আলিম বলা হবে, ক্বারী বলা হবে তাই তুমি এসব কাজ করেছ। তোমাকে দুনিয়ায় এসব বলা হয়েছে। তারপর তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এবং মুখের উপর উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর তৃতীয় ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ধরনের মাল দিয়ে সম্পদশালী করেছেন। তাকেও আল্লাহর সামনে আনা হবে। আল্লাহ তাকে দেয়া সব নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। এসব তারও মনে পড়ে যাবে। আল্লাহ তাকে এবার জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এসব নিয়ামতের শোকরিয়া কি আমল দিয়ে আদায় করেছ? সে ব্যক্তি উত্তরে বলবে, আমি এমন কোন খাতে খরচ করা বাকী রাখিনি যে খাতে খরচ করা তুমি পছন্দ কর। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি খরচ করেছ মানুষ তোমাকে দানবীর বলার জন্য সে খেতাব তুমি পেয়ে গেছ দুনিয়ায়। তারপর তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এবং তাকে উপড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।^১

৭. আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করতে অক্ষমঃ এটি লাঞ্ছনার অন্য একরূপ। যারা লোক দেখানো ইবাদত করে, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা তাকে সিজদা করা থেকে বিরত রাখবেন। যখন তারা তা করতে চেষ্টা করবে। এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ হাদীস আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ
يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا

অর্থঃ আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যখন তাঁর পেণ্ডুলিকে (পায়ের নিম্নাংশ) প্রকাশ করবেন, তখন সকল মুমিন পুরুষ ও মহিলারা আল্লাহকে সিজদা করবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে দুনিয়াতে সিজদা করত মানুষদের দেখানোর জন্য অতঃপর সে সিজদা করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু তার পিঠ তক্তার ন্যায় হয়ে যাবে।^২

প্রশ্নঃ রিয়ার কারণগুলো কি কি?

উত্তরঃ রিয়ার প্রাথমিক কারণ হলো ঈমানের দুর্বলতা। এই ঈমানের দুর্বলতা একজন ব্যক্তিকে পরকালের কল্যাণ ও পুরস্কারের প্রতি অজ্ঞ করে তোলে এবং দুনিয়ার যশ ও সম্মান পাওয়ার ইচ্ছাকে বৃদ্ধি করে। এই ইচ্ছার কারণে একজন ব্যক্তি রিয়ায় লিপ্ত হয়।

^১ সহীহ মুসলিম ৫০৩২, ই.সে হাঃ ৪৭৭১।

^২ সহীহ বুখারী ৪৯১৯, ই.ফা.বা হাঃ ৪৫৫৪।

তিনটি লক্ষণ দ্বারা রিয়াকে চিহ্নিত করা যায়। এবং এই লক্ষণগুলোকে এড়িয়ে চলা একজন ঈমানদারের জন্য অতীব জরুরী।

১. প্রশংসার প্রতি ভালবাসা : প্রথম তিন ব্যক্তি যারা জাহান্নামের আগুনে নিষ্ক্ষিপ্ত হবে; ঐ আলেম ব্যক্তি, ঐ শহীদ ব্যক্তি এবং ঐ ব্যক্তি, যে সম্পদ দান করেছে। এই তিন ব্যক্তি সকলেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টির চেয়ে মানুষের প্রশংসাকে বেশী কামনা করেছিল। যে ব্যক্তি মানুষের প্রশংসা কামনা করে সে অবশ্যই মনে মনে নিজেকে নিয়ে গর্বিত হয়। এই জন্য যে, সে মনে করে সে এই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।
২. সমালোচনার ভয় : যে ইসলামের আদেশ মান্য করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য নয়, বরং সমালোচনার ভয়ে। কারণ সে ভয় পায় লোকজন তাকে লক্ষ্য রাখছে এবং তাকে সমালোচনা করবে যদি সে না করে।
৩. লোকজনের বিত্ত-বৈভবের প্রতি লোভ : পদবী, অর্থ অথবা ক্ষমতার মালিক হওয়া প্রবলভাবে কামনা করা, রিয়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত।

প্রশ্নঃ রিয়ার ধরণগুলো কি কি?

উত্তরঃ রিয়া কোন আমল করার পূর্বে, করার সময় এবং করার পরে সংঘটিত হতে পারে। প্রত্যেক পর্যায়ে, শয়তান সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যে, কোন কল্যাণময় নেক আমলকে রিয়ার মাধ্যমে ধ্বংস করতে।

কৃত আমলের পূর্বে : প্রশংসা পাওয়ার জন্য একটি নেক আমল করার মনস্থ করা। নিঃসন্দেহে এটা রিয়ার সবচেয়ে জঘন্যতম অবস্থা। এই ধরণের নেক আমল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, এবং এটা মুনাফিকির আত্মিক রোগের একটি শক্ত পূর্ব লক্ষণ।

যখন আমলটি করা হয় : এমতাবস্থায়, একজন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে শুধু আল্লাহর জন্য আমল শুরু করে কিন্তু যখন সে খেয়াল করে লোকজন তাকে দেখছে তখন সে আমলগুলো আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করে, অধিক ধার্মিক হিসেবে প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে। উদাহরণ স্বরূপ- সে মসজিদে কুরআন তেলাওয়াত করা শুরু করেছে এবং যখন সে জানতে পারল লোকজন তার দিকে মনযোগ দিয়েছে তখন সে তাদের জন্য তার কণ্ঠকে সুন্দর করে এবং খুবই আবেগ দেখানোর চেষ্টা করে।

আমলটি করার পর : সর্বশেষ পর্যায়ে ঘটে যখন একজন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য জন্য ইবাদত করে, তখন লোকজন এটার জন্য তার প্রশংসা করা শুরু করে। সে তখন এই আমলের জন্য গর্ব অনুভব করতে শুরু করে এবং

প্রশংসা পেয়ে খুশী হয় যা মানুষদের থেকে পায়। কতিপয় আলেম লিখেছেন- “এটা সম্ভব যে একজন আবেদ রিয়াকে এড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করে, কিন্তু যখন অন্যান্য লোকজন তার আমলকে উল্লেখ করে এবং তার প্রশংসা করে, এই ধরনের প্রশংসার ক্ষেত্রে সে অস্বস্তি এবং অপছন্দ সূচক কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়না। বরং খুশী হয় এবং ভাবে যে এই ধরনের প্রশংসা তার জন্য তার ইবাদকে সহজ করে দিবে। এই অনুভূতি লুকানো শিরকের খুবই সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি।

প্রশ্নঃ রিয়া থেকে বাঁচার উপায় কি?

উত্তরঃ আমরা জানতে পেরেছি যে, রিয়া করার মূল কারণ হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতা। তাই যে সকল আমলের দ্বারা একজন ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধি পায়, ঐ সকল আমলের দ্বারাই রিয়ার প্রভাব কমানো সম্ভব। এর মধ্য থেকে কিছু বিষয় এখানে উল্লেখ করা হলো রিয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য।

- জ্ঞান বৃদ্ধি করাঃ তাওহীদ সম্পর্কে ইলম বৃদ্ধি করা, রিয়ার ক্ষতিকর দিকগুলো চিন্তা করা, আর মনে মনে এই ধারণা করা যে, আল্লাহ আমাকে দেখতে পাচ্ছেন।
- দু’আঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, শিরক যখন পিঁপড়ার চলার চেয়েও সুক্ষ্ম তাহলে আমাদের তার থেকে বাঁচার উপায় কি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে এই দোয়া কর-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর অজানা অবস্থায় (শিরক) হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।^১

- জান্নাত ও জাহান্নামের উপলব্ধি অন্তরে সৃষ্টি।
- ভাল আমল গোপন রাখাঃ আহলে সুন্নাহর কিছু আলেমগণ বলেছেন, “আমাদের পূর্বের লোকেরা এমনভাবে ইবাদত করতে পছন্দ করতেন যে, তাদের স্ত্রী অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও এ বিষয় জানতে পারত না।”
- নিজের দোষ ত্রুটির ব্যাপারে অনুতপ্ত হওয়া।
- জ্ঞানী বা আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থাকাঃ আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলা বলেন-

^১ মুসনাদে আহমাদ ১৯৬০৬। আলবানী (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আদাবুল মুফরাদ ৫৫১।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো, এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও। (সূরা তাওবাহ ৯ : ১১৯)

প্রশ্নঃ আস-সাঈকুন বা সত্যবাদী কারা?

উত্তরঃ সত্যবাদীদের পরিচয় আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে জানিয়ে দিচ্ছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

অর্থঃ মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই হচ্ছে সত্যবাদী। (সূরা হুজরাত ৪৯ : ১৫)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

অর্থঃ যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পত্তি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। অথচ এরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করে। এরাই তো সত্যবাদী। (সূরা হাশর ৫৯ : ৮)

আরবাব, আলিহা, আনদাদ

প্রশ্নঃ رَبَّ آبُ আরবাব কি?

উত্তরঃ আরবাব শব্দটি রুবুবিয়াহ শব্দ থেকে এসেছে, রবের বহুবচন হচ্ছে আরবাব। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা আমাদের একমাত্র রব। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার রুবুবিয়াহর কোন অংশ যদি কেউ দাবী করে তাহলে সে মিথ্যা রুবুবিয়াহ দাবী করল, তাকে একজন আরবাব হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। আর তার এ দাবী যদি কেউ মেনে নেয় তাহলে সে তাকে একজন রব হিসেবে গ্রহণ করল।

মূলকথা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একমাত্র রব, তাঁর কাজগুলো অন্যেরাও করতে পারে বা দিতে পারে এই বিশ্বাসে যাদের কাছে যাওয়া বা চাওয়া হয় অথবা এসবের অংশ যাদেরকে দেওয়া হয় তাদেরকেই আরবাব বলে। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন আল-কুরআনে বলেন-

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ

অর্থঃ তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও দরবেশগণকে তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। (সূরা তাওবাহ ৯ : ৩১)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- “আদী ইবনে হাতিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে প্রবেশ করলাম, এমতাবস্তায় যে আমার গলায় স্বর্ণের ক্রুশ ঝুলছিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত-

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ

“তারা তাদের পণ্ডিত ও পুরোহিতদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নিয়েছে’ পাঠ করছিলেন। তখন আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে মুহাম্মদ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারা তো পণ্ডিত ও দরবেশগণের ইবাদত করে না, তাহলে তাদেরকে কিভাবে রব হিসাবে গ্রহণ করা হলো? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পণ্ডিত ও দরবেশগণ আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম এবং যা হারাম করেছেন তা হালাল করে আল্লাহর আইন পরিবর্তন করে না? এবং জনগন কি তা অন্ধভাবে মানেনা? আদী ইবনে হাতিম উত্তর দিলেন, জি হ্যাঁ মানে, তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটাই হলো তাদের ইবাদত করা। এবং এভাবেই তাদেরকে রব বানানো হয়।”^১

যারা মানব রচিত সংবিধানের মাধ্যমে আল্লাহর হারাম করা জিনিসগুলোকে হালাল করছে, যেমন-সুদ, জুয়া, মদ, লটারী, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি আল্লাহ হারাম করেছেন, আর সংবিধানের মাধ্যমে এগুলোকে বৈধ বা হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। আর মানুষ তাদেরকে মেনে নিয়ে আল্লাহর পাশাপাশি আরবাব হিসেবে গ্রহণ করছে। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন-

^১ সহীহ তিরমিযী, মাদানী প্রকাশনী হাঃ ৩০৯৫, ই.ফা.বা হাঃ ৩০৯৫, সূরা ‘তাওবার তাফসীর’ অধ্যায়।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

অর্থঃ তুমি বল, হে আহলে কিতাবগণ! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ যেন কাউকে আল্লাহ ব্যতীত রব (আরবাব) হিসেবে গ্রহণ না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল তোমরা সাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম। (সূরা আল ইমরান ৩ : ৬৪)

প্রশ্নঃ **آلِهَةٌ** আলিহা কি?

উত্তরঃ ইলাহ শব্দের বহুবচন ‘আলিহা’। আল্লাহই আমাদের একমাত্র ইবাদত যোগ্য ইলাহ। এখন কেউ যদি আল্লাহকে বাদ দিয়ে বা আল্লাহর পাশাপাশি কারো ইবাদত করে তাহলে তাকে সে আলিহা বানালো।

সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে আল্লাহর রব্বুবিয়ার ধারণা অনেকটা সঠিক থাকলেও উলুহিয়াহ অর্থাৎ ইবাদত করার ব্যাপারে সমস্যাটি প্রকট। কেউ কেউ আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলাকে রব হিসেবে মানলেও ইবাদত করার ক্ষেত্রে অন্যান্যকে শরীক করে ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বর্তমান সমাজের অনেক ব্যক্তিই মাযারে গিয়ে মানত করে, মৃত ব্যক্তির কাছে সন্তান ইত্যাদি চাওয়ার মত শিরকে লিপ্ত হয়।

জাহেলী যুগের মুশরিক আরবরাসহ প্রাচীন জাতি সমূহের এসব ধারণা খণ্ডন করে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলা বলেন-

وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا

অর্থঃ তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য সব ইলাহ এজন্য গ্রহণ করেছে যাতে তারা (আলিহারা), তাদের শক্তির কারণ হতে পারে। (সূরা মারইয়াম ১৯ : ৮১)

অপর আয়াতে বলা হয়েছে-

وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُم يُنصَرُونَ

অর্থঃ তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য সব ইলাহ এজন্য গ্রহণ করেছে যাতে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। (সূরা ইয়াসীন ৩৬ : ৭৪)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আলিহা শব্দ দুটো শক্তির কারণ এবং সাহায্যকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মক্কার মুশরিকরা মূর্তিগুলোকে সৃষ্টিকর্তার কাছে সুপারিশকারী হিসেবে মনে করত। অথচ তারা স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহকে মানতো।

রুবিয়্যার ব্যাপারে অরেকেরই ধারণা থাকলেও সকল সমস্যা দেখা যায় উলুহিয়ার ব্যাপারে। সূরা ইউসুফের ৪০ নং আয়াত অনুযায়ী বিধান দেওয়ার মালিক শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলাই। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় ঈমানের দাবীদার বেশকিছু লোকেরাও জেনে অথবা না জেনে অহরহ মানুষের দেয়া কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী বিধান মেনে চলছে। আবার কাউকে বলতে শুনা যায় দেশের আইন মানা ফরয। অথচ তারা জানে না যে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত দেশের আইন মানা ফরয। কুফরি ও মানব রচিত আইন বিধান দিয়ে পরিচালিত দেশের আইন মানা মোটেই ফরয নয় বরং বর্জন করা ফরয। আবার ধর্মীয় দিক থেকে তারা কতিপয় পীর, অলী, বুজুর্গ, গাউস, কুতুব, দরবেশদাবীদার, এমনকি কবর, মাজার, গাছ-পাথরকে তাদের ভয়, মানত, সেজদা সহ অনেক ইবাদত নিবেদন করে আলিহা রূপে গ্রহণ করছে।

মানুষ তার নফসকেও ইলাহরূপে গ্রহণ করতে পারে। কারণ মানুষকে গোমরাহ করার মত যত জিনিস আছে তার মধ্যে মানুষের নফসই হচ্ছে তার সর্ব প্রধান পথদ্রষ্টকারী শক্তি। যে ব্যক্তি নিজের খাহেশাতের দাসত্ব করবে, আল্লাহর বান্দাহ হওয়া তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কারণ যে কাজে টাকা পাওয়া যাবে, যে কাজ করলে সুনাম ও সম্মান হবে, যে জিনিসে অধিক স্বাদ ও আনন্দ লাভ করা যাবে, কেবল সে কাজই করতে সে প্রাণ-পণ চেষ্টা করবে। সেসব কাজ করতে যদি আল্লাহ নিষেধও করে থাকেন, তবুও সে সেদিকে ঞ্ক্ষেপ করবে না। এমতাবস্থায় একথা পরিস্কার করে বলা যেতে পারে যে, সে আল্লাহ তা'আলাকে তার ইলাহরূপে স্বীকার করেনি বরং তার নফসকেই সে তার একমাত্র ইলাহের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। কাজেই এমন ব্যক্তি কোন প্রকারে আল্লাহর হিদায়াত লাভ করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে-

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

অর্থঃ (হে নাবী) যে ব্যক্তি নিজের নফসের খাহেশাতকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে, তুমি কি তার সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? তুমি কি এ ধরনের মানুষের পাহারাদারী করতে পার? তুমি কি মনে কর যে, এদের মধ্যে অনেক লোকই (তোমার দাওয়াত) শোনে এবং বুঝে? কখনও নয়। এরা তো একেবারে জন্তু-জানোয়ারের মত বরং তা অপেক্ষাও এরা নিকৃষ্ট। (সূরা ফুরকান ২৫ : ৪৩ - ৪৪)

প্রশ্নঃ أَنْدَادُ আনদাদ কি?

উত্তরঃ আনদাদ অর্থ সমকক্ষ স্থাপন করা অথবা আরো সুনির্দিষ্টভাবে এমন কোন কিছু যাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানানো হয়েছে। এটা যে কোন আকারে হতে পারে যেমন- সম্পদ, পরিবার, সমাজ, নেতৃত্ব ও অন্যান্য কোন কিছুকে ভালবাসা স্বাভাবিক। কিন্তু কেউ যদি এই জিনিসগুলোকে আল্লাহর জন্য তার যে ভালবাসা সেই পরিমাণ অথবা তার চেয়ে বেশী ভালবাসে তাহলে সেটা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা হয়। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ
آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ
جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

অর্থঃ আর মানুষের মাঝে এমন লোকও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর আনদাদ (সমকক্ষ) সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুন বেশী। আর কতইনা উত্তম হত যদি এ যালেমরা পার্থিব কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর। (সূরা বাকারাহ ২ : ১৬৫)

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اقتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

অর্থঃ (হে নাবী) বলে দাও যে, তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রীরা এবং তোমাদের আত্মীয়-স্বজন তোমাদের সেই ধন-সম্পদ যা তোমরা উপার্জন করেছ, সেই ব্যবসা যার মন্দা হওয়াকে তোমরা ভয় কর, আর তোমাদের সেই ঘর যাকে তোমরা খুবই পছন্দ কর- তা যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা অপেক্ষা কর,

শিরক সম্পর্কিত আলোচনা ৪২

যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর চূড়ান্ত ফায়সালা তোমাদের সামনে পেশ করেন। আর আল্লাহ তা'আলা তো ফাসেক লোকদের কখনো হিদায়াত দান করেন না।

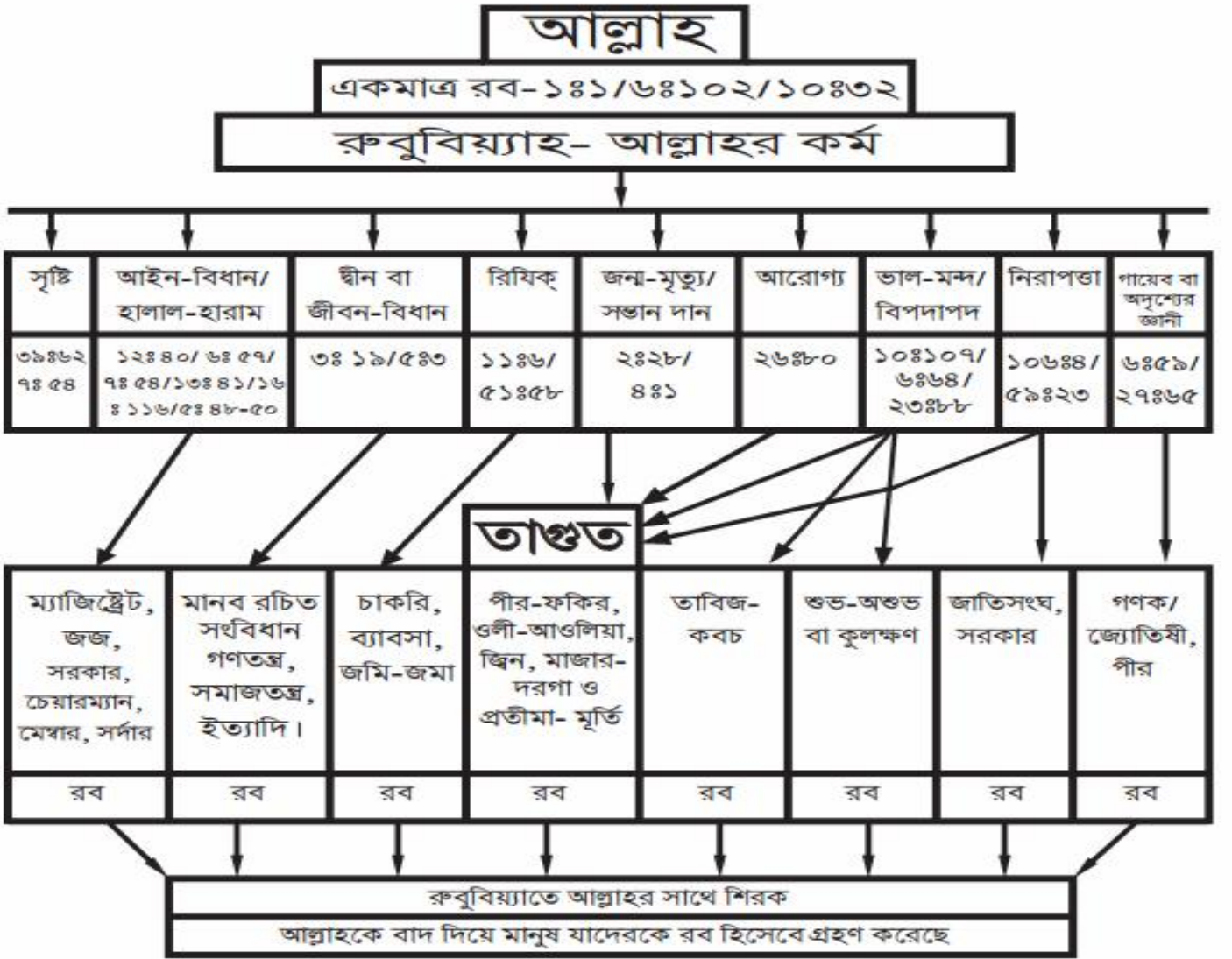
(সূরা তাওবাহ ৯ : ২৪)

সবকিছুর প্রতি আমাদের ভালবাসা অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি আমাদের ভালবাসার পরে আসতে হবে। এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্য সব ধরণের আনন্দাদ ত্যাগ করতে হবে।

.....
.....

রুবুবিয়াতে আল্লাহর সাথে শিরক।

মানুষ যেভাবে মানুষের রব হয়ে যায়। নিম্নোক্ত চিত্রে তা তুলে ধরা হলো-



মানুষ যেভাবে মানুষের ‘রব’ হয়ে যায়।

যে শিরোনামটি দিয়ে লেখাটি শুরু করেছি, তা শুনে হয়তো আপনি আশ্চর্য হচ্চেন। আসলেই তো! মানুষ আবার মানুষের রব হয় কি করে? আমরা তো জানি ‘রব’ একমাত্র আল্লাহ তা’আলা। অথচ তিনি নিজেই বলেছেন-

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

অর্থঃ এ লোকেরা আল্লাহ তা’আলাকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম ও তাদের পীর-দরবেশদের (নেতৃস্থানীয় লোকদের) রব বানিয়ে নিয়েছে...। (সূরা তাওবাহ ৯ : ৩১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা’আলা তাঁর নাবীকে দাওয়াতী পদ্ধতি শিক্ষা দিতে গিয়েও বলেছেন-

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

অর্থঃ বলো (হে নবী), হে আহলে কিতাবরা! এসো এমন একটি কথার উপর আমরা একমত হই, যে ব্যাপারে তোমাদের ও আমাদের মাঝে কোন বিরোধ নেই। তা হলো আমরা আল্লাহ তা’আলা ছাড়া অন্য কারও গোলামী করবো না, তার সাথে কাউকে শরীক করবো না এবং আমরা একে অপরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নেবো না।

(সূরা আল-ইমরান ৩ : ৬৪)

সরাসরি কোরআনের আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, মানুষ মানুষকে ‘রব’ বানিয়ে নেয়। যদিও কারও পক্ষে ‘রব’ হওয়া সম্ভব নয়, তাই এখানে বুঝতে হবে যে অজ্ঞতা, জ্ঞানের স্বল্পতা, একগুয়েমী কিংবা বিভিন্ন কারণে অনেক সময় মানুষ কোনো কোনো মানুষকে এমন স্থানে বসিয়ে দেয়, এমন ক্ষমতা মানুষের হাতে তুলে দেয়; যার কারণে একান্তভাবে আল্লাহর জন্য সংরক্ষিত ক্ষমতার আসনে মানুষকে বসিয়ে ‘রব’ বানিয়ে ফেলে। আর এভাবে নিজেদের কর্মকাণ্ডের দ্বারা তারা নিজেদের জন্য চিরকালীন জাহান্নাম কিনে নেয়। অথচ এই লোকগুলোর ভিতরে হয়তো এমন মানুষও আছে যারা সলাত আদায় করে, সওম পালন করে, হজ্জ করে, যাকাত দেয়, দাঁড়ি আছে, একান্ত নিষ্ঠার সাথে তাসবীহ জপে, এমনকি তাহাজ্জুত, ইশরাক, আওয়াবীন সলাতও পড়ে। তাই মানুষ কিভাবে মানুষের ‘রব’ হয়ে যায়, অর্থাৎ কোন বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী ও ক্ষমতা হাতে তুলে দিলে মানুষকেই রবের আসনে বসিয়ে দেয়া হয়, এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকার কারণে এই জঘন্যতম অপরাধ যদি আমরা কেউ করে বসি, তাহলে যত নেক আমলই করি না কেন তা কোনো কাজে আসবে না এবং কোনো ইবাদতই কবুল হবে

না। এ ব্যাপারে কিয়ামতের দিন কোন ওজর অজুহাত চলবে না, জানতাম না বলেও পার পাওয়া যাবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করে কোরআনে বলে দিয়েছেন-

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا
غَافِلِينَ، أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا
بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ

অর্থঃ (হে মানব জাতি) স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন তোমাদের 'রব' আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের পরবর্তী বংশধরদের বের করে এনেছেন এবং তাদেরকেই তাদের নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষ্য রেখে বলেছেন, আমি কি তোমাদের একমাত্র 'রব' নই? তারা সবাই বলল, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম (যে আপনিই আমাদের একমাত্র 'রব'), (আল্লাহ তা'আলা বলেন) এই সাক্ষ্য আমি এজন্যই নিলাম যে, হয়তো কিয়ামতের দিন তোমরা বলে বসবে যে, আমরা আসলে বিষয়টি জানতামই না। অথবা তোমরা হয়তো বলে বসবে যে, আমরা তো দেখেছি আমাদের বাপ-দাদারা আগে থেকেই এই শিরকী কর্মকাণ্ড করে আসছে (সুতরাং আমরা তো অপরাধী না, কারণ) আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর মাত্র। তারপরও কি তুমি পূর্ববর্তী বাতিল পন্থীদের কর্মকাণ্ডের কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে? (সূরা আরাফ ৭ : ১৭২-১৭৩)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনের মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ ব্যাপারে কোন অজুহাত চলবে না, জানতাম না বলেও কোন লাভ হবে না। তাই আসুন আমরা কুরআনের উপস্থাপিত বাস্তব ঘটনার আলোকে বুঝতে চেষ্টা করি কিভাবে মানুষ মানুষের 'রব' হয়ে যায়। কেননা কুরআনের আলোকে বুঝতে চেষ্টা করলে আমাদের জন্য বিষয়টি নির্ভুলভাবে বুঝা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে একটি বিষয় জেনে নিন, কুরআনে যখন কোন ব্যক্তি বা জাতির ইতিহাস তুলে ধরা হয় তখন বুঝতে হবে ইতিহাস বা গল্প শোনানোই এখানে উদ্দেশ্য নয়, বরং ব্যক্তি কিংবা জাতি কী কাজ করেছিল এবং এর ফলে তাদের কী পরিণতি হয়েছে তা পর্যালোচনার মাধ্যমে ঐ কাজের পুনরাবৃত্তি থেকে উন্মত্তে মুহাম্মদীকে সতর্ক করাই ইতিহাস তুলে ধরার উদ্দেশ্য। আর একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, কুরআনে যখনই কোন চরিত্রের উল্লেখ হবে, বুঝতে হবে এ ধরনের চরিত্র কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকবে।

কুরআনের আলোকে মানুষ কিভাবে মানুষের 'রব' হয়ে যায় তা খতিয়ে দেখতে গিয়ে মানব জাতির অতীত ইতিহাসেই শুধু নয় বর্তমান বিশ্বেও অসংখ্য (মিথ্যা) রবের

পদচারণা আমরা সচরাচর দেখতে পাই। তবে তারা শুধু মুখ দিয়ে বলে না যে, আমরা তোমাদের ‘রব’।

‘রব’ দাবী করা বলতে মূলতঃ কী দাবী করা হয় তা যদি আমরা সত্যিই বুঝতে চাই তাহলে কিছুক্ষণের জন্যে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে ফেরাউনের ইতিহাসের দিকে। কারণ সে যে প্রকাশ্যে নিজেকে ‘রব’ ঘোষণা করেছিল তা কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছে-

فَحَشَرَ فَنَادَى، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

অর্থঃ দেশবাসীকে জড়ো করে সে ভাষণ দিলো, অতঃপর সে বলল, আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় ‘রব’। (সূরা নাযিয়াত ৭৯ : ২৩-২৪)

এখন কথা হল ফেরাউন নিজেকে ‘রব’ বলতে কী বুঝিয়েছে? সে কি দাবী করেছিলো যে, সে আসমান- যমীন সৃষ্টি করেছে, মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছে কিংবা পাহাড়-পর্বত যমীনের বুকে গেড়ে যমীনকে সে স্থিতিশীল করে রেখেছে? না এমন দাবী সে কখনও করেনি। সে যদি এমন দাবী করতো তাহলে তার সংগী-সাথীরাই তাকে পাগল বলে উড়িয়ে দিতো। বরং সে নিজেও বিভিন্ন পূজা-পার্বনে অংশ নিতো। তারও অনেক ধরনের ইলাহ, মাবুদ বা উপাস্য ছিলো। কোরআন থেকেই এর প্রমাণ দেখে নিন :

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ
وَالْهَتَكَ

অর্থঃ ফেরাউনের জাতির নেতারা (ফেরাউনকে) বললো, আপনি কি মূসা ও তার দলবলকে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টির সুযোগ দিবেন আর তারা আপনাকে ও আপনার ইলাহদের এভাবে বর্জন করে চলবে? (সূরা আরাফ ৭ : ১২৭)

দেখুন আয়াত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, তারও অনেক ইলাহ বা উপাস্য ছিলো। তাহলে তার ‘রব’ দাবী বলতে আসলে কি বুঝায়? রব বলে সে কি দাবী করেছিলো? আসমান যমীন, গ্রহ-নক্ষত্র, মানব জাতিসহ কোনো সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা বলে কেউ কোনো দিন দাবী তোলেনি। মক্কার কাফের মুশরিকরাও এসবের সৃষ্টিকর্তা যে আল্লাহ তা’আলা এর স্বীকৃতি প্রদান করত। যেমন- আল্লাহ তা’আলা বলেন-

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ ، قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، سَيَقُولُونَ

لِلّٰهِ قُلٌّ أَفَلَا تَتَّقُونَ ، قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلٌّ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

অর্থঃ (হে নবী, এদের) জিজ্ঞেস করো, এই পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা আছে তা কার, যদি তোমরা জান? তারা বলবে (সবকিছুই) আল্লাহর। (তুমি) বল, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? তুমি (এদের আরো) জিজ্ঞেস করো, এ সাত আসমান ও মহান আরশের অধিপতি কে? তারা বলবে আল্লাহ। তুমি বলো, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? তুমি (আবারও) জিজ্ঞেস করো, সকল কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার উপরে আশ্রয়দাতা নেই, যদি তোমরা জান। তারা বলবে (এ সবকিছুর কর্তৃত্ব) আল্লাহর (হাতে)। তুমি বলো, তবুও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছেো?

(সূরা মু'মিনুন ২৩ : ৮৪-৮৯)

এমন আরো অসংখ্য আয়াত আছে যা প্রমাণ করে যে, তারা সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, লালনকর্তা, পালনকর্তা ও রিযিকদাতা হিসাবে আল্লাহকে মানতো, সুতরাং সমস্যাটা কোথায়? এই বিশ্বাস থাকার পরও কেন তারা কাফির-মুশরিক, কেন তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত? ফেরাউন তাহলে কী দাবী করেছিলো? এই প্রশ্নগুলো শুনে হয়তো অনেকে বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবেন। কিন্তু বিভ্রান্তি হওয়া কিংবা অন্ধকারে হাতের মরার কোনো প্রয়োজন নেই। সরাসরি আল্লাহর কুরআনই আমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছে যে, ফেরাউনের দাবী ছিল সার্বভৌমত্বের দাবী। সারা পৃথিবীতে নয় তার দাবী ছিল কেবল মিশরের শাসন ক্ষমতার নিরংকুশ আধিপত্যের দাবী। তার দাবী ছিল মিশরের সাধারণ জনগণের জন্য তার ইচ্ছানুযায়ী যেমন খুশি তেমন আইন-কানুন ও মূল্যবোধ নির্ধারণের ক্ষমতার দাবী। দেখুন কুরআন কি বলছে-

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ

অর্থঃ ফেরাউন তার জাতির উদ্দেশ্যে (এক) ভাষণ দিলো। সে বললো, মিশরের সার্বভৌমত্ব কি আমার নয়? তোমরা কি দেখছো না যে, এই নদীগুলো আমার (রাজত্বের) অধীনেই বয়ে চলছে। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না? (সূরা যুখরুফ ৪৩ঃ৫১)

কুরআনের আয়াতগুলো এবং বাস্তব প্রেক্ষাপট যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, চক্র বা যে কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া মানেই হলো তাকে বা তাদেরকে 'রব' বানিয়ে নেয়া। কারণ অন্য কারও সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া মানেই হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে আইন-কানুন রচনা করার অধিকারসহ নিরংকুশ শাসন কর্তৃত্ব তাদের হাতে তুলে দেয়া।

তারা কিভাবে তাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে ‘রব’ বানিয়ে নিয়েছিল তা আমরা সরাসরি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর করা এই আয়াতের তাফসীরের আলোকে একেবারে স্পষ্ট করে বুঝতে পারব ইনশাআল্লাহ। তিরমিযীতে উদ্ধৃত হাদিসে আদী ইবনে হাতিম (রাঃ) বলেন, আমি একবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে দেখলাম তিনি সূরা তাওবার এই আয়াতটি তেলাওয়াত করছিলেন-

اَتَّخِذُواْ اٰخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ

অর্থঃ তারা তাদের আলেম ও পীর-দরবেশদের (নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে) আল্লাহর পরিবর্তে ‘রব’ বানিয়ে নিয়েছে....। (সূরা তাওবাহ ৯ : ৩১)

অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা শোনো তারা তাদেরকে (শাদ্দিক অর্থে) পূজা/উপাসনা করতো না, কিন্তু তারা যখন মনগড়া ভাবে কোন কিছুকে বৈধ ঘোষণা করতো, জনগণ তা মেনে নিতো, আর যখন কোন কিছুকে অবৈধ ঘোষণা করতো তখন জনগণ তা অবৈধ বলে মেনে নিতো।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে ইমাম আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে জারীরের সূত্রে আদী ইবনে হাতিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তার কাছে ইসলামের দাওয়াত আসার পরে প্রথমে তিনি সিরিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিলেন, পরে যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তিনি এলেন তখন তার গলায় ত্রুশ ঝুলানো ছিল। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখিত আয়াতটি পড়ছিলেন। আদী (রাঃ) বলেন, আহলে কিতাবরা (ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা) তো আলেম/দরবেশদের (তথা নেতাদের) পূজা উপাসনা করতো না! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তা সত্য। তবে তারা মনমতো কোন কিছুকে বৈধ কিংবা অবৈধ ঘোষণা করলে জনগণ তা নির্বিচারে মেনে নিতো। এটাই তাদের পূজা-উপাসনা/ইবাদত।^১

বর্তমান তাগুতী (সীমালঙ্ঘনকারী) সরকার ব্যবস্থায় এর উদাহরণ দেখুন, মদ, জুয়া, লটারী, সুদ, বেপর্দা, নারী নেতৃত্ব, বেশ্যাবৃত্তি (ব্যভিচার) এমন আরো অসংখ্য বিষয় রয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তা’আলা কঠোর ভাবে অবৈধ ঘোষণা করেছেন, পক্ষান্তরে তারা এগুলোকে বৈধতার সার্টিফিকেট দিয়েছে। দণ্ডবিধির বিষয়টি দেখুন, চুরি ও ডাকাতির দণ্ড, ব্যভিচারের দণ্ড, সন্ত্রাস দমন আইন, বিবাহ বিধিসহ আরো অনেক বিষয়ে আল্লাহ তা’আলা যে বিধান আল-কুরআনের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন, তা বাদ দিয়ে তারা নিজেদের মনমতো দণ্ড বিধি বৈধ করেছে। এই অধিকার তারা পেল কোথা থেকে। কে দিল তাদেরকে এই অধিকার। যারা এদেরকে সমর্থন, রক্ষনাবেক্ষণ, সম্মান এবং

^১ সহীহ তিরমিযী, মাদানী প্রকাশনী হাঃ ৩০৯৫, ই.ফা.বা হাঃ ৩০৯৫, সূরা ‘তাওবার তাফসীর’ অধ্যায়।

প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো! ঐ দিন (বিচার দিবস) আসার পূর্বেই নিজেদের আমলকে শুধরে নাও, যেদিন কেউ কারো সাহায্য করবে না এবং প্রত্যেককে তার নিজের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তাওবাহ করে আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থায় (ইসলামে) ফিরে এসো। কেননা আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে ঈমান আনার পূর্বে শর্ত দিয়েছেন এসব তাগুতী সরকারদের সাথে কুফরী/অস্বীকার করার এবং এসব শয়তানী মতাদর্শকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে একমাত্র ইসলামকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

কুরআনের আয়াতের আলোকে তাওহীদ এবং শিরকের সংজ্ঞা নির্ধারণে ইসলামের আইন কানুন ও আক্বীদা বিশ্বাস একই গুরুত্ব বহন করে। আক্বীদা বিশ্বাস থেকেই এর আইন কানুন উৎসারিত। আরো সতর্কভাবে বলতে গেলে, এর আইন কানুন অবিকল এর আক্বীদা বিশ্বাস। আইন কানুন আক্বীদা বিশ্বাসেরই বাস্তব রূপ। এই মৌলিক সত্যটি কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে এবং কুরআনের বর্ণনা ভংগি থেকে সূর্যের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠে। অথচ শত শত বছর ধরে মুসলমানদের মনে বিরাজমান ধর্ম সংক্রান্ত বিশ্বাস থেকে এই সত্যটিকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এমনকি পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এতোদূর গড়িয়েছে যে, ইসলামের শত্রুরা তো দূরের কথা, এর উৎসাহী ভক্তরা পর্যন্ত শাসন ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বকে ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন একটা ব্যাপার বলে মনে করতে আরম্ভ করেছে।

ইসলামের খুঁটিনাটি আমলের জন্য তারা যেমন উতলা ও আবেগদীপ্ত হয়, রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের জন্যে কিছুতেই তেমন হয় না। ইসলামের ছোটখাটো আমল আখলাক থেকে বিচ্যুতিকে যেমন তারা বিচ্যুতি গণ্য করে, ইসলামের রাজনৈতিক, সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় বিধান থেকে বিচ্যুতিকে সে ধরনের বিচ্যুতি গণ্য করে না। অথচ ইসলাম এমন একটি জীবন বিধান, যার আক্বীদা, আমল আখলাক, চরিত্র ও আইন কানুনে কোন বিভাজন নেই। কিছু কুচক্রী মহল সুপরিকল্পিত পন্থায় শত শত বছর ধরে এর মধ্যে বিভাজন ঢুকানোর চেষ্টা করেছে। এরই ফলে ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা তথা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত এমন মৌলিক বিষয়টি এতো তুচ্ছ ও ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, এমনকি ইসলামের সবচেয়ে আবেগাপ্লুত ভক্তরাও আজকাল একে কম গুরুত্বপূর্ণ ও ঐচ্ছিক বিষয় ভাবতে শুরু করেছে।

যারা মূর্তিপূজা করাকে শিরক বলে অভিহিত করে, অথচ আল্লাহদ্রোহী শক্তির শাসন মান্য করাকে শিরক বলে আখ্যায়িত করে না এবং মূর্তি পূজারীকে মুশরিক মনে করে, কিন্তু তাগুতী শক্তি তথা মানবরচিত আইনের অনুসারীদের মুশরিক মনে করে না, তারা আসলে কুরআন অধ্যয়ন করে না এবং ইসলামকে চেনে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম এর রাজনৈতিক জীবনকে পর্যবেক্ষণ করে না। তাদের উচিত যেভাবে আল্লাহ তা'আলা কুরআন নাযিল করেছেন, সেই ভাবেই তা পড়া।

আরো দুঃখজনক ব্যাপার হলো, ইসলামের এই দরদী ভক্তদের কেউ কেউ প্রচলিত ত্রাণ্ডী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কিছু কিছু আইন, পদক্ষেপ ও কথাবার্তা সম্পর্কে মাঝে মধ্যে খুঁত ধরেন যে, অমুক কাজ ইসলাম বিরোধী। কোথাও কোথাও কিছু ইসলাম বিরোধী আইন বা বিধি ব্যবস্থা দেখে তারা রেগে যান। তাদের ভাব দেখে মনে হয়, যেন ইসলাম তো পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েই আছে, তাই অমুক অমুক ত্রুটি যেন তার পূর্ণতার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে আছে।

এই সকল দীনদার! ব্যক্তি তাদের অজান্তেই ইসলামের ক্ষতি সাধন করে থাকেন। তাদের সেই মূল্যবান শক্তিকে তারা এসব অহেতুক কাজে অপচয় করেন, অথচ তা ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাস প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করা যেতো। এসব কাজ দ্বারা তারা আসলে জাহেলী সমাজ রাষ্ট্রের পক্ষেই সাফাই গান। কেননা, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলাম তো এখানে কায়েম আছেই, কেবল অমুক অমুক ত্রুটি শুধরালেই তা পূর্ণতা লাভ করবে। অথচ এখানে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্থাৎ আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার ফায়সালার সর্বময় চূড়ান্ত ক্ষমতা ও এখতিয়ার যতক্ষণ মানুষের হাত থেকে পরিপূর্ণভাবে ছিনিয়ে এনে আল্লাহর হাতে ন্যস্ত না হবে, ততক্ষণ ইসলামের অস্তিত্ব বলতেই এখানে কিছু নেই। কারণ অন্যের সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া অর্থই হলো আল্লাহকে অস্বীকার করা। আর যেখানে আল্লাহকে অস্বীকার করা হয় সেখানে ইসলামের অস্তিত্ব কিভাবে থাকে। এটি কাফির মুশরিকদের এমন এক সূক্ষ্ম-ষড়যন্ত্র, যার মাধ্যমে আল্লাহকে কার্যত অস্বীকার করা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারে না। আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পারেন, তারা বলে না তোমরা ইসলাম ছাড়া, তারা বলে, গণতন্ত্র (জনগণের আইন) গ্রহণ কর, কেননা তারা ভাল করেই জানে, গণতন্ত্র গ্রহণ অর্থই হলো ইসলামকে বর্জন করা।

মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বহাল থাকলেই অর্থাৎ আল্লাহকে একমাত্র নিরংকুশ আইনদাতা মানলেই ইসলামের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বজায় না থাকলে সেখানে ইসলামের অস্তিত্ব এক মুহূর্তও টিকে থাকতে পারে না। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আজকের পৃথিবীতে ইসলামের একমাত্র সমস্যা এই যে, আল্লাহর যমীনে আল্লাহদ্রোহী তাণ্ডী শক্তি রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কতৃত্ত্বের ওপর ভাগ বসচ্ছে, তা ছিনতাই করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে আর সলাত আদায়কারী, দাড়ী-টুপিওয়ালা, তাসবীহ ওয়ালা লোকেরা তাদেরকে সমর্থন দেয়া থেকে শুরু করে সরকারের অধীনে বিভিন্ন পদ গ্রহণ করে তাদের সহায়তা করে বৈষয়িক ফায়দা লুটছে।

এই শাসক শ্রেণী তাদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নিশ্চিত করছে এবং স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, অর্থনীতি, সমাজ, পরিবার তথা সাধারণ মানুষের জীবন, সহায় সম্পদ ও তাদের মধ্যে

বিবাদমান বিষয়ে নিজেদের খেয়ালখুশী মতো বিধি নিষেধ প্রয়োগ করেছে। এটাই সেই সমস্যা যার মোকাবেলা করার জন্য কুরআন নাযিল হয়েছে এবং সে আইন প্রণয়ন ও বিধি নিষেধ প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষমতাকে দাসত্ব ও প্রভুত্বের সাথে সম্পৃক্ত করেছে এবং স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এর আলোকেই সিদ্ধান্ত আসবে কে মুসলিম- কে অমুসলিম, কে মু'মিন ও কে কাফির।

ইসলাম তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রথম যে লড়াই চালিয়েছে, তা নাস্তিকতার বিরুদ্ধে পরিচালিত লড়াই ছিল না। এ লড়াই সামাজিক ও নৈতিক উশৃঙ্খলতার বিরুদ্ধেও ছিল না। কেননা এসব হচ্ছে ইসলামের অস্তিত্বের লড়াইয়ের পরবর্তী লড়াই। বস্তুতঃ ইসলাম নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম যে লড়াই করেছে, তা ছিল সার্বভৌমত্বের অধিকারী কে হবে সেটা স্থির করার লড়াই। এজন্য ইসলাম মক্কায় থাকা অবস্থাতে এ লড়াইয়ের সূচনা করেছিল। সেখানে সে কেবল আক্বীদা বিশ্বাসের পর্যায়ে এ কাজ করেছিল, রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা বা আইন প্রণয়নের চেষ্টা করেনি। তখন কেবল মানুষের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করার চেষ্টা করেছে যে, সার্বভৌমত্ব ও সর্বময় ক্ষমতা এবং আইন বা হুকুম জারির ক্ষমতা ও শর্তহীন আনুগত্য লাভের অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। কোন মুসলিম এই সার্বভৌমত্বের দাবী করতে পারে না এবং অন্য কেউ দাবী করলে জীবন গেলেও সেই দাবী মেনে নিবে না। মক্কায় অবস্থান কালে মুসলিমদের মনে যখন এই আক্বীদা দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তা বাস্তবে প্রয়োগের সুযোগ দিলেন মদিনায়।

সুতরাং আজকালকার ইসলামের একনিষ্ঠ ও আবেগোদ্দীপ্ত ভক্তরা ভেবে দেখুন, তারা ইসলামের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করেছেন কি না? যারা একমাত্র আল্লাহর গোলামী করে এবং মানুষকে 'রব' এর আসনে বসায় না তারাই মুসলিম। এই বৈশিষ্ট্যই তাদেরকে দুনিয়ার সকল জাতি ও গোষ্ঠীর উর্ধ্বে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করে এবং দুনিয়ার সকল জাতির জীবন যাপন পদ্ধতির মধ্য থেকে তাদের জীবন পদ্ধতির স্বকীয়তার নির্দেশ করে। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে থাকলে তারা মুসলিম, নচেৎ তারা অমুসলিম, চাই তারা যতই নিজেদের মুসলিম বলে দাবী করুক না কেন।

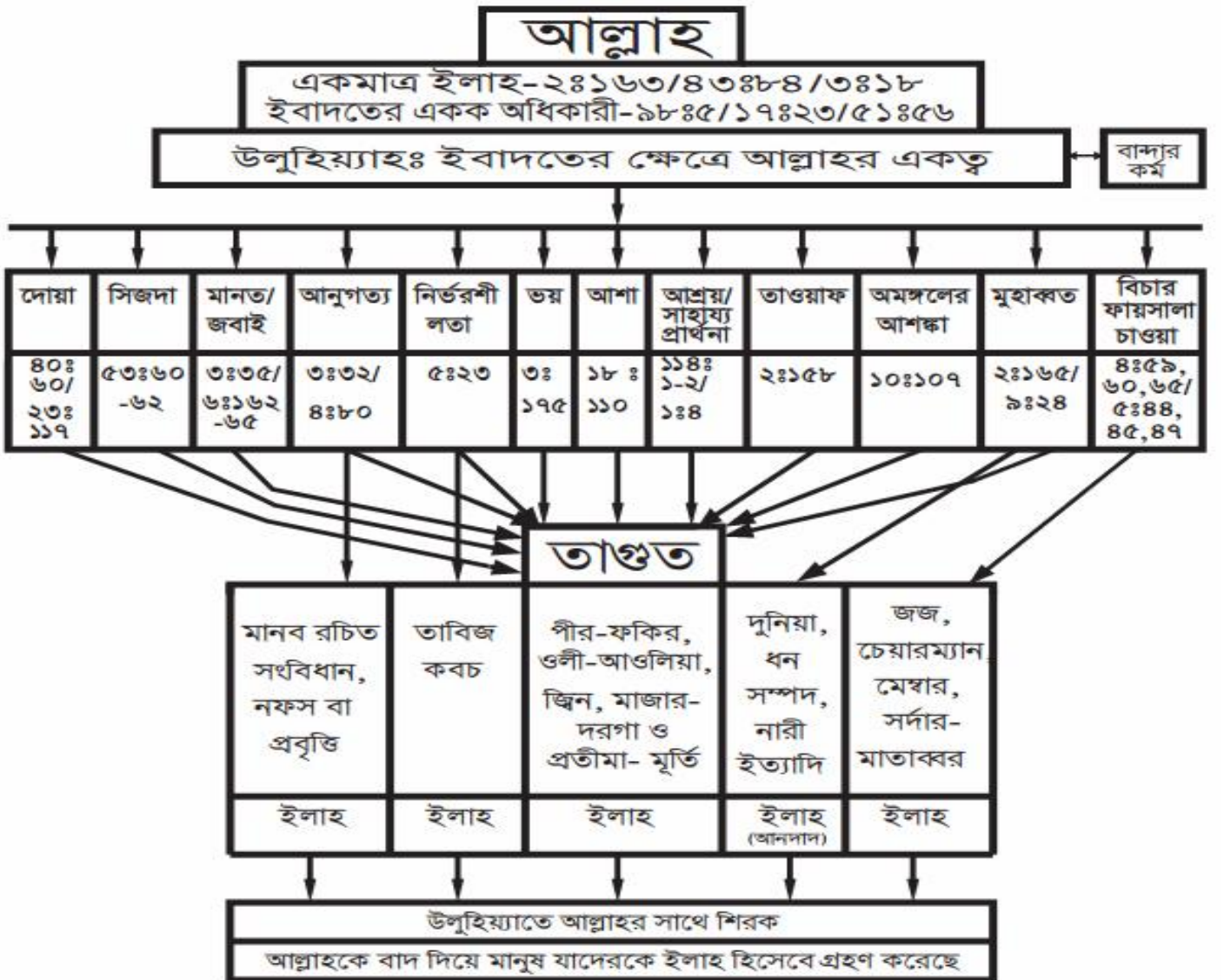
মানবরচিত সকল জীবন ব্যবস্থায় মানুষ মানুষকেই আল্লাহর আসনে বসায়। কোন দেশে সর্বোচ্চমানের গণতন্ত্র কিংবা সর্বনিম্নমানের স্বৈরতন্ত্র-যা-ই থাকুক সর্বত্র এই একই অবস্থা। প্রভুত্বের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হলো মানুষকে গোলাম বানানোর অধিকার এবং মানুষের জন্য আইন-কানুন, মূল্যবোধ মানদণ্ড রচনার অধিকার। পরিমার্জিত পরিশোধ বা অঘোষিতভাবে হোক, মানবরচিত সকল ব্যবস্থায় একটি মানবগোষ্ঠী কোন না কোন আকারে এই অধিকারের দাবীদার। এতে করে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর লোকেরা অবৈধভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে পড়ে। এই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীটি বাদ বাকী

দেশবাসীর দন্ডমূলের কর্তা হয়ে তাদের জন্য আইন-কানুন, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ও মানদন্ড নির্ধারণ করে। কুরআনের আয়াতে একেই বলা হয়েছে মানুষকে মানুষের ‘রব’ বানিয়ে নেয়া। এভাবেই বর্তমান বিশ্বের সকল দেশের সাধারণ জনগণ তাদের শাসক শ্রেণীর ইবাদত/আনুগত্য/গোলামী করে, যদিও তারা তাদের উদ্দেশ্যে রুকু-সিজদা করে না।

এই অর্থেই ইসলাম আল্লাহর দেয়া একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। দুনিয়ার সকল নাবী ও রসূল এই ইসলাম নিয়েই এসেছিলেন। আল্লাহ তা’আলা মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে তার নিজের দাসত্বের অধীন করার জন্য এবং মানুষকে যুলুম থেকে মুক্ত করে আল্লাহর ন্যায়-বিচারের ছায়াতলে আশ্রয় দানের জন্যই নাবীদেরকে যুগে যুগে ইসলামী বিধান সহকারে পাঠিয়েছেন। যারা তা অগ্রাহ্য করে, তারা মুসলিম নয়, তা সে যতই সাফাই গেয়ে নিজেকে মুসলিম প্রমাণ করার চেষ্টা করুক না কেন এবং তাদের নাম আব্দুর রহমান, আব্দুর রহিম যাই হোক না কেন।

আল্লাহ তা’আলা আমাদের হুকুকে হুকু হিসেবে চিনার ও তা পালন করার তৌফিক দান করুন এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে চেনার ও তা থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করুন। হে আল্লাহ! সমস্ত ত্রাণ্ডতী শক্তিকে ধ্বংস করুন। আমীন।

উলুহিয়াতে আল্লাহর সাথে শিরক।
মানুষ যেভাবে মানুষের ইলাহ হয়ে যায়। নিম্নোক্ত চিত্রে তা
তুলে ধরা হলো-



প্রচলিত শিরকসমূহ

প্রশ্নঃ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংসদদেরকে মানা, নির্বাচনে ভোট দেয়া শিরক কেন?

উত্তরঃ Democracy এমন একটা পদ্ধতি যেখানে জনগণ তাদের নিজেদের জন্য আইন তৈরী করে তাদের নিয়োগকৃত স্থানীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা। এই কাজটি হয় কোন সভা বা সংসদে। এবং এই পদ্ধতি স্থাপন করা হয়েছে ঐ সকল আইন বা নীতিমালা সমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। মানুষকে মানুষের রব হিসেবে উপস্থাপন করেছে এই গণতন্ত্র। এটি মানুষকে আইন প্রণয়নকারীর স্তরে পৌঁছে দেয়। অথচ একমাত্র আইন প্রণয়নকারী হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَاللَّهُ يَخْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

অর্থঃ আল্লাহ হুকুম দেন, তার হুকুমকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন। (সূরা রাদ ১৩ : ৪১)

তিনি আরো বলেন-

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

অর্থঃ ওদের কি এমন কতগুলো মা'বুদ আছে যারা ওদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। (সূরা শুরা ৪২ : ২১)

মুহাম্মদ আল আমিন আশ-শানক্বিত (রহঃ) বলেন, “কুরআনের এই আয়াতগুলো যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রণীত এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখনিঃসৃত আইনের পরিবর্তে শয়তান ও তার সাহায্যকারীদের মুখনিঃসৃত স্বরচিত আইনের আনুগত্য স্পষ্ট কুফর এবং শিরক। এতে কোন সন্দেহ নেই।^১

সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কোন অস্তিত্বই থাকবে না নির্বাচন ব্যতীত। জনগণ যদি নির্বাচন পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ না করে তাহলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। যেহেতু

^১ আদ্বওয়া আল বায়ান, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৮২-৮৫।

কেউ কোন প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিবে না তাই নির্বাচিত কোন সাংসদ পাওয়া যাবে না যারা জনগনের পক্ষে আইন প্রণয়ন করবে।

শাইখ আবু বাসীর মুস্তাফা হালিমাহ (রহঃ) বলেন, “প্রথমতঃ যে নীতির উপর গণতন্ত্র স্থাপিত তা হল জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস। এই ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা, সাধারণ জনগনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন, যে প্রতিনিধিরা আইন তৈরী ও প্রণয়নের কাজ করবে। অন্য কথায় গণতন্ত্রে যে আইন প্রণয়নকারী এবং যার আনুগত্য করা হয় আসলে সে আল্লাহ নয় বরং একজন সাধারণ মানুষ। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, আইন প্রণয়ন ও বৈধ-অবৈধ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যার ইবাদত অথবা আনুগত্য করা হয় সেও একজন জনগণ, একজন মানুষ, একজন সৃষ্টি, সে মহান আল্লাহ নয়। এটাই হল কুফর, শিরক এবং পথভ্রষ্টতার মূল অস্তিত্ব এবং দ্বীনের মৌলিক বিষয় সমূহ ও তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক। এভাবে দুর্বল এবং অজ্ঞ লোকেরা শাসন কর্তৃত্ব ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর একক ইলাহিয়্যাতের সাথে শরীক করে।^১

শাইখ আব্দুল কাদির ইবনে আব্দুল আজিজ (রহঃ) বলেন: ‘তাদের নিজেদের জন্য জনসাধারণের মধ্যে যারা ভোট দেয় তাদেরকে (সাংসদ), তারা তাদের অনুসরণ করছে কেননা ভোটাররা বস্তুতঃ তাদের পক্ষে শিরকের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করছে। কারণ এই প্রতিনিধিরাই আল্লাহর পাশাপাশি আইন-প্রণয়নের কাজে হাত দেয় এবং এভাবেই ভোটাররা সংসদ সদস্যদেরকে শিরকের বাস্তবায়নের অধিকার দেয় এবং তাদেরকে আল্লাহর পাশাপাশি আইন প্রণয়নকারী ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে।

আমরা যদি একবারের জন্যও ভোটারদের কার্যকলাপ এবং যখন কোন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয় তার কার্যকলাপকে একত্রিত করি তাহলে তাদের উভয়ের দ্বারা কৃত কুফর বা শিরকের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। সুতরাং গণতন্ত্র হচ্ছে কুফর এবং শিরকে আকবার।

প্রশ্নঃ যাদু বিদ্যা শিরক এবং কুফরির অন্তর্ভুক্ত কিভাবে?

উত্তরঃ যাদু বিদ্যার মাধ্যমে যাদুকর নিজের এমন মিথ্যা ক্ষমতা প্রদর্শন করে যে ক্ষমতা ‘রব’ হিসাবে একান্তই আল্লাহর রয়েছে। যাদুমন্ত্র নিজেই মূর্তিপূজার একটি শাখার প্রতিনিধিত্ব করে। যাদু মন্ত্রের মাধ্যমে ভাগ্যের ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয়টি এর উপর নিহিত করা হয় যে কর্তৃত্ব রয়েছে একমাত্র আল্লাহর। যাদুবিদ্যার মাধ্যমে কোন কোন সময় শয়তানেরা পছন্দ করে এমন সব কুফরী ও শিরকী কাজ করতে হয় যার ফলে সন্তুষ্ট হয়ে শয়তান যাদুকরের জন্য কাজ করে দেয়।

^১ হুকুম আল ইসলাম ফী আদ-দিমুক্রাতিয়্যাহ আত-তা’দুদিয়্যাহ আল-হিযবিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২৮।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ
الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ
وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ
مِنْهُمَا مَا يَفِرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
مِنْ خَلَاقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানেরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফরী করেনি; শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু বিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই মালায়িকার (ফেরেশতার) প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য। কাজেই তুমি কুফরী করো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন যাদু শিখত, যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তা দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। তারা (মূলত) এমন কিছু শিখে যা তাদের কোনো উপকার যেমন করতে পারে না, তেমনি তা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না। তারা যদি জানতো, (শ্রম ও অর্থ দিয়ে) যা তারা কিনে নিয়েছে পরকালে তার কোনো মূল্য নেই; তারা নিজেদের জীবনের পরিবর্তে যা ক্রয় করে নিয়েছে তা সত্যিই নিকৃষ্ট, (কতো ভালো হতো) যদি তারা (কথাটা) জানতো। (সূরা বাকারা ২ : ১০২)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ
الْمُوبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে বেচে থাকবে। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল সেগুলো কি? তিনি বললেন, “আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং যাদু....।”

^১ সহীহ বুখারী ২৭৬৬, ই.ফা.বা হাঃ ৫৩৫২; সহীহ মুসলিম ২৭২, ই.সে হাঃ ১৭০।

তিনি আরো বলেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكُلَّ إِلَيْهِ

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে গিরা দিল অতঃপর তাতে ফুঁক দিল, সে যেন যাদুই করল। আর যে যাদু করল সে অবশ্যই শিরক করল অর্থাৎ মুশরিক হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি কিছু বুলায় (তাবিজ-কবজ ইত্যাদি) তাকে ঐ বস্তুর প্রতি নির্ভরশীল করে দেয়া হয়।”^১

প্রশ্নঃ তাবিজ- কবজ ব্যবহার করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত কিভাবে?

উত্তরঃ আল্লাহ তা’আলা একমাত্র ভাল ভাগ্য ও মন্দ ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক, কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক, রোগ থেকে মুক্তিদাতা, সন্তানদাতা। তাবিজ- কবজ ব্যবহার করে এসব কিছুর ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত এগুলোর উপর নির্ভর করা হয়, যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ

অর্থঃ আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবজ এবং যাদুটোনা ব্যবহার করা শিরক।”^২

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে হাদীসে বর্ণিত আছে, “যে ব্যক্তি কোন জিনিস (অর্থাৎ তাবিজ- কবজ) লটকায় সে উক্ত জিনিসের দিকে সমর্পিত হয়।” অর্থাৎ এর কুফল তার উপর বর্তায়।^৩

^১ সুনানে নাসায়ী, ই.ফা.বা হাঃ ৪০৮০।

^২ সুনানে আবু দাউদ ৩৮৮৫, সুনানে ইবনে মাজাহ, ই.ফা.বা হাঃ ৩৫৩০, মুসনাদে আহমাদ ৩৬১৫।

^৩ সুনানে নাসায়ী, ই.ফা.বা হাঃ ৪০৮০; মুসনাদে আহমাদ ১৮৭৮১, সুনানে তিরমিজি ২০৭২।

যেসব ঝাড়ফুঁক শিরক মুক্ত তা কুরআন- সুন্নাহর দালীলের মাধ্যমে খাস করা হয়েছে। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চোখের দৃষ্টি লাগা এবং সাপ বিচ্ছুর বিষের ব্যাপারে ঝাড়ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।

প্রশ্নঃ বালা মুসীবত দূর করা অথবা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রিং, তাগা (সুতা) ইত্যাদি পরিধান করা শিরক তার প্রমাণ কি?

উত্তরঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ

অর্থঃ (হে রসূল!) “আপনি বলে দিন, তোমরা কি মনে করো, আল্লাহ যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকো, তারা কি তাঁর (নির্ধারিত) ক্ষতি হতে আমাকে রক্ষা করতে পারবে? (সূরা যুমার ৩৯ : ৩৮)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ عَلَى عِضْدِ رَجُلٍ حَلْقَةً أَرَاهُ قَالَ مِنْ صُفْرِ فَقَالَ وَيْحَكَ مَا هَذِهِ قَالَ مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا انْبِذْهَا عَنْكَ فَإِنَّكَ لَوَمِتٌ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا

অর্থঃ ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন লোকের বাহুতে রৌপ্যের একটি রিং দেখতে পেলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, ওহে হতভাগা! এটা কি? লোকটি বলল, এটা দুর্বলতা দূর করার জন্য দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, এটা খুলে ফেলো। কারণ এটা তোমার দুর্বলতাকেই শুধু বৃদ্ধি করবে। আর এটা তোমার সাথে থাকা অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয় তাহলে তুমি কখনো সফলকাম হবে না।^১

একটি ‘মারফু’ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ

^১ মুসতাদরাকে হাকেম ৭৫০২, সহীহ ইবনে হিব্বান ৬০৮৫।

অর্থঃ উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তাবিজ বুলায় (পরিধান করে) আল্লাহ যেন তার আশা পূরণ না করেন। যে ব্যক্তি কড়ি, শঙ্খ বা শামুক বুলায় তাকে যেন আল্লাহ রক্ষা না করেন।^১

প্রশ্নঃ শুভ- অশুভ লক্ষণ বা সংকেত গ্রহণ শিরক কিভাবে?

উত্তরঃ শুভ- অশুভ সংকেত গ্রহণ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণঃ

১. ইবাদতের প্রক্রিয়া যাকে নির্ভরশীলতা (তাওয়াক্কুল) বলা হয় তা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য দিকে পরিচালিত করা হয়, এবং
 ২. ভাল ও মন্দ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করার এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়তি এড়ানোর ক্ষমতা মানুষের অথবা সৃষ্ট জিনিসের উপর অর্পণ করা হয়।
- হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَسَحَّرَ أَوْ تَسَحَّرَ لَهُ أَوْ تَكْهَنَ أَوْ تَكْهَنَ لَهُ أَوْ تَطِيرَ أَوْ تَطِيرَ لَهُ

অর্থঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে যাদু করলো বা যার জন্য যাদু করা হলো, যে ভবিষ্যৎ বর্ণনা করে এবং যার উদ্দেশ্যে করা হয়, যে তিয়ারা বা অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করলো বা যার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করলো তারা কেউ আমাদের (মুসলিমদের) অন্তর্ভুক্ত নয়।^২

এখানে “আমাদের” বলতে মুসলিম জনগোষ্ঠী বুঝানো হয়েছে। সুতরাং তিয়ারা এমন একটি কাজ যার উপর বিশ্বাস একজনকে ইসলামের বহির্ভূত করে দেয়।

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ قَالَ قُلْتُ كُنَّا نَطِيرُ قَالَ ذَكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَصُدِّكُمْ

অর্থঃ মু'আবিয়া ইবনে হাকাম আস সুলামী (রাঃ) বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, “আমরা জাহেলী যুগে কতগুলো কাজ করতাম যেমন- গণক, জ্যোতিষীদের কাছে যেতাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না!

^১ মুসনাদে আহমাদ ১৭৪০৪, মুসনাদে আবী ই'যালা ২৯৬।

^২ তাবরানী ৪২৬২; বাইহাকী ১১৭৬।

জ্যোতিষীদের কাছে যেও না। আমি বললাম, আমরা পাখি উড়িয়ে শুভ- অশুভ সংকেত নির্ধারণ করতাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটি তোমরা নিজেরাই তৈরী করেছ, এটা যেন তোমাদের কোন কাজ থেকে বিরত না রাখে।^১

অর্থাৎ তুমি যা করতে চাও এটা যেন তোমাকে তা করতে বাধা না দেয়। কারণ এসব সংকেত মানুষের কল্পনা প্রসূত বানানো গল্প যার কোন বাস্তবতা নেই। কাঠে টোকা দেয়া, লবণ উল্টে পড়া, আয়না ভাঙ্গা, ভাঙ্গা ঝাড়ু, খালি কলসি, তের নাম্বার সংখ্যা ইত্যাদি বাতিল শিরকী আক্ৰিদা মানুষের মধ্যে প্রচলিত।

অথচ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ «ثَلَاثًا»

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিয়ারা শিরক, তিয়ারা শিরক। তিন বার বলেছেন।^২

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ قَالَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কেউ তিয়ারার (কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্য ধারণার) কারণে কিছু করা থেকে বিরত হল, সে শিরক করল। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, এর প্রায়শ্চিত্ত কি? তিনি বললেন,

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ! বল!

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি প্রদত্ত মঙ্গল ব্যতীত অন্য কোন মঙ্গল নাই এবং তুমি প্রদত্ত অমঙ্গল ব্যতীত কোন অমঙ্গল নাই। এবং তুমি বিনা অন্য কোন ইলাহ নেই।^৩

প্রশ্নঃ আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন বলা শিরক কিভাবে?

^১ সহীহ মুসলিম ৫৭০৬, ই.সে হাঃ ৫৬৪৮, ই.ফা.বা হাঃ ৫৬১৯।

^২ সুনানে আবু দাউদ, ই.ফা.বা হাঃ ৩৯১২, সুনানে ইবনে মাজাহ, ই.ফা.বা হাঃ ৩৫৩৮।

^৩ মুসনাদে আহমদ ৭০৪৫।

উত্তরঃ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ قَتِيلَةَ امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكُمْ تُنَدِّدُونَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَخْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا وَرَبَّ الْكَعْبَةِ وَيَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ

অর্থঃ জুহাইনা গোত্রের জনৈক মহিলা সাহাবী কুতাইলা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একজন ইহুদী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, আপনারাও আল্লাহর সাথে শিরক করে থাকেন। কারণ আপনারাও বলে থাকেন আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন। আপনারা আরও বলে থাকেন ‘কাবার কসম’ এগুলো তো স্পষ্ট শিরক। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি কেউ হলফ বা কসম করতে চায় তারা যেন বলে কাবার রবের কসম। আর বলবে আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর আপনি যা চেয়েছেন।^১

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَعَلْتَنِي وَاللَّهُ عَدْلًا بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَخَدَهُ

অর্থঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্যে বললেন আপনি এবং আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে ফেললে? বরং আল্লাহ যা একক ভাবে চান তাই হয়েছে।^২

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنِ الطُّفَيْلِ أَخِي عَائِشَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ. فَسَمِعَ النَّبِيَّ فَقَالَ « لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ »

^১ সুনানে নাসায়ী, ই.ফা.বা হাঃ ৩৭৭৪।

^২ মুসনাদে আহমাদ ১৮৩৯, সুনানে বায়হাকী ৫৬০৩।

অর্থঃ আয়েশা (রাঃ) এর ভাই তুফাইল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একজন মুশরিক একজন মুসলিমকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমরা কতই না ভাল সম্প্রদায় যদি আল্লাহ যা ইচ্ছে করেছেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা ইচ্ছে করেছেন (তাই হয়) একথা না বলতে। একথা শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ যা ইচ্ছে করেছেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা ইচ্ছে করেছেন (তাই হয়) একথা তোমরা বলো না বরং বলো, একক ভাবে আল্লাহ যা ইচ্ছে করেছেন অতঃপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা ইচ্ছে করেন ‘তাই হয়’।^১

প্রশ্নঃ বাক্যের মধ্যে ‘যদি’ শব্দের ব্যবহার শিরকের দরজা খুলে দেয় কিভাবে?

উত্তরঃ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.... اخْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنْ لَوْ تَفْتَحْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে জিনিস তোমার উপকার সাধন করবে, তার ব্যাপারে আত্মহীন হও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, আর কখনো অক্ষমতা প্রকাশ করো না। যদি তোমার উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তবে একথা বলো না, যদি আমি এরকম করতাম তাহলে অবশ্যই এমন হতো। বরং তুমি একথা বলো, আল্লাহ যা তাকদীরে রেখেছেন এবং যা ইচ্ছে করেছেন তাই হয়েছে। কেননা ‘যদি’ কথাটি শয়তানের জন্য কুমন্ত্রণার পথ খুলে দেয় (যদি শব্দটি শয়তানের চাবি)।^২

প্রশ্নঃ মিলাদে কি ধরনের শিরক প্রচলিত রয়েছে?

উত্তরঃ একদল মানুষ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে মিলাদ নামক বিদ‘আত অনুষ্ঠানে হঠাৎ করে মিলাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং ধারণা করে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রুহ মোবারক মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হয়ে থাকে-তাই দাঁড়াতে হয়। অথচ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

^১ সুনানে দারেমী ২৭৫৫, সুনানে ইবনে মাজাহ, ই.ফা.বা হাঃ ২১১৮।

^২ সহীহ মুসলিম, ই.সে হাঃ ৬৫৮৪; সুনানে ইবনে মাজাহ, ই.ফা.বা হাঃ ৭৯।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً
سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ

অর্থঃ আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহর একদল খাস মালায়িকা (ফেরেশতা) রয়েছে যারা পৃথিবীময় বিচরণ করে আমার উম্মতের কাছ থেকে আমার নিকট সালাম পৌঁছায়।^১

এই হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিলাদ সহ অন্য কোথাও হাজির হন না। কেননা সর্বত্র যিনি তার ইলম ও জ্ঞানের মাধ্যমে হাজির নাজির তিনি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এক্ষেত্রে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও হাজির নাজির জ্ঞান করা আল্লাহর সিফাতের ভিতরে শিরক করার অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া সাহাবায়ে কিরাম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজেদের জান মাল, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু থেকে ভালবাসা সত্ত্বেও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় স্বশরীরে কোন মজলিসে আগমন করলেও দাঁড়াতেন না। কেননা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পছন্দ করতেন না।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ لِذَلِكَ

অর্থঃ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীদের কাছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়ে বেশী প্রিয় কেউ ছিল না। অথচ তারা যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতেন তখন দাঁড়াতেন না। কেননা তারা জানতেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পছন্দ করতেন না।^২

সুতরাং প্রচলিত মিলাদ একটি স্বীকৃত বিদ'আত। আর এতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং বা তার রুহ উপস্থিত হয় বিশ্বাস করা শিরক। কারো সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদম পছন্দ করতেন না। এজন্য তিনি কঠোরভাবে ঘোষণা করেন-

^১ সুনানে নাসায়ী, ই.ফা.বা হাঃ ১২৮৫, সুনানে তিরমিজি ৩৬০০, মুসনাদে আহমাদ ৩৬৬৬।

^২ সুনানে তিরমিজি, ই.ফা.বা হাঃ ২৭৫৪, মুসনাদে আহমাদ ১২৩৪৫।

عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ صَفْوَانَ حِينَ رَأَوْهُ فَقَالَ إِجْلِسَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرَّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

অর্থঃ আবু মিজলায (রহঃ) বলেন, মু'আবিয়া (রাঃ) একদা বের হলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইয়ের এবং ইবনে সাফওয়ান (রাঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন। মু'আবিয়া (রাঃ) তাদেরকে বসার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি চায় তার জন্য লোকেরা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল।^১

সুতরাং রসূলের মুহাব্বাতের নামে মিলাদ নামক শিরক- বিদআত যুক্ত জঘণ্য কাজ থেকে বিরত থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন, যে দ্বীন কায়েমের জন্য রক্ত দিয়েছেন সে দ্বীন কায়েমের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সত্যিকারের মুহাব্বাতের প্রমাণ দেওয়া উচিত।

মিলাদে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত হন এই ধারণার মাধ্যমে আরো একটি জঘণ্য শিরক করা হয়। আর তা হলো- ইলমুল গায়েবের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর অংশীদার বানানো। কেননা মিলাদে হাজির হতে হলে তাকে জানতে হবে পৃথিবীর কোথায় কোথায় মিলাদ হচ্ছে, কখন তথাকথিত তাওয়াল্লুদ পড়া হবে আর তখনই তাঁকে হাজির হতে হবে। অথচ ইলমুল গায়েবের মালিক একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। নাবী-রসূল, জ্বীন-ফেরেশতা, ওলী-আওলিয়া কেউই আলেমুল গায়েব নন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

অর্থঃ (হে নাবী) বলুন! আসমান ও যমীনে আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়েবের ব্যাপারে জানে না। (সূরা নামল ২৭ : ৬৫)

অতএব গায়েবের ইলম একমাত্র আল্লাহই জানেন। এ ইলম নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সম্পৃক্ত করলে আল্লাহর সাথে শিরক হবে। নাবী- রসূলগণ শুধুমাত্র ততটুকু ইলম রাখেন যতটুকু ইলম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে দান করেন।

^১ সুনানে তিরমিজি, ই.ফা.বা হাঃ ২৭৫৫, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২৫৫৮২।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ

অর্থঃ তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, আর তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর মনোনীত রসূল ছাড়া। (সূরা জ্বীন ৭২ : ২৬-২৭)

তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা যেই অর্থে আলিমূল গায়েব অর্থাৎ নিজের থেকে নিজে সবকিছু জানেন, কোন ভায়া-মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না সে অর্থে অন্য কেউ আলিমূল গায়েব হতে পারে না। বরং তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যতটুকু জানান ততটুকুই জানেন।

প্রশ্নঃ পীর-দরবেশ, অলী-আউলিয়া এবং কবরে শায়িতদের নিকট দু'আ-প্রার্থনা করা শিরক এ বিষয়টির প্রমাণ কি?

উত্তরঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ إِذَا مَنَّ
الظَّالِمِينَ

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার উপকার করতে পারবে না ও অপকারও করতে পারবে না। যদি তুমি অন্যকে ডাক তাহলে তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (সূরা ইউনুস ১০ : ১০৬)

এ আয়াতে জালিম বলতে 'মুশরিক' হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। কেননা পবিত্র কুরআনে শিরককে সবচেয়ে বড় জুলুম বলে ঘোষণা করা হয়েছে (বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন-

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا
بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? তারা তাদের ডাকা সম্পর্কে

খবরও রাখে না। যখন মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তাদের ইবাদতের কথা স্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ ৪৬ : ৫-৬)

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা আরো বলেন-

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا
دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكَكُمْ وَلَا
يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

অর্থঃ আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটির মালিকও নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরকের কথা অস্বীকার করবে। বস্তুত আল্লাহর ন্যায় তোমাদেরকে কেউ অবহিত করতে পারবে না।

(সূরা ফাতির ৩৫ : ১৩-১৪)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نَدَا دَخَلَ النَّارَ
وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُو لِلَّهِ نَدَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থঃ আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কথা বললেন আমি তার সাথে আরেকটি কথা বললাম। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকে, আর এ অবস্থায় মারা যায় সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে আল্লাহর শরীক হিসাবে না ডেকে মারা গেল, (তিনি বললেন) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’

কবর বাসীরা জীবিতদের ডাকে সাড়া দিতে অক্ষম। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন-

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

অর্থঃ আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না, আর শোনাতে পারবেন না বধিরকেও কোন প্রকার আহ্বান, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (সূরা নামল ২৭ : ৮০)

যারা কথা শুনে না তারা কিভাবে অপরকে সাহায্য করবে? অপরকে শান্তনা দিবে, অপরের মাকসুদ পূর্ণ করবে? বরং তারা নিজেরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত।

প্রশ্নঃ কবর-মাজার-দরগায় দান বা ভোগ দেয়া শিরক তার প্রমাণ কি?

উত্তরঃ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ وَدَخَلَ رَجُلٌ النَّارَ فِي ذُبَابٍ ، مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ قَدْ عَكَفُوا عَلَى صَنَمٍ لَهُمْ وَقَالُوا : لَا يَمُرُّ عَلَيْنَا الْيَوْمَ أَحَدٌ إِلَّا قَدَّمَ شَيْئًا ، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا : قَدِّمْ شَيْئًا ، فَأَبَى فَقَتِلَ ، وَقَالُوا : لِلْآخَرِ : قَدِّمْ شَيْئًا ، فَقَالُوا : قَدِّمْ وَلَوْ ذُبَابًا ، فَقَالَ : وَأَيْشٍ ذُبَابٌ ، فَقَدَّمَ ذُبَابًا فَدَخَلَ النَّارَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : فَهَذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ ، وَدَخَلَ هَذَا النَّارَ فِي ذُبَابٍ

অর্থঃ সালমান (রাঃ) বলেন, একটি মাছির কারণে এক ব্যক্তি জান্নাতে গিয়েছে এবং একটি মাছির কারণে এক ব্যক্তি জাহান্নামে গিয়েছে। (ঘটনাটি হলো) দু'ব্যক্তি এক গোত্রের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, আর তাদের একটি মূর্তি ছিল, সে মূর্তিকে কিছু না দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে পারত না। (মূর্তির খাদেমরা) প্রথম ব্যক্তিকে বলল, তুমি কিছু দিয়ে যাও। লোকটি অস্বীকার করলো ফলে তারা তাকে হত্যা করে ফেললো। (অতঃপর লোকটি জান্নাতে প্রবেশ করল) তারা (মূর্তি পূজক-রা) দ্বিতীয় জনকে বলল, কিছু দিয়ে যাও। (সে বললো, আমার নিকট কিছুই নেই যা আমি পেশ করব)। তারা তাকে বলল, একটি মাছি হলেও দিয়ে যাও। সে বললো, মাছি কি? পরিশেষে সে একটি মাছি দান করল, অতঃপর সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। অতঃপর সালমান (রাঃ) বললেন, এভাবেই প্রথম ব্যক্তি একটি মাছির কারণে জান্নাতে প্রবেশ করলো আর দ্বিতীয় ব্যক্তি একটি মাছির কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করলো।^১

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল গায়রুল্লাহর নামে কোন কিছু দান করা বা ভোগ দেয়া শিরক।

^১ মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৩৩৭০৯; বায়হাকী ফী শুআবিল ইমান ৭৩৪৩; হাদীসটি সহীহ।

প্রশ্নঃ মাজারে, ওরসে দীর্ঘ-ফকিরদের উদ্দেশ্য যবেহ করা, দান করা শিরক, তার প্রমাণ কি?

উত্তরঃ পশু যবেহ করা, দান-সাদাকা করা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এগুলো যখন আল্লাহর নামে করলে আল্লাহর ইবাদত হয় তখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে গায়রুল্লাহর নামে করলে সেই গায়রুল্লাহর ইবাদত হয়। আর গায়রুল্লাহর ইবাদত শিরক। কেননা সকল প্রকার ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই সংরক্ষিত। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থঃ আপনি বলুন, আমার সলাত, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু (সবই) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, যার কোন শরীক নেই।

(সূরা আনআম ৬ : ১৬২)

অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

অর্থঃ আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সলাত পড়ুন এবং কোরবাণী করুন।

(সূরা কাউসার ১০৮ : ২)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبِرْنَا بِشَيْءٍ أَسْرَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أَسْرَ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحَدِّثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ

অর্থঃ আবু তুফাইল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলী (রাঃ) কে অনুরোধ করলাম যে, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু সম্পর্কে বলুন যা শুধুমাত্র আপনাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোপনে দান করেছেন। আলী (রাঃ) বললেন, না! আমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোপনে এমন কিছু বলেন নি যা অন্যের থেকে গোপন করেছেন। তবে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (চারটি বিষয়ে) বলতে শুনেছি, (ক) যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে (পশু) যবেহ করে তার উপর আল্লাহর লা'নত। (খ) যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয় তার উপর

আল্লাহর লা'নত। (গ) যে ব্যক্তি নিজ পিতা- মাতাকে অভিশাপ দেয় তার উপর আল্লাহর লা'নত। (ঘ) যে ব্যক্তি জমির সীমানা (চিহ্ন) পরিবর্তন করে তার উপর আল্লাহর লা'নত।^১

পূর্বে উল্লেখিত দু'ব্যক্তির হাদীসটি যাদের একজন জাহান্নামে গিয়েছিল মূর্তিকে মাছি দেয়ার কারণে, এটিও এ বিষয়ের একটি দলীল।

প্রশ্নঃ গায়রুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরক তার প্রমাণ কি?

উত্তরঃ ‘الاستعانة’ বা আশ্রয় কামনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা তার বান্দাকে আশ্রয় দেয়ার মালিক। এ জন্য সূরায়ে নাস এবং ফালাকে তাঁর কাছেই আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি আল্লাহর আশ্রয়ের পরিবর্তে অন্য কারো আশ্রয় কামনা করে সে আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার বানালো। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট আশ্রয় চাওয়ার নিন্দা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

অর্থঃ মানুষের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক কতিপয় জ্বিনের কাছে আশ্রয় চাচ্ছিল, এর ফলে তাদের (জ্বিনদের) গর্ব ও অহমিকা আরো বেড়ে গিয়েছিল। (সূরা জ্বিন ৭২ : ৬)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ

অর্থঃ খাওলা বিনতে হাকীম আস সুলামিয়াহ (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন মঞ্জিলে অবতরণ করে বললো, আমি আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার পূর্ণাঙ্গ কালামের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই। তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ মঞ্জিল ত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।^২

^১ সহীহ মুসলিম ৫০১৯, ই.সে হাঃ ৪৯৬৯।

^২ সহীহ মুসলিম ৬৭৭২, ই.সে হাঃ ৬৬৮৬।

প্রশ্নঃ নেককার ব্যক্তিদের কবরের ব্যাপারে সীমালংঘন গায়রুল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়, তার প্রমাণ কি?

উত্তরঃ ইমাম মালেক (রহঃ) মুয়াত্তায় বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ إِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

অর্থঃ আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ আমার কবরকে এমন মূর্তিতে পরিণত করো না যার ইবাদত করা হয়। সেই জাতির উপর আল্লাহর কঠিন গজব নাযিল হয়েছে যারা নাবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে।^১

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ
وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

অর্থঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর ঘিয়ারত কারিনীদেরকে (মহিলা) এবং যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে আর (কবরে) বাতি জ্বালায় তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন।^২

প্রশ্নঃ বরকত হাসিলের জন্য গাছের নিকট ভোগ দেয়া কি শিরক?

উত্তরঃ হ্যাঁ! বরকত হাসিলের জন্য গাছের নিকট ভোগ দেয়া, সুতা বাঁধা শিরক।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا عَنْ مَكَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ قَالَ وَكَانَ لِلْكَفَّارِ سِدْرَةٌ يَغْكُفُونَ عَنْهَا وَيُعَلِّقُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ

^১ মুয়াত্তা মালেক ৪১৪; মুসনাদে আহমাদ ৭৩৫৮।

^২ সুনানে আবু দাউদ ৩২৩৮, ই.ফা.বা হাঃ ৩২২২; সুনানে নাসায়ী, ই.ফা.বা হাঃ ২০৪৭; শায়খ আলবানী (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ قَالَ فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةِ خَضْرَاءَ عَظِيمَةٍ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى - اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّهَا لَسُنَنٌ لَتَرْكَبَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُنَّةً سُنَّةً

অর্থঃ আবু ওয়াকের আল লাইছী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরামগণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মক্কা থেকে বের হয়ে হুনাইন যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে মুশরিকদের জন্য একটি বড়ই গাছ ছিল তারা (বরকতের জন্য) গাছটির নিকট অবস্থান করত এবং তাতে অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। তাকে ‘যাতে আনওয়াত’ বলা হত। আমরা একটি সবুজ বড় বরই গাছের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। (রাবী বলেন) আমরা বললাম; হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য একটি যাতে ‘আনওয়াত’ নির্ধারণ করে দিন যেমনভাবে তাদের জন্য ‘যাতে আনওয়াত’ রয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, (সুবহানাল্লাহ) ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! (এটা এমন একটি দাবি) যা তোমরা বললে যেমন- বলেছিল বানী ইসরাঈলরা মূসা (আঃ) কে “আমাদের জন্য আপনি মা’বুদ বানিয়ে দিন যেমন তাদের মা’বুদ রয়েছে। তিনি বললেন, তোমরা বড়ই নির্বোধ সম্প্রদায়।” নিশ্চয় এটি (মানুষের) একটি নীতি। তোমরা এমন নীতির অনুসরণ করবে যে নীতির উপর তোমাদের পূর্ববর্তীরা ছিল।^১

প্রশ্নঃ আল্লাহ ব্যতীত বাপ-দাদা, মাতা, পীর, দরবেশ কিংবা অন্যকিছুর নামে কসম করা শিরক এর প্রমাণ কি?

উত্তরঃ এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ

অর্থঃ আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা তাগুতের নামে ও বাপ-দাদার নামে কসম করো না।^২

^১ সুনানে তিরমিজি ২১৮০, ই.ফা.বা হাঃ ২১৮৩, মুসনাদে আহমাদ ২১৮৯৭।

^২ সহীহ মুসলিম ৪৩৫১, ই.সে হাঃ ৪১১৫, সুনানে ইবনে মাজাহ, ই.ফা.বা হাঃ ২০৯৫, সুনানে নাসায়ী, ই.ফা.বা হাঃ ৩৭৭৫।

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخْلِفُوا
بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَخْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَخْلِفُوا إِلَّا
وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে, মা-নানীর নামে এবং প্রতিমার নামে কসম করো না। এবং আল্লাহর নামে সত্য কসম ব্যতীত অন্য কসম করো না।^১

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلًا يَخْلِفُ لَا وَالْكَعْبَةَ
فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

অর্থঃ সাঈদ ইবনে আবু উবায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইবনে উমার (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে কা'বার নামে কসম করতে শুনে তাকে বললেন যে, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করল সে অবশ্যই শিরক করল।^২

প্রশ্নঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর নূরের তৈরী মনে করা শিরক কেন? তিনি যে মাটির তৈরী তার প্রমাণ কি?

উত্তরঃ এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা বলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ কিছুই সৃষ্টি করতেন না। এ ব্যাপারে তারা যে হাদীসটি বলে তা একটি জাল বা বানোয়াট হাদীস। তারা আরো বলে আল্লাহ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের নূর দিয়ে তৈরী করেছেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূরের তৈরী। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরে সমস্ত জগত তৈরী। সর্বপ্রথম আল্লাহ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এভাবে

^১ সুনানে আবু দাউদ ৩২৫০, ই.ফা.বা হাঃ ৩২৩৩; সুনানে নাসায়ী, ই.ফা.বা হাঃ ৩৭৭০।

^২ সুনানে তিরমিজি ১৫৩৫, সুনানে আবু দাউদ ৩২৫৩, ই.ফা.বা হাঃ ৩২৩৬; মুসনাদে আহমাদ ৬০৭২।

তারা আল্লাহর সাথে শিরক করে থাকে। কারণ এতে আল্লাহর সত্তার সাথে সৃষ্টির সংমিশ্রণ ঘটানো হয়, যা তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে শিরকের অন্তর্ভুক্ত। অথচ হাদীসে রয়েছে আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে লিখতে বলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ أَكْتُبْ فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ أَكْتُبُ الْقَدَرَ
مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ

অর্থঃ উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর কলমকে বললেন, লিখ! কলম বলল, কি লিখব? আল্লাহ বলেন তাকদীর লিখ, যা সংঘটিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে তা সবকিছু লিখ।^১

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মানুষ ছিলেন তার প্রমাণ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ

অর্থঃ (হে নাবী) বলুন! আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার নিকট অহী আসে এই যে, নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। (সূরা কাহফ ১৮ : ১১০)

আলোচ্য আয়াতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন; আমি মানুষ, তোমাদের মতই একজন মানুষ। তবে পার্থক্য এই যে, আমার নিকট অহী আসে। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন তার কিছু প্রমাণ আমরা তুলে ধরছিঃ-

প্রথম প্রমাণঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য মানুষের মতই আদম সন্তান ছিলেন। মানুষ যেমন পানাহার করে, তেমনি তিনিও পানাহার করতেন। অন্যান্য মানুষের যেমন সন্তানাদি ছিল তেমনি তারও সন্তানাদি ছিল, স্ত্রীও ছিল। তিনি বলেছেন-

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُنْسَىٰ كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي

^১ সুনানে তিরমিজি ২১৫৫, ৩৩১৯; ই.ফা.বা হাঃ ২১৫৮।

অর্থঃ নিশ্চয় আমি মানুষ, আমি তোমাদের মতো ভুলে যাই। যদি আমি ভুলে যাই তবে আমাকে তোমরা অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দেবে।^১

দ্বিতীয় প্রমাণঃ অন্যান্য মানুষের মত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরও বংশ তালিকা ছিল। একথা সকলেই জানে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মানুষ নাবী ছিলেন কোরাইশ বংশে জন্ম তার এক বিরাট প্রমাণ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশ তালিকা নিম্নে পেশ করা হল-

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহর পুত্র, তিনি আব্দুল মোত্তালিবের পুত্র, তিনি হাসেমের পুত্র, হাসেম কোরাইশ বংশের, কোরাইশ কেনানা বংশের, কেনানা আরব বংশোদ্ভূত, আরবগণ ইসমাইল (আঃ) এর বংশধর, ইসমাইল (আঃ) ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধর, ইব্রাহীম নূহ (আঃ) এর বংশধর, নূহ আদম (আঃ) এর বংশধর, আর আদম হলেন মাটির তৈরী। অতএব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও মাটির তৈরী মানুষ। সর্বোত্তম মানব বংশে তার জন্ম। মানব পিতামাতার মানব শিশু হিসেবেই তিনি দুনিয়াতে আগমন করেছেন। মাটির তৈরী মানুষের জন্য মাটির তৈরী রসূল প্রেরণই ছিল মহান আল্লাহর চিরাচরিত নীতি। মানব জাতির জন্য প্রেরিত কোন রসূলই মানব জাতির বাহির থেকে আসেনি। এ হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলামি আক্বিদাহ। যার বিরোধিতা করা সুস্পষ্ট কুফর। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মানুষ ছিলেন সে ব্যাপারে আল্লামা আব্দুর রউফ মুহাম্মদ ইজমাহ নকল করেছেনঃ “এ আক্বিদা-বিশ্বাস শরীয়ার বাণী সমূহ দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও যার উপর গোটা মুসলিম উম্মাহর ইজমা তথা সর্বসম্মত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে যে, রসূলগণ যে জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রেরিত হয়েছেন তারা তাদেরই জাতিভুক্ত ছিলেন। রসূলগণের ব্যাপারে এই হলো আল্লাহর সুন্নাহ (নীতিমালা)। আর আল্লাহর নীতিমালায় কোন পরিবর্তন নেই।”

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

অর্থঃ তুমি আল্লাহর সুন্নাহ তথা নীতিতে কোন ব্যতিক্রম পাবে না।

(সূরা আহযাবঃ ৩৩ : ৬২)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

^১ সহীহ মুসলিম ১৩০২, সুন্নাহে আবু দাউদ, ই.ফা.বা হাঃ ১০২০, সুন্নাহে নাসায়ী, ই.ফা.বা হাঃ ১২৪৫, মুসনাদে আহমাদ ৪১৭৪।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ مَا أَحَبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

অর্থঃ আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসূল। আল্লাহর কসম! আমি এটি ভালবাসি না যে, তোমরা আমাকে ঐ মর্যাদার উর্দে তুলে দাও যেই মর্যাদায় আল্লাহ আমাকে আসীন করেছেন।^১

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُطْرُونِي كَمَا طَرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

অর্থঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি উমার (রাঃ) কে মিন্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার প্রশংসা ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সেরূপ বাড়াবাড়ি করো না যেসকল বাড়াবাড়ি করেছিল খ্রিষ্টানজাতি ঈসা ইবনে মারইয়ামের ব্যাপারে তারা [ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করেছিল]। তাই তোমরা আমার ব্যাপারে শুধু এতটুকু বল আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল।^২

তৃতীয় প্রমাণঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মত পানাহার করতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানাহার করতেন এজন্য কাফিররা উপহাস করত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন-

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ

অর্থঃ তারা বলতো মুহাম্মদ কেমন রসূল যে পানাহার করে, আবার বাজারে চলাফেরা করে। (সূরা ফুরকান ২৫ : ৭)

^১ মুসনাদে আহমাদ ১২৫৫১।

^২ সহীহ বুখারী ৩৪৪৫, ই.ফা.বা হাঃ ৩২০২; মুসনাদে আহমাদ ১৫৪।

এ কথাটি মক্কাবাসী পৌত্তলিকদের। তৎকালীন কাফিরদের ও বর্তমান তাদের অনুসারীদের এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ

অর্থঃ আর আমি তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাদ্য গ্রহণ করত না, আর তারা স্থায়ীও ছিল না। (সূরা আশ্বিয়া ২১ : ৮)

অর্থাৎ যেহেতু সমস্ত নাবী খাদ্য গ্রহণ করতেন, সেহেতু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও একজন খাদ্য গ্রহণকারী রসূল ছিলেন। এটা তার মানুষ হবার অন্য অন্যতম প্রমাণ।

চতুর্থ প্রমাণঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য নাবীদের মত মৃত্যু বরণ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

অর্থঃ আর মুহাম্মদ কেবল একজন রসূল। তার পূর্বে নিশ্চয়ই অনেক রসূল বিগত হয়েছে। যদি তিনি মারা যান অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে কি তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।

(সূরা আল ইমরান ৩ : ১৪৪)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

অর্থঃ নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারা সকলে মৃত্যু বরণ করবে।

(সূরা যুমার ৩৯ : ৩০)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতি মানব ছিলেন না যে, তিনি মৃত্যু বরণ করবেন না। বরং তিনি ছিলেন মানুষ নাবী, তাই তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল। উল্লেখিত প্রমাণাদি দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মানুষ নাবী ছিলেন।

প্রশ্নঃ তাগুতের কাছে বিচার-ফায়সালা চাওয়ার অর্থ তাগুতের প্রতি ঈমান পোষণ করা, এটি শিরক এবং কুফরী এর প্রমাণ কি?

উত্তরঃ প্রথম প্রমাণঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

অর্থঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার প্রতি তারা ঈমান এনেছে। তারা বিবাদপূর্ণ বিষয়কে মিমাংসার জন্য তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়; অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা তাকে (তাগুতকে) অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায়। (সূরা নিসা ৪ : ৬০)

শাইখ সুলাইমান বিন আবদুল্লাহ আল শাইখ তার তাফসীরুল আজিজিল হামীদ নামক গ্রন্থের ৪১৯ পৃষ্ঠায় বলেন, এ আয়াতটির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কুরআন সুন্নাহ বাদ দিয়ে তাগুতের কাছে বিচার-ফায়সালা চাওয়ার কাজটি পরিত্যাগ করা ফরয। এবং যে ব্যক্তি তাগুতের কাছে বিচার-ফায়সালার জন্য যাবে সে মুমিন তো নয়ই, এমনকি সে মুসলিমও নয়। আল্লামা জামাল উদ্দিন আল কাসেমী তার বিখ্যাত ‘মাহাসিনুত তাবীল’ নামক কিতাবে সূরা নিসার ৬০ নং আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন; তারা চায় বিচার-ফায়সালা তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে, অথচ তাকে (তাগুতকে) অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাগুতের নিকট বিচার ফায়সালা চাওয়াকে তাগুতের প্রতি ঈমান পোষণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তাগুতের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থই আল্লাহকে অস্বীকার করা, ঠিক যেমনটি তাগুতকে অস্বীকার করার অর্থই হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

শাইখ আবদুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ **فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ** আল্লাহর এই বাণী উল্লেখ করে বলেন, তাগুতের কাছে বিচার ফায়সালা চাওয়ার অর্থই হচ্ছে তাগুতের প্রতি ঈমান আনা। (ফাতহুল মাজীদ)

আয়াতের শেষাংশে বর্ণিত শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করতে চায়। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন যে, বিচার ফায়সালা চাওয়ার কাজটি শিরকে আকবার (বড় শিরক) যা জঘন্যতম গোমরাহী এবং পথভ্রষ্টতা। যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়ত বা বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধানের কাছে বিচার ফায়সালা প্রার্থনা করল, সে মারাত্মক গোমরাহীতে পতিত হলো। কেননা আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে বিচার ফায়সালা চাওয়া বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় প্রমাণঃ আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ বিধান দেয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত তোমরা অন্য কারো ইবাদত করো না। এটাই সঠিক দীন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না। (সূরা ইউসুফ ১২ : ৪০)

আল্লাহই একমাত্র রব, তিনিই একমাত্র বিধানদাতা, এ অধিকার শুধুমাত্র তারই। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলাই বিধানদাতা এ বিশ্বাসের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে বিচার ফায়সালা চাওয়া নামক ইবাদতও তাঁরই উদ্দেশ্যে করা। এ ইবাদত যদি আল্লাহর আইন ও শরীয়াতকে বাদ দিয়ে করা হয়, তাহলেও এটা হবে শিরকে আকবার বা বড় ধরনের শিরক।

শাইখ আবদুর রহমান আস সাদী কিতাবুত তাওহীদ এর উপর লেখা তার বই 'কাওলুন সাদীদ' এ সূরা নিসার ৬০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে বাদ দিয়ে বিচার ফায়সালা অন্য কোন বিধান বা ব্যক্তির কাছে চায়, তাহলে সে ঐ প্রার্থীত ব্যক্তি বা মতাদর্শকে 'রব' বানিয়ে নিয়েছে এবং তাগুতের কাছে বিচার ফায়সালা চেয়েছে।

প্রশ্নঃ নিছক পার্থিব স্বার্থে কোন আমল করা শিরক তার প্রমাণ কি?

উত্তরঃ আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا
يُبْخَسُونَ - أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا
فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, আমি সেখানে তাদেরকে তাদের আমলের ফল পুরোপুরি দিয়ে দেই এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। এরাই হচ্ছে সেই সব লোক, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তারা সেখানে যা করে তা বরবাদ হয়ে যাবে আর তারা (দুনিয়াতে) যা করে এসেছে তা সম্পূর্ণ বাতিল। (সূরা হুদ ১১ : ১৫-১৬)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدَّرْهِمِ وَعَبْدُ الْخَمِصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتَقَشَ طُوبَى لِعَبْدٍ آخَذَ بَعْنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشَعَتْ رَأْسُهُ مُغَبَّرَةً قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, দীনার ও দিরহাম অর্থাৎ টাকা পয়সার পূজারীরা ধ্বংস হোক। রেশম পূজারী (পোষাক বিলাসী) ধ্বংস হোক। তাকে দিতে পারলে খুশী হয় না দিতে পারলে রাগান্বিত হয়, সে ধ্বংস হোক। তার আরো খারাপ হোক, কাটা ফুটলে সে তা খুলতে সক্ষম না হোক (সে বিপদ থেকে উদ্ধার না পাক) সে বান্দা সৌভাগ্যের অধিকারী যে আল্লাহর রাস্তায় তার ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছে, মাথার চুলগুলোকে এলোমেলো করেছে আর পদযুগলকে করেছে ধূলোমলিন। তাকে পাহাড়ার দায়িত্ব দিলে সে পাহাড়াতেই লেগে থাকে। অথচ জনসাধারণের কাছে তাদের কোন মূল্য নেই। সে অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয়না। সে যদি কারো ব্যাপারে সুপারিশ করে তাহলে তার সুপারিশ গৃহীত হয় না। কিন্তু আল্লাহর কাছে তিনি গ্রহণযোগ্য।^১

প্রশ্নঃ আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এ ধারণাটি বাতিল এবং শিরক, এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন?

উত্তরঃ আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এই বিশ্বাস অতিশয় বিপজ্জনক। মূর্খতা এই কারণে যে, এই বিশ্বাস আল্লাহর সৃষ্টির ইবাদত করার মত সবচেয়ে বড় পাপকে উৎসাহিত করা হয়, যুক্তিসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করে। এটি তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাত বিশ্বাসের বিপরীত শিরকের একটি রূপ। কারণ এটা সৃষ্টির জন্য এমন এক বিশেষণ দাবী করে যা তাঁর নয়। কুরআন অথবা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনীতে এ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে কুরআন এবং সুন্নাহ এই বক্তব্যের বিপরীত। আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নন বরং তিনি আরশে সমাসীন বিষয়টির প্রমাণ হচ্ছে-

কুরআন থেকে প্রমাণঃ আল্লাহ তার সৃষ্টির উর্ধ্বে আরশে সমাসীন কুরআনে এরূপ অনেক আয়াত রয়েছে। এই আয়াতগুলি কুরআনের প্রায় প্রতি সূরাতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাওয়া যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরশের উপর সমাসীন এই আয়াতটি

^১ সহীহ বুখারী ২৮৮৭, ই.ফা.বা হাঃ ২৬৮৫; বায়হাকী ফী শুআবিল ইমান ৪২৮৯।

পবিত্র কুরআনে সাত বার উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান রয়েছেন এই বিশ্বাসকারী কাফির এবং ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত। বস্তুতঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মর্যাদা ও পরাক্রমে, জাত ও সত্তাগতভাবে যেমন সবার উর্ধ্বে তেমনি তিনি অবস্থানের দিক থেকেও সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে। আল কুরআনের প্রায় এক হাজার আয়াত দ্বারা আল্লাহর উর্ধ্বে অবস্থান করার গুণটি বুঝা যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরশের উপর সমাসীন হওয়ার সাতটি আয়াত নিম্নে প্রদত্ত হলো।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

অর্থঃ নিশ্চয়ই তোমাদের রব আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। (সূরা আ'রাফ ৭ : ৫৪)

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

অর্থঃ নিশ্চয়ই তোমাদের রব আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। (সূরা ইউনুস ১০ : ৩)

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

অর্থঃ (তিনি) আল্লাহ যিনি খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ উঁচু করেছেন যা তোমরা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন। (সূরা রা'দ ১৩ : ২)

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

অর্থঃ তিনি রহমান, আরশে সমাসীন। (সূরা ত্বাহা ২০ : ৫)

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى

الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا

অর্থঃ তিনিই (মহান আল্লাহ তা'আলা), যিনি আসমান, যমীন ও উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন, (তিনি) পরম করুণাময়। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে যিনি সম্যক অবহিত, তুমি তাকেই জিজ্ঞাসা কর।

(সূরা ফুরকান ২৫ : ৫৯)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى

عَلَى الْعَرْشِ

অর্থঃ (তিনি) আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

(সূরা সাজদাহ ৩২ : ৪)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

অর্থঃ তিনিই আসমান ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন। (সূরা হাদীদ ৫৭ : ৪)

এ আয়াতগুলোতে বর্ণিত **اسْتَوَىٰ** অধিষ্ঠিত হয়েছেন এটি **فَعْلِيٍّ وَجُودِيٍّ صِفَتٍ** ‘ফেলি ওজুদী সিফাত’ বা ক্রিয়াগত ইতিবাচক গুণ। এ ধরনের গুণগুলো আল্লাহর ইচ্ছা-ইরাদার সাথে সংশ্লিষ্ট। যখন ইচ্ছে এগুলো করেন আবার যখন চান এগুলো পরিহার করেন।

আরশ সৃষ্টির পূর্বে **اسْتَوَىٰ** বা অধিষ্ঠান ক্রিয়াটি পরিত্যক্ত ছিল। এ ধরনের গুণগুলো

قَدِيمَةُ النَّوعِ حَادِثَةُ الْإِحَادِ অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলা অনাদীকাল থেকেই এগুলো দ্বারা গুণান্বিত ছিলেন এবং অনন্তকাল ব্যাপী গুণান্বিত থাকবেন। তবে এগুলো তার ইচ্ছাধীন হওয়ায় তিনি যখন চাইবেন প্রকাশ করবেন। আবার যখন চাইবেন পরিত্যাগ করবেন। যেমন- হাঁসি-খুশি, বিস্ময়, কিয়ামত দিবসে আগমন এসব যখনই ইচ্ছে তখনই তিনি করেন।^১

اسْتَوَىٰ শব্দটি দ্বারা আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলা তাঁর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার গুণটি প্রকাশ করেছেন তিনি আরশের উপরই বিরাজমান। সত্তাগতভাবে তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, এ শব্দটির ব্যাখ্যায় সালফে সালেহীন থেকে চারটি শব্দ বর্ণিত হয়েছে।

১. “**اسْتَقَرَّ**” অর্থ অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

২. “**عَلَا**” অর্থ সমুন্নত হয়েছেন।

৩. “**ارْتَفَعَ**” অর্থ সমুচ্চ হয়েছেন।

৪. “**صَعَدَ**” অর্থ আরোহন করেছেন।

এসব অর্থই একথা প্রকাশ করে যে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলা আরশের উপর অধিষ্ঠিত। কুরআনে আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা’আলা বলেন-

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

^১ আল মাদখাল ৯১-৯২ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ মালায়িকা (ফেরেশতা) এবং রুহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (সূরা মা'আরিজ ৭০ : ৪)

সুতরাং যারা গভীরভাবে চিন্তা করে, কুরআন নিজেই তাদের স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির অনেক উর্ধ্ব আরশে সমাসীন এবং কোনভাবেই এর ভিতরে অথবা এর দ্বারা পরিবেষ্টিত নন। যদি আল্লাহ আরশে সমাসীন না হন তাহলে মালায়িকা (ফেরেশতা) এবং রুহ উর্ধ্বগামী হয় কি করে?

মি'রাজ থেকে প্রমাণঃ মদীনায়ে হিজরত করার দু'বছর পূর্বে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস অলৌকিক রাত্রি ভ্রমণ (ইসরা) করেন এবং সেখান থেকে মি'রাজে সাত আসমানের উপর সৃষ্টির সর্বোচ্চ সীমায় গমন করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরশে সমাসীন হওয়ার উপর যদি অন্যকোন দলীল নাও থাকত তবুও শুধু মি'রাজের ঘটনা একটাই যথেষ্ট ছিল আল্লাহ তা'আলা আরশে আছেন তা প্রমাণ করার জন্য। মি'রাজের ঘটনা হাদীস ও তাফসীরের গ্রহণযোগ্য সকল কিতাবে বিশুদ্ধ সনদে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে। তিনি যাতে সরাসরি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে পারেন এ জন্য তাকে এই অলৌকিক ভ্রমণ করানো হয়েছিল। সেখানে সপ্তম আসমানের উর্ধ্ব, দিনে পাঁচবার সলাত বাধ্যতামূলক করা হয়, আল্লাহ সরাসরি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কথা বলেন এবং সূরা আল বাকারার (কুরআনের দ্বিতীয় সূরা) শেষ আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। (সহীহ বুখারীতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে)

যদি আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান হতেন তাহলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোথাও যেতে হতো না। তিনি নিজের বাড়িতে সরাসরি আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে পারতেন। সুতরাং এ ঘটনাটি একটি প্রমাণ যে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নন আরশে সমাসীন।

হাদীস থেকে প্রমাণঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিবরণের মধ্যে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যেগুলি পরিস্কারভাবে প্রতিষ্ঠা করে যে আল্লাহ পৃথিবী অথবা তার সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান নন। আবু হুরাইরা (রাঃ) এর বর্ণনায় পাওয়া যায় যেখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي
غَلَبَتْ غَضَبِي

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন আল্লাহ সৃষ্টি সমাপ্ত করলেন, তিনি তার কাছে তার আরশের উপর রক্ষিত একটি পুস্তক (যা তিনি রেখেছিলেন) লিখেছেন, নিশ্চয়ই আমার করুণা আমার ক্ষোভ হতে অগ্রগামী হবে।^১

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَارِيَةً لِي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَفَلَا أُعْتِقُهَا قَالَ ائْتِنِي بِهَا قَالَ فَجِئْتُهَا بِهَا فَقَالَ أَيْنَ اللَّهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أُعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

অর্থঃ মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম আস সুলামী (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার একটি বাদি আছে আমি তাকে একটি থাপ্পর মেরেছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার এই কাজটিকে বড় অন্যায় ভাবে দেখলেন। আমি বললাম, তাহলে আমি তাকে স্বাধীন করে দেই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে (দাসী) জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে উত্তর দিল আল্লাহ আকাশে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর রসূল। তিনি বললেন তাকে মুক্তি দাও। নিশ্চয় সে মু'মিন।^২

অপর হাদীসে বলা হয়েছে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা প্রতি রাতের শেষ ভাগে প্রথম আসমানে অবতরণ করেন। আর একথা সকলের জানা আছে যে অবতরণ করা মানে উপর থেকে নিচে নামা। যদি আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা সত্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান থাকেন তাহলে আবার কোথা থেকে প্রথম আসমানে অবতরণ করেন?

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

^১ সহীহ বুখারী ৩১৯৪, ই.ফা.বা হাঃ ২৯৬৪; সহীহ মুসলিম ২৭৫১।

^২ সহীহ মুসলিম ১২২৭, সুনানে আবু দাউদ, ই.ফা.বা হাঃ ৯৩০, মুসনাদে আহমাদ ১৭৯৪৫।

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমাদের রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে প্রথম আকাশে অবতরণ করেন। অতঃপর তিনি আহ্বান করতে থাকেন, কে আছ! আমাকে ডাকবে যার ডাকে আমি সারা দিব? কে আছ! আমার কাছে আবেদন করবে যার আবেদনে আমি দান করব? কে আছ! আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে যাকে আমি ক্ষমা করবো?^১

সুতরাং ইসলামের প্রধান তত্ত্ব তাওহীদ অনুসারে নিরাপদে বলা যায় যে, আল্লাহ তার সৃষ্টি হতে সম্পূর্ণ আলাদা। কোন প্রকারেরই সৃষ্টি তাকে বেষ্টিত করে নেই এবং তার উর্ধ্বে বিদ্যমান নেই। আল্লাহ সকল বস্তুর উর্ধ্বে। ইসলামের মূল সূত্র হিসেবে আল্লাহ সম্বন্ধে এটাই হল সঠিক মতবাদ। এটা খুব সহজ এবং দৃঢ়।

প্রশ্নঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তো নিরাকার, তাহলে তিনি আরশে সমাসীন হন কীভাবে?

উত্তরঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিরাকার এ কথাটি নাস্তিকতার নামান্তর। তিনি নিরাকার নন। তিনি অজানা আকার। তার চেহারা, হাত, পা, চোখ, আঙ্গুল ইত্যাদি আছে। তবে এগুলো তার বিশেষণ। তাঁর সত্তার ধরণ-ধারণ, রূপরেখা কেমন এটা যেমন তিনি ছাড়া আর কেউ জানেনা তেমনি তার চেহারা, হাত, পা, চোখ, আঙ্গুল কেমন তাও তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানেনা। তার সত্তার আকৃতি ধরণ-ধারণ জানা থাকলে তাঁর বিশেষণের ধরণ-ধারণ জানা সম্ভব হতো। তাঁর সত্তার রূপ যেহেতু তিনি ছাড়া আর কারো জানা নেই সেহেতু তার বিশেষণের আভিধানিক অর্থ ব্যতীত এর কোন রূপরেখা তিনি ভিন্ন আর কারোরই জানা নেই। এগুলো জানা সৃষ্টির ক্ষুদ্র জ্ঞানের বহু-বহু উর্ধ্বে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

অর্থঃ তারা তাকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত্ব করতে পারে না। (সূরা ত্বহা ২০ : ১১০)

এগুলো কুরআন ও সুন্নাহতে আল্লাহ যেভাবে বর্ণনা করেছেন ঠিক সেভাবে বিশ্বাস করতে হবে। এগুলোর কোন আকৃতি প্রকৃতি বর্ণনা করা যাবে না। সৃষ্টিজগতের কোন কিছুর সাথে কিছুতেই তুলনা করা যাবে না। এগুলোর আভিধানিক অর্থের বাইরে কোনরূপ অর্থগত বা শব্দগত বিকৃতি করা যাবে না। এগুলোকে অর্থহীনও করা যাবে না কিছুতেই। কুরআন ও সুন্নাহতে এগুলো যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই ঈমান আনা ফরয। এগুলো কেমন সে প্রশ্ন করা বিদআত ও ভ্রান্তি।

^১ সহীহ বুখারী ৭৪৯৪, ই.ফা.বা হাঃ ৬৯৮৬; সহীহ মুসলিম ১৮১৩, সুন্নাহ ইবনে মাজাহ ১৩৮৮।

প্রশ্নঃ অসীলাহ ও পীর ধরা কি?

উত্তরঃ এক ধরনের লোকেরা বলে, পীর ধরা ফরজ। যার পীর নেই তার পীর শয়তান। অথচ কুরআন, হাদীস, ফিকহ, এমন কি ইমামদের অভিমত সহ কোথাও এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি বিষয় ফরজ হতে হলে কুরআন হাদীসের দ্বারাই হতে হবে। নচেৎ নতুন ফরজ আবিষ্কার করলে আল্লাহর সাথে শরীক করা হবে। কারণ ফরজ করার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। তারা কুরআনের আয়াতের অসীলাহ শব্দকে পীর অর্থ করে। অতএব আমরা অসীলাহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব ইনশা-আল্লাহ।

আভিধানিক অর্থঃ التَّوَسُّلُ এর অর্থ হলো নৈকট্য লাভ করা। وَسِيلَةٌ যার মাধ্যমে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। অর্থাৎ وَسِيلَةٌ হচ্ছে সেই উপায় ও মাধ্যম যা লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়।

কামূসুল মুহীত অভিধানে এসেছে, وَسِيلَةٌ অর্থ এমন আমল করা যার মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করা যায়।^১

কুরআনে অসীলাহর অর্থঃ ইতঃপূর্বে আমরা অসীলাহর যে আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করেছি। সালাফগণ (পূর্বসূরী বিদ্বান তথা সাহাবা ও তাবেঈগণ) কুরআনে উল্লেখিত وَسِيلَةٌ শব্দের অর্থ তাই করেছেন। যা সৎ কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা অর্থের বহির্ভূত নয়। কুরআনুল কারীমে দু'টি সূরার দু'টি আয়াতে وَسِيلَةٌ শব্দটির উল্লেখ এসেছে। সূরা দু'টি হচ্ছে মায়িদা ও ইসরা।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তার নিকট অসীলাহ অন্বেষণ কর এবং তার পথে জিহাদ করো। যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা আল মায়িদা ৫ : ৩৫)

^১ কামূসুল মুহীত ৪র্থ খন্ড ৬১২পৃষ্ঠা।

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

অর্থঃ তারা (কতিপয় জনসমষ্টি) যাদেরকে আহ্বান করে (স্বয়ং) তারা নিজেরাই তো তাদের প্রতিপালকের নিকট অসীলাহ সন্ধান করে। (তারা দেখতে চায়) তাদের মধ্যে কে (আল্লাহ তা'আলার) অধিক নিকটবর্তী হতে পারে; আর তারা তাঁর (আল্লাহর) রহমতের আশা করে ও তার আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের আযাব খুব ভীতিযোগ্য। (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ৫৭)

হাদীসে অসীলাহর অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) অসীলাহ শব্দের অর্থ করেছেন
الْقُرْبَةُ অর্থাৎ নৈকট্য এবং কাতাদা (রহঃ) বলেন-

الْوَسِيلَةُ أَيُّ تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يَرْضَاهُ

“আল-অসীলাহ অর্থাৎ-তোমরা আনুগত্য দ্বারা তার নৈকট্য অর্জন কর এবং এমন আমল দ্বারা নৈকট্য অর্জন কর যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।”

সহীহ হাদীসে অসীলাহর অর্থ বলা হয়েছে যে, অসীলাহ হলো জান্নাতের সর্বাধিক নিকটবর্তী এবং সম্মানিত স্থান। যার একমাত্র অধিকারী হবেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাই তো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন। তোমরা যখন মুয়াজ্জিনকে আযান দিতে শুনো তখন সে যা বলে তোমরাও তাই বল। অতঃপর আমার প্রতি সলাত- সালাম (দরুদ) পাঠ করো। কেননা যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা এর

^১ তাফসীর ইবনে কাসীর ২য় খন্ড ৭৩ পৃষ্ঠা।

বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমাত বর্ষণ করেন। অতঃপর আমার জন্য আল্লাহর কাছে অসীলাহ প্রার্থনা কর। কেননা ‘অসীলা’ জাল্লাতের একটি সম্মানজনক স্থান। এটা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজনকেই দেয়া হবে। আমি আশা করি, আমিই হব সেই বান্দাহ। যে ব্যক্তি আমার জন্য আল্লাহর কাছে অসীলাহ প্রার্থনা করবে তার জন্য (আমার) শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যাবে।^১

অসীলাহ দুই প্রকার। যথা-

১. تَوَسَّلُ شَرْعِيٌّ শরীয়াত সম্মত অসীলাহ।

২. تَوَسَّلُ بِدْعِيٌّ বিদ’আতী বা শরীয়াত বিরোধী অসীলাহ।

আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা শরীয়ত সম্মত অসীলাহকে তিন প্রকারে পাই।

প্রথম প্রকার : التَّوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর দ্বারা তাঁর নিকট অসীলাহ চাওয়া। যেমন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন-

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

আল্লাহর অনেক সুন্দরতম নাম রয়েছে। অতএব সেগুলোর অসীলায় তোমরা তাঁকে আহ্বান করো। (সূরা আল আ’রাফ ৭ : ১৮০)

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তিখারার দু’আয় বলেছেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ

হে আল্লাহ! তোমার জ্ঞানের অসীলায় আমি তোমার নিকট কল্যাণ চাই এবং তোমার কুদরাত বা ক্ষমতার অসীলায় তোমার নিকট ক্ষমতা চাই এবং তোমার নিকট তোমার সুমহান অনুগ্রহ চাই।^২

২য় প্রকার : التَّوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ আল্লাহর নিকট সৎ আমালের মাধ্যমে অসীলাহ চাওয়া।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে দু’আ শিক্ষা দিয়ে বলেন-

رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

^১ সহীহ মুসলিম ৭৩৫; ই.ফা.বা হাঃ ৭৩৩, ই.সে. হাঃ ৭৪৮।

^২ সহীহ বুখারী ৬৩৮২, ই.ফা.বা হাঃ ৫৯৪০, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৩।

হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের গুণাসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা করো।

(সূরা আল ইমরান ৩ : ১৬)

এখানে ঈমান আনার অসীলায় ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। হাদীসের মধ্যে তিন ব্যক্তি তাদের আমলের অসীলাহ চেয়ে বিপদ মুক্ত হওয়ার দু'আ করে ছিলেন আর সে দু'আ কবুল হয়েছিল। হাদীসটি হলো-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
بَيْنَمَا ثَلَاثَةٌ نَفِرَ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فَأَوُّوا إِلَى غَارٍ
فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا هَؤُلَاءِ لَا يُنْجِيكُمْ إِلَّا
الصَّدَقُ فَلِيدِعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ فَقَالَ وَاحِدٌ
مِنْهُمْ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرْقٍ مِنْ أُرْزُ
فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرْقِ فَزَرَعْتُهُ فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي
اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقْرًا وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ لَهُ اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقْرِ
فَسُقْهَا فَقَالَ لِي إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرْقٌ مِنْ أُرْزُ فَقُلْتُ لَهُ اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ
الْبَقْرِ فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرْقِ فَسَاقَهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ
خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَاَنْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّخْرَةُ فَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ
تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ فَكُنْتُ آتِيَهُمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ لِي
فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِمَا لَيْلَةً فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغُونَ مِنَ الْجُوعِ
فَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكَرِهْتُ أَنْ
أَدْعُهُمَا فَيَسْتَكِنَا لِشَرِبَتِهِمَا فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ
تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَاَنْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّخْرَةُ
حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةٌ

عَمَّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا فَأَمَّكَتَنِي مِنْ نَفْسِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رَجُلَيْهَا فَقَالَتْ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْضُ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِائَةَ دِينَارٍ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا - بَابُ حَدِيثِ الْغَارِ

অর্থঃ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির লোকদের মধ্যে তিনজন লোক ছিল। তারা পথ চলছিল। হঠাৎ তাদের বৃষ্টি পেয়ে গেল। তখন তারা গুহায় আশ্রয় নিল। অমনি তাদের গুহার মুখ (একটি পাথর চাপা পড়ে) বন্ধ হয়ে গেল। তখন তাদের একজন অন্যদের বলতে লাগল, বন্ধুগণ আল্লাহর কসম! এখন সত্য ছাড়া কিছুই তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারবে না। কাজেই, এখন তোমাদের প্রত্যেকের সেই জিনিসের অসীলায় দো'আ করা উচিত, যে ব্যাপারে জানা রয়েছে যে, এ কাজটিতে সে সত্যতা বহাল রেখেছে। তখন তাদের একজন এই বলে দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমার একজন মজদুর ছিল। সে এক ফারাক^১ চাউলের বিনিময়ে আমার কাজ করে দিয়েছিল। পরে সে মজুরি না নিয়েই চলে গিয়েছিল। আমি তার এ মজুরি দিয়ে কিছু একটা করতে মনস্থ করলাম এবং কৃষি কাজে লাগলাম। এতে যা উৎপাদন হয়েছে, তার বিনিময়ে একটা গাভী কিনলাম। সে মজদুর আমার নিকট এসে মজুরি দাবী করল। আমি তাকে বললাম, ঐ গাভীটির দিকে তাকাও এবং তা হাঁকিয়ে নিয়ে যাও।

সে জবাব দিল, আমার তো আপনার কাছে মাত্র এক ফারাক চাউলই প্রাপ্য। আমি তাকে বললাম গাভীটি নিয়ে যাও। কেননা তোমার সে এক ফারাক চাউল দ্বারা যা উৎপাদিত হয়েছে তারই বিনিময়ে এটি খরিদ করা হয়েছে, তখন সে গাভীটি হাকিয়ে নিয়ে গেল। (হে আল্লাহ) আপনি জানেন যে, তা আমি একমাত্র আপনার ভয়েই করেছি। তাহলে আমাদের গুহার মুখ থেকে এ পাথরটি সরিয়ে দিন। তখন তাদের কাছ থেকে পাথরটি কিছুটা সরে গেল। তাদের আরেকজন দো'আ করল হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমার মা-বাপ খুবই বৃদ্ধ ছিলেন। আমি প্রতি রাতে তাদের জন্য আমার বকরীর দুধ নিয়ে তাদের কাছে যেতাম। ঘটনাক্রমে এক রাতে তাদের কাছে যেতে আমি দেরী করে ফেললাম। তারপর এমন সময় গেলাম, যখন তারা উভয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। এদিকে আমার পরিবার পরিজন ক্ষুধার কারণে চিৎকার করছিল। আমার মাতা-পিতাকে দুধ পান

^১ ফারাক হলো পরিমাপের পাত্র বিশেষ, যা তিন ছা এর সমান।

না করানো পর্যন্ত ক্ষুধায় কাতর আমার সন্তানদের দুধ পান করাইনি। কেননা তাদের ঘুম থেকে জাগানোটা আমি পছন্দ করিনি। অপরদিকে তাদেরকে বাদ দিতেও ভাল লাগেনি।

কারণ এ দুধটুকু পান না করলে তাঁরা উভয়ে দুর্বল হয়ে যাবেন। তাই (দুধ হাতে) আমি (সারারাত) ভোর হয়ে যাওয়া পর্যন্ত (তাদের জাগ্রত হওয়ার) অপেক্ষা করেছিলাম। আপনি জানেন যে, এ কাজ আমি করেছি একমাত্র আপনার ভয়ে। তাই আমাদের থেকে পাথরটি সরিয়ে দিন। তারপর তাদের থেকে পাথরটি আরেকটু সরে গেল। এমনকি তারা আসমান দেখতে পেল। অপর ব্যক্তি দো'আ করল, হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমার একটি চাচাতো বোন ছিল। সবার চেয়ে সে আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আমি তার সাথে (মিলনের) বাসনা করেছিলাম। কিন্তু সে একশ দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) প্রদান ব্যতীত ঐ কাজে রাজী হতে চাইল না। আমি স্বর্ণ মুদ্রা অর্জনের চেষ্টা আরম্ভ করলাম এবং তা অর্জনে সমর্থও হলাম। তারপর কথিক মুদ্রা সহ তার নিকটে উপস্থিত হয়ে তাকে তা অর্পণ করলাম। সেও তার দেহ আমার ভোগে অর্পণ করল। আমি যখন তার দু'পায়ের মাঝে বসে পড়লাম। তখন সে বলল আল্লাহকে ভয় কর, অন্যায় ও অবৈধভাবে পবিত্র ও রক্ষিত আব্রাহাকে বিনষ্ট কর না। আমি তৎক্ষণাৎ সরে পড়লাম এবং স্বর্ণ মুদ্রা ছেড়ে আসলাম। হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমি একমাত্র তা আপনার ভয়েই করেছিলাম। তাই আমাদের রাস্তা প্রশস্ত করে দিন। আল্লাহ (তাদের) সংকট দূরীভূত করলেন। তারা বের হয়ে আসল।^১

তৃতীয় প্রকার : اللَّهُ بِدُعَاءِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ আল্লাহর নিকট সৎ ব্যক্তিদের দু'আর মাধ্যমে অসীলাহ গ্রহণ।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ

অর্থঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) অনাবৃষ্টির সময়ে আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) এর অসীলাহ দিয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! (আগে) আমরা আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসীলাহ দিয়ে আপনার নিকট দু'আ করতাম এবং আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দিতেন। এখন আমরা আপনার নিকট আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

^১ সহীহ বুখারী ৩৪৬৫; ই.ফা.বা হাঃ ৩২১৯, 'গুহার ঘটনা' অধ্যায়।

সাল্লাম এর চাচার অসীলাহ দিয়ে দু'আ করছি, আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। বর্ণনাকারী বলেন, দু'আর সাথে সাথেই বৃষ্টি বর্ষিত হতো।^১

হাদীসের মধ্যে যে সৎ ব্যক্তিদের অসীলার কথা পাওয়া যায় তা সবই দু'আর ব্যাপারে। আর তা হলো জীবিত ব্যক্তির মাধ্যমে।

বিদ'আতী অসীলাহ : যেমন- পীরধরা, কবরের ব্যক্তির নিকট অসীলাহ বানানো ইত্যাদি। যা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে ছিল না। এর কোন অস্তিত্ব কুরআন হাদীসে নেই। বিধায় এটা বিদ'আত। আর বিদ'আতীর ফরয, নফল কোন আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। যেমন- নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحَدِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ

অর্থঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নতুন (বিদ'আত) কাজ করল অথবা কোন বিদ'আতীকে সাহায্য করল। তার উপর আল্লাহর লা'নত, মালয়িকা (ফেরেশতা) ও সমস্ত মানুষের লা'নত অপরিহার্য হয়ে যায়। তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবুল করা হবে না।^২

এরূপভাবে যদি পীর ধরাকে ওয়াসীলাহ ধরার অর্থ করে ফরয দাবী করা হয়, তাহলে তা শিরক হবে। কারণ ফরয করার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহরই। কেউ ফরযের দাবী করলে যা আল্লাহ করেননি তাঁর অংশীদারিত্ব করা হবে। কেউ যদি বলে পীর সাহেব আখিরাতের উকিল হবে এবং ওকালতী করে মুরিদদের জাহান্নাম থেকে বাঁচাবেন, তাহলে এরূপ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা হবে। কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا - قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا - إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا

^১ সহীহ বুখারী ১০১০; ই.ফা.বা হাঃ ৯৫৫। 'অনাবৃষ্টির সময় ইমামের নিকট বৃষ্টির জন্য লোকদের দু'আর আবেদন' অধ্যায়।

^২ সহীহ বুখারী ১৮৭০, ই.ফা.বা হাঃ ১৭৪৯, 'মদীনার হারাম (পবিত্র) হওয়া' অধ্যায়।

অর্থঃ হে নাবী! আপনি বলে দিন যে, আমি তোমাদের কোন ক্ষতি এবং উপকার বা সুপথে আনয়ন করার কোনই ক্ষমতা রাখি না। হে নাবী! আপনি বলে দিন কোন ব্যক্তিই আমাকে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আমি তাঁর নিকট ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় স্থানও পাব না, কিন্তু আল্লাহর বাণী পৌঁছানো ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। (সূরা জ্বীন ৭২ : ২১-২৩)

আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামও হাদীসের ভাষায় তাঁর মেয়ে ফাতিমা (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছেন-

يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

হে ফাতিমা! তোমার প্রাণকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর। কারণ আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা নেই।^১

উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা গেল পীরদের ওকালতীর দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেননা, কিয়ামতের দিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামই কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখেন না। তিনি নিজের মেয়েকে পর্যন্ত কোন উপকার করতে পারবেন না। অবশ্যই আল্লাহ তাঁকে সুপারিশ করার ক্ষমতা দিবেন। কিন্তু পীরদের নিজের অবস্থাই নাজুক থাকবে। তাদের কিছুই করার থাকবে না। আল্লাহ আমাদের সকল প্রকার ফিতনা থেকে রক্ষা করুন-আমীন।

প্রশ্নঃ তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণ, পূর্ববর্তীদের দোহাই, বাপ-দাদার দোহাই দেয়া শিরক, এর প্রমাণ কি?

উত্তরঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ - قَالَ أُولُو جِثَّتِكُمْ بَاهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءُكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

অর্থঃ (হে নাবী) এমনভাবে তোমার পূর্বে আমি যেখানেই কোন ভয় প্রদর্শনকারী (নাবী) পাঠিয়েছি, সেখানকার গণ্যমান্য মাতব্বর শ্রেণীর লোকেরা বলেছে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এ মতাদর্শের অনুসারী (হিসেবে) পেয়েছি। অতএব, আমরা তাদেরই

^১ সহীহ বুখারী ২৭৫৩, ই.ফা.বা হাঃ ২৫৬৩; সহীহ মুসলিম ৩৮৯, ই.ফা.বা হাঃ ৩৯৫, ই.সে হাঃ ৪০৮।

পদাঙ্ক অনুসরণ করব। (হে নাবী) তুমি বল, যদি আমি তার চাইতে উৎকৃষ্ট হিদায়াত (পথনির্দেশ) নিয়ে আসি, যার উপর তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছ। (তারপরও তোমরা তাদের অনুসরণ করবে?) তারা বলল, যে (দ্বীন) দিয়ে তোমাকে পাঠানো হয়েছে আমরা তা প্রত্যক্ষান করছি। (সূরা যুখরুফ ৪৩ : ২৩-২৪)

মূসা (আঃ) যখন দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে ফিরআউনের কওমের নিকট গিয়েছিলেন তখন ফিরআউন ও তার মুশরিক সম্প্রদায় বলেছিল-

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيَّنَّتْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَىٰ وَمَا سَمِعْنَا

بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ

অর্থঃ মূসা (আঃ) যখন স্পষ্ট দলীল ও আয়াত সমূহ নিয়ে তাদের নিকট গেলেন, তখন তারা বললো, এটা তো যাদু ছাড়া কিছুই নয়। তাছাড়া এসব কথা তো আমরা আমাদের বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষদের নিকট শুনি। (সূরা কাসাস ২৮ : ৩৬)

নমরুদ ও তার মুশরিক বাহিনীও বলেছিল-

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ

অর্থঃ তারা বলল, বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এরূপ করতে দেখেছি।

(সূরা আশ শুরারা ২৬ : ৭৪)

মক্কার কাফের, মুশরিকরাও পূর্ববর্তীদের দোহাই দিয়ে বলেছিল-

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهُتَدُونَ

অর্থঃ বরং তারা বলে আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষ বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরাও তাদের পদাংক অনুকরণ করে পথপ্রাপ্ত। (সূরা যুখরুফ ৪৩ : ২২)

কাফির মুশরিকদেরকে আল্লাহর পথে কুরআনের দিকে ডাকলে তারা বলে-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلُوا

كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

অর্থঃ যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা যা কিছু নাযিল করেছেন তোমরা তা মেনে চলো। তারা বলে, বরং আমরা তো সে পথেরই অনুসরণ করব যে পথের উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জ্ঞান রাখে না এবং তারা সঠিক পথপ্রাপ্তও নয়। (সূরা বাকারা ২ : ১৭০)

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অর্থাৎ কুরআন হাদীসের দিকে ডাকলে মুশরিক, কাফির বিদ'আতীদের নীতি হচ্ছে তারা বলবে-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْكَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

অর্থঃ যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে (কুরআনের) পথে এবং রসূলের (হাদীসের) পথে আস। তখন তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যার উপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কোন জ্ঞান রাখে না এবং তারা হিদায়াত প্রাপ্তও নয়। (সূরা আল মায়িদা ৫ : ১০৪)

সূরা লুকমানে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْكَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ

অর্থঃ যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর। তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি তাই অনুসরণ করব। (কিছু) শয়তান যদি তাদেরকে জহান্নামের শাস্তির দিকে ডাকে (তবুও কি এরা তাদের অনুসরণ করবে)। (সূরা লুকমান ৩১ : ২১)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا لَا تَعْلَمُونَ

অর্থঃ যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে, তখন তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এরূপ করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এ আদেশই দিয়েছেন। (হে নাবী) বলুন! আল্লাহ কখনও অশ্লীল কাজের আদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ: যা তোমরা জনা না? (সূরা আ'রাফ ৭ : ২৮)

প্রশ্নঃ স্বেচ্ছায় অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা শিরক, এর প্রমাণ কি?

উত্তরঃ জীবন-মরণ কেবলমাত্র আল্লাহরই হাতে। তিনি ব্যতীত কেউ জীবন দিতেও পারে না নিতেও পারে না। তাই আল্লাহর নির্ধারিত হদ ব্যতীত কাউকে হত্যা করা আল্লাহর ক্ষমতায় শরীক বা অংশ নেয়া হয়। আর আল্লাহর কাজে অংশীদার স্থাপন করা স্পষ্ট শিরক। মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فِجْزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

অর্থঃ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মু'মিনকে হত্যা করে তার বিনিময় হচ্ছে জাহান্নাম, তাতে সে সর্বদা অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন এবং তাকে লা'নত করেছেন। আর তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মহাশাস্তি। (সূরা নিসা ৪ : ৯৩)

নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ
أَرْبَعِينَ عَامًا

অর্থঃ আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন জিম্মি লোককে হত্যা করে সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। যদিও চল্লিশ বছরের পথ হতে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।^১

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي
كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

অর্থঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, আমার পরে তোমরা পরস্পর একে অপরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে ফিরে যেও না।^২

প্রশ্নঃ যুগ বা সময়কে গালি দেয়া শিরক, তার প্রমাণ কি?

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ
بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

^১ সহীহ বুখারী ৩১৬৬, ই.ফা.বা হাঃ ২৯৪২, 'নিরপরাধ জিম্মি হত্যার পাপ' অধ্যায়।

^২ সহীহ বুখারী ৭০৭৭, ই.ফা.বা হাঃ ৬৫৯৭, 'ফিতনা' অধ্যায়।

অর্থঃ তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন, আমরা মরি এবং বাঁচি, আর কালের প্রবাহেই কেবল আমাদের মৃত্যু হয়। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা তো শুধু অনুমান করেই বলছে। (সূরা জাছিয়াহ ৪৫ : ২৪)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أَقْلَبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, সে সময়কে গালি দেয়, অথচ আমি নিজেই দাহার বা সময়। রাত ও দিনকে আমিই পরিবর্তন করি।^১

নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ
فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা দাহার বা সময়কে গালি দিও না। কেননা আল্লাহই হলেন দাহার বা সময়।^২

প্রশ্নঃ বাতাসকে গালী দেয়া শিরক কিভাবে?

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَرَّيْحُ
مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا وَسَلُّوا
اللَّهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, বাতাস আল্লাহর ইনসাফের অন্তর্ভুক্ত। এটা কখনো অনুগ্রহ

^১ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ৫৭৫৬, ই.ফা.বা হাঃ ৫৬৬৮, ই.সে হাঃ ৫৬৯৮।

^২ সহীহ মুসলিম ৫৭৫৯, ই.ফা.বা হাঃ ৫৬৭১, ই.সে হাঃ ৫৭০১।

নিয়ে আসে আবার কখনো শাস্তি নিয়ে আসে। (বিধায়) যখন তোমরা তা দেখবে তাকে (বাতাসকে) গালী দিবে না। আল্লাহর নিকট তোমরা বাতাসের কল্যাণ চাবে এবং বাতাসের অকল্যাণ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে।^১

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا أَلَلَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِمَا فِيهَا وَخَيْرِمَا أُمِرْتُ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّمَا فِيهَا وَشَرِّمَا أُمِرْتُ بِهِ

অর্থঃ উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা বাতাসকে গালী দিয়ো না। যখন তোমরা তাতে তোমাদের অপছন্দনীয় বিষয় দেখবে তখন বলবে, হে আল্লাহ! আমরা এ বাতাস থেকে কল্যাণ কামনা করি, তাতে যে কল্যাণ রয়েছে এবং তাতে তুমি যে কল্যাণের নির্দেশ দিয়েছ তা কামনা করি এবং এ বাতাসের অকল্যাণ হতে এবং তাতে যে অকল্যাণ রয়েছে এবং তাতে তুমি যে অকল্যাণের নির্দেশ দিয়েছ তা হতেও আমরা তোমার নিকট আশ্রয় চাই।^২

প্রশ্নঃ সলাত পরিত্যাগ করা শিরক, এর প্রমাণ কি?

উত্তরঃ সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

অর্থঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মুসলিম ব্যক্তি এবং মুশরিক ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হল সলাত পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ সলাত পরিত্যাগকারী মুশরিক ও কাফির।^৩

^১ সুনানে আবু দাউদ ৫০৯৭।

^২ সুনানে তিরমিযী, মাদানী প্রকাশনী হাঃ ২২৫২, ই.ফা.বা হাঃ ২২৫৫; তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

^৩ সহীহ মুসলিম, ই.সে হাঃ ১৫৫। “মানুষকে শিরক ও কুফর থেকে দূরে রাখার একমাত্র প্রাচীর হচ্ছে সলাত। সলাত তাকে এসব জঘন্য কাজে লিপ্ত হতে বাধা দেয়। বান্দাহ যখন সলাত পরিত্যাগ

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ

অর্থঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (মুমিন) বান্দা এবং শিরকের মধ্যে পার্থক্য হল সলাত বর্জন করা। কাজেই যখন সে সলাত পরিত্যাগ করলো তখন সে তো শিরকই করলো।^১

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

অর্থঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সলাত পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ সলাত পরিত্যাগ করলে ঈমান থাকে না।^২

অন্য হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُونَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ

অর্থঃ আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক আল উকাইলী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবাগণ সলাত ব্যতীত অন্য আমলসমূহের কিছু

করে তখন তার মাঝে এবং শিরক ও কুফরের মাঝখানে কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকে না। যে ব্যক্তি সলাতের বাধ্য বাধকতা অস্বীকার করে তা পরিত্যাগ করে উম্মাতের সর্বসম্মত ঐক্যমত অনুযায়ী ইসলামের গন্ডি থেকে সে বের হয়ে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি সলাতের ফরজিয়াতকে স্বীকার করে অলসতা ও বদভ্যাসের শিকার হয়ে তা পরিত্যাগ করে, সে কাবীরাহ গুনাহর মতো জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়। ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফেয়ীর মতে এই ব্যক্তি ফাসেক বলে গণ্য হবে। তাদের মতে তাকে তাওবাহ করিয়ে সলাত পড়তে বাধ্য করতে হবে। যদি সে তাওবাহ না করে এবং সলাত পড়া শুরু না করে, তবে ইসলামী সরকারের বিচার বিভাগ তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করবে। অপর একদল আলেমের মতে সলাত পরিত্যাগকারী কাফের হয়ে যায়। আলী (রাঃ) এর এই মত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও ইসহাক ইবনে রাহুইয়া এই মত গ্রহণ করেছেন।”

^১ ইবনে মাজাহ, ই.ফা.বা হাঃ ১০৮০; মুসনাদে আহমাদ।

^২ সহীহ তিরমিযী মাদানী প্রকাশনী হাঃ ২৬১৮, ই.ফা.বা হাঃ ২৬১৯; ইবনে মাজাহ ১০৭৮।

পরিত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না। অর্থাৎ সলাত পরিত্যাগকারীদের সাহাবাগণ কাফির মনে করতেন।^১

প্রশ্নঃ নিজের মত বা প্রবৃত্তির অনুসরণ করা শিরক, এর প্রমাণ কি?

উত্তরঃ মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ
هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

অর্থঃ আর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রাখবেন যে, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার থেকে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। (সূরা কাসাস ২৮ : ৫০)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ
وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

অর্থঃ আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছেন- যে তার স্বীয় প্রবৃত্তি (নিজের মতামত) কে মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করেছে? আর জ্ঞান বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন এবং তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তার চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্ট করার পর, কে এরূপ ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করবে? তোমরা কি চিন্তা গবেষণা করো না। (সূরা জাসিয়াহ ৪৫ : ২৩)

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

অর্থঃ আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে? তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন? (সূরা ফুরকান ২৫ : ৪৩)

অপর একটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন-

^১ সহীহ তিরমিযী, মাদানী প্রকাশনী হাঃ ২৬২২, ই.ফা.বা হাঃ ২৬২৩।

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

অর্থঃ আর আপনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করুন আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, আর তাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকবেন যেন তারা আপনাকে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ চান তাদের কোন কোন পাপের জন্য তাদের শাস্তি প্রদান করতে। আর মানুষের মধ্যে তো অনেকেই ফাসিক।

(সূরা আল মায়িদা ৫ : ৪৯)

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল, প্রবৃত্তির অনুকরণ করায় প্রবৃত্তিকে ইলাহ বা উপাস্য বানানো হয়। আর আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ইলাহ বানানো বা মানা শিরক। যারা শিরক করে তারা মুশরিক। অতএব যারা আল্লাহর দেয়া বিধান বাদ দিয়ে নিজের মতামত বা কিয়াসের ভিত্তিতে চলে তারা মুশরিক।

প্রশ্নঃ গানের মাধ্যমে শিরক হয় কিভাবে?

এক শ্রেণীর মানুষ গানের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে শিরক করে থাকে, তারা গানের মাধ্যমে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্রষ্টার আসনে বসিয়ে দেয়। তারা গানের মাধ্যমে বলে-

নবী মোর পরশমণি নবী মোর সোনার খনি
নবী নাম জপে যে জন, সেই তো দো'জাহানের ধনী ॥

প্রিয় পাঠক! জপ বা যিকর শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। আর এই জপ নাবীগণের জন্য নয়। কেউ যদি আল্লাহর নামের ন্যায় নাবীগণের নাম ধরে জপ বা যিকর করে তবে সে অবশ্যই আল্লাহর সাথে শিরক বা অংশীদার স্থাপন করল এবং মুশরিক বলে পরিগণিত হলো। তেমনিভাবে কেউ যদি বলে-

আহমাদের ওই মীমের পর্দা তুলে দেরে মন
দেখবি সেথা বিরাজ করে আহাদ নিরাজন ॥

অর্থাৎ তারা বলতে চায় أَحْمَدُ (আহমাদ) শব্দের থেকে মীম অক্ষরটি বাদ দিলে أَحَدُ (আহাদ) শব্দ থাকে। আর أَحَدُ (আহাদ) হলো আল্লাহর নাম। তারা বলতে চায়

আহমাদ ও আহাদ একজনই। এভাবে তারা সৃষ্টিকে [মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে] স্রষ্টার আসনে বসিয়ে স্রষ্টা শিরক করে থাকে। অথচ মহান আল্লাহ তা'আলা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছেন-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

অর্থঃ (হে নাবী) তুমি (এদের) বলো, আমি তো তোমাদের মতই একজন (রক্ত মাংসের) মানুষ, তবে আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয় (আর সে অহীর মূল কথা হচ্ছে), তোমাদের ইলাহ (মা'বুদ) হচ্ছেন একজন। অতএব যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাৎ লাভের আশা করে, সে যেন নেক (সৎ কাজ) আমল করে, এবং তার রবের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে। (সূরা কাহফ ১৮ : ১১০)

প্রশ্নঃ শাহানশাহ বা বাদশাহর বাদশাহ নাম রাখা শিরক, এর প্রমাণ কি?

উত্তরঃ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغِيْظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبِئُهُ وَأَغِيْظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٍ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ لَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকটে সবচেয়ে রাগের কারণ, সবচেয়ে ঘৃণিত, অধিকতর ক্ষিপ্ততার সম্মুখীন হবে সে লোক যার নাম রাখা হয়েছে 'মালিকুল আমলাক' (রাজাধিরাজ সম্রাট), (অথচ) আল্লাহ ছাড়া অন্য আর কেউ 'মালিক' (সম্রাট) নেই।^১

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْنَى الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ

^১ সহীহ মুসলিম ৫৫০৪, ই.ফা.বা হাঃ ৫৪২৬, ই.সে. হাঃ ৫৪৪৮।

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিকট কিয়ামতের দিনে ঐ লোকের নাম সবচেয়ে ঘৃণিত, যে তার নাম রেখেছে মালিকুল আমলাক বা রাজাধিরাজ।^১

অন্য হাদীসে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَيْتُ عَنْ أَبِي خَنِعٍ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ وَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَخْنَعُ
الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسْمَى بِمَلِكِ الْأَمْلاكِ قَالَ سُفْيَانُ يَقُولُ غَيْرُهُ
تَفْسِيرُهُ شَاهَانُ شَاهُ

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে খারাপ নামধারী অথবা বলেছেন, সব নামের মধ্যে ঘৃণিত নাম হলো সে ব্যক্তির, যে ‘রাজাধিরাজ’ নাম গ্রহণ করেছে। সুফিয়ান বলেন যে, অন্যরা এর ব্যাখ্যা করেছেন ‘শাহানশাহ’।^২

প্রশ্নঃ পোষাক পরিধানে শিরক, এর প্রমাণ কি?

উত্তরঃ অনেকে বলে থাকে, আমার যদি অমুক পোষাকটি না থাকত তাহলে আজ শীতে বাঁচতাম না। শীতে মরে যেতাম। চাদর না হলে মরেই যেতাম ইত্যাদি কথা বলা শিরক। কারণ বাঁচা ও মারার মালিক কেবল মাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন-

يُخَيِّ وَيُؤْمِنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থঃ তিনি জীবিত করেন, তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

(সূরা আল হাদিদ ৫৭ : ২)

প্রশ্নঃ ভাগ্য গণনা শিরক কিভাবে?

উত্তরঃ মানবজাতির মধ্যে অনেকে আছে যারা অদৃশ্য এবং ভবিষ্যত সম্বন্ধে জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবী করে। তারা বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- গণক, ভবিষ্যৎ-বক্তা, পূর্ব-পরিজ্ঞেয়ক, দৈবজ্ঞ, যাদুকর, পূর্বাভাসদাতা, দৈববাণী প্রকাশক, জ্যোতিষী, হস্তরেখা বিশারদ ইত্যাদি। গণকরা বিভিন্ন পদ্ধতি এবং মাধ্যম ব্যবহার করে তথ্যাদি বের করে

^১ সহীহ বুখারী ৬২০৫, ই.ফা.বা হাঃ ৫৭৭২, ‘কিতাবুল আদাব বা আচার ব্যবহার’ অধ্যায়।

^২ সহীহ বুখারী ৬২০৬, ইফাবা হাঃ ৫৭৭৩, ‘কিতাবুল আদাব বা আচার ব্যবহার’ অধ্যায়।

আনার দাবী করে, যার মধ্যে রয়েছে: চাঁয়ের পাতা পড়া, রেখা অংকন, সংখ্যা লেখা, হস্তরেখা পড়া, রাশিচক্র পরীক্ষা করা, স্ফটিক বলের প্রতি দৃষ্টিপাত এবং হাড়গোড়, ছড়ি-ছোড়া, লাঠি চালনা, বাটি, চালান ইত্যাদি। গুপ্ত বিদ্যা পেশাজীবীগণ যারা অদৃশ্য প্রকাশ করতে এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম বলে দাবী করে তাদের প্রধানত দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

১. যাদের সত্যিকার কোন জ্ঞান বা গুপ্ত বিষয় জানা নেই। তারা প্রায়ই অনেকগুলি অর্থহীন আচারানুষ্ঠান করে খরিদারদের ধোঁকা দেয় এবং তারপর তারা পরিকল্পিতভাবে সাধারণ অনুমানগুলিই বলে। তাদের কিছু কিছু অনুমান, সাধারণতার কারণে, সচরাচর সত্য হয়ে যায়। বেশীর ভাগ লোকের গুটিকয়েক ভবিষ্যদ্বাণী যা সত্য হয় সেগুলি স্মরণ রাখার প্রবণতা দেখা যায় এবং যেগুলি সত্য হয় না তার বেশীরভাগই তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।
২. দ্বিতীয় দলভুক্ত তারা যাদের জ্বীনের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। এই দলটি সবচেয়ে গুরুতর। কারণ এর সঙ্গে সাধারণত: শিরক এর মত মারাত্মক গুণাহ জড়িত। যারা এই কাজে জড়িত তাদের তথ্যাদি অতি নির্ভুল হয় এবং এভাবে মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়ের মধ্যে সত্যিকার ফিতনা (প্রলোভন) সৃষ্টি হয়। অপবিত্র বিশ্বাস জড়িত থাকার কারণে ইসলাম ভাগ্য গণনার প্রতি কঠোর দৃষ্টি ভঙ্গি গ্রহণ করেছে। যে কোন প্রকারের গণক দর্শন সম্বন্ধে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিস্কারভাবে নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

অর্থঃ সাফিয়্যা (রাঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন এক স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি কেউ আররাফ^১ (গণক) এর কাছে যায় এবং তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহলে ৪০ রাত পর্যন্ত তার সলাত গ্রহণযোগ্য হবে না।^২

এই হাদীসের বর্ণিত শাস্তি শুধু মাত্র গণকের কাছে যাবার এবং তাকে কৌতুহল বশত: প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কারণেই। আর গণক অদৃশ্য এবং ভবিষ্যতের খবর জানে এই বিশ্বাস নিয়ে যে কেউ গণকের কাছে যায় সে কুফরী করলো।

^১ হারানো জিনিসের সংবাদদাতা।

^২ সহীহ মুসলিম ৫৭১৪; ইফাবা হাঃ ৫৬২৭, ইসে হাঃ ৫৬৫৬ মুসনাদে আহমদ ১৬৬৩৮।

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থঃ আবু হুরাইরা এবং হাসান (রাঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যে গণকের নিকট যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যা নাযিল হয়েছে তা অবিশ্বাস করল।^১

এই ধরনের বিশ্বাস আল্লাহর অদৃশ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে সৃষ্টির উপর আরোপ করে। ফলে এটি ‘তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাত’কে ধ্বংস করে এবং তাওহীদের ক্ষেত্রে এক ধরনের শিরকের বাস্তব নমুনা। রেডিওতে শোনা অথবা টেলিভিশনে দেখাটাও কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা স্পষ্টভাবে কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ অদৃশ্য সম্পর্কে জানে না, এমনকি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও না। ইরশাদ হচ্ছে-

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

অর্থঃ অদৃশ্যের চাবি সমূহ তাঁরই নিকট রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না।

(সূরা আন’আম ৬ : ৫৯)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ

لَأَسْتَكْثِرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ

অর্থঃ (হে নাবী) বল ! আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজস্ব ভালমন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নাই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তবে তো আমি অধিক কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না।

(সূরা আ’রাফ ৭ : ১৮৮)

প্রশ্নঃ রাশিচক্র সম্বন্ধে ইসলামের রায় কি?

উত্তরঃ জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা শুধু হারামই নয় বরং একজন জ্যোতিষবিদদের কাছে যাওয়া এবং ভবিষ্যতবাণী শোনা, জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর লেখা বই কেনা অথবা একজনের কোষ্টি যাচাই সম্পূর্ণ নিষেধ। যেহেতু জ্যোতিষশাস্ত্র প্রধানত ভবিষ্যতবাণী করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যারা এ বিদ্যা চর্চা করে তাদের জ্যোতিষী বা গণক বলে গণ্য করা হয়। ফলস্বরূপ,

^১ মুসনাদে আহমদ ৯৫৩৬; সুনানে ইবনে মাজাহ, ই.ফা.বা হাঃ ৬৩৫।

যে তার রাশিচক্র খোঁজে সে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত নিম্নের বিবৃতির অধীনে পড়ে-

عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

অর্থঃ সাফিয়া (রাঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন এক স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে কেউ আররাফ^১ (গণক) এর কাছে যায় এবং তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহলে ৪০ রাত পর্যন্ত তার কোন সলাত গ্রহণযোগ্য হবে না।^২

এই হাদীসের বর্ণিত শাস্তি শুধু মাত্র গণকের কাছে যাবার অপরাধে এবং তাকে কৌতুহল বশত: প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কারণেই।

জ্যোতিষের বক্তব্যের সত্যতায় সন্দিহান হওয়া সত্ত্বেও একজনের শুধু তার কাছে যাওয়া এবং প্রশ্ন করার শাস্তি এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যদি কেউ জ্যোতিষ সংক্রান্ত তথ্যাদির সত্য মিথ্যায় সন্দিহান হয়, তবে সে আল্লাহর পাশাপাশি অন্যরাও হয়তো অদৃশ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানে বলে সন্দেহ পোষণ করলো। এটা এক ধরনের শিরক। কেউ তার রাশিচক্রে প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করলে সে সরাসরি কুফরি (অবিশ্বাস) করলো। কারণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থঃ আবু হুরাইরা এবং হাসান (রাঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যে গণকের নিকট যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যা নাযিল হয়েছে তা অবিশ্বাস করল।^৩

পূর্বে বর্ণিত হাদীসের মত এই হাদীসে শাস্তিকভাবে গণকের সম্বন্ধে উল্লেখ করা হলেও জ্যোতিষবিদদের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য। উভয়েই ভবিষ্যতের জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবী করে। কোন পুরুষ অথবা মহিলা কর্তৃক খবরের কাগজের রাশিচক্রের কলাম পড়া অথবা পড়তে শোনাও সম্পূর্ণ নিষেধ।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

^১ হারানো জিনিসের সংবাদদাতা।

^২ সহীহ মুসলিম ৫৭১৪; ই.ফা.বা হাঃ ৫৬২৭, ই.সে হাঃ ৫৬৫৬ মুসনাদে আহমাদ ১৬৬৩৮।

^৩ মুসনাদে আহমাদ ৯৫৩৬; সুনানে ইবনে মাজাহ, ই.ফা.বা হাঃ ৬৩৫।